BANGLA POST Year: 20 ♦ Issue: 967 ♦ Friday 12 May - Thursday 18 May 2023 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

যৌন হয়রানির মামলায় দোষি সাব্যস্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ম্যাগাজিন লেখক জিন ক্যারলকে যৌন নিপীড়ন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওই মামলায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ লাখ --১৬ পৃষ্ঠায়

চার্লসের রাজকীয় অভিষেক

পোস্ট ডেস্ক : রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস। এর মাধ্যমে রাজপরিবারে প্রতীকীভাবে নতুন যুগের সূচনা হলো। ব্রিটেনের স্থানীয় সময় শনিবার সকাল ১১টায় ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে ক্যান্টাবারির আর্চবিশপের নেতৃত্বে রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। রাজ্যাভিষেকে শপথ গ্রহণের পর রাজা চার্লসকে রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে রানি ক্যামিলাকেও মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজা তৃতীয় চার্লসের এ অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন ।

ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি রাজার মাথায় সেইন্ট এডওয়ার্ড মুকুট পরিয়ে দেন। এ সময় তিনি বলেন, 'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন।' জীবনে একবারই রাজা এই মুকুট পরার সুযোগ পাবেন। ঘণ্টাখানেকের জন্য তিনি মুকুটটি পরে ছিলেন।

মুকুট পরিয়ে দেওয়ার পর শুরু হয় রাজার সিংহাসনে আরোহণের পর্ব। ক্যান্টারবারি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ এবং তাদের সহকারীরা রাজাকে সিংহাসনের দিকে নিয়ে যান। এরপর সিংহাসনে বসেন রাজা তৃতীয় চার্লস। এটি হচ্ছে রাজ্যাভিষেকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সর্বশেষ ১৯৫৩ সালে নিজের রাজ্যাভিষেকে সেইন্ট এডওয়ার্ড মুকুটটি পরেছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এবার ৭০ বছর পর তার ছেলে চার্লস নিজের রাজ্যাভিষেকে এ মুকুট পরলেন।

এর আগে যুক্তরাজ্যের রাজতন্ত্রের ৪০তম সিংহাসন আরোহী হিসাবে শপথ নেন চার্লস। ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আর্চবিশপ বলেন, আমরা এখানে রাজাকে মুকুট পরাতে সমবেত হয়েছি এবং সেবা করার জন্যই আমরা রাজাকে মুকুট পরাই। রাজা তৃতীয় চার্লস পবিত্র গসপেলে হাত রেখে শপথ নেন। এ সময় তিনি আইনের শাসন ও চার্চ অব ইংল্যান্ডের মর্যাদা সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া একজন 'একনিষ্ঠ প্রটেস্ট্যান্ট' হিসাবে দ্বিতীয় শপথও নেন রাজা তৃতীয় চার্লস। এরপর আর্চবিশপ আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজা চার্লসকে মুকুট পরিয়ে দেন। এ সময় সবাই সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'গড সেভ দ্য কিং'। মুকুট পরানোর এ সময়কে স্মরণীয় করে রাখতে ঠিক দুপুর ১২টা ০১ মিনিটে যুক্তরাজ্যজুড়ে 'গান স্যালুট' দেওয়া হয়।

মুকুট পরানোর পরপরই রাজা চার্লসের বড় ছেলে প্রিন্স উইলিয়াম প্রথম প্রথা ভেঙে হাঁটু গেড়ে বসে নতুন রাজাকে শ্রদ্ধা জানান। --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেট সিটি নির্বাচনে ৩৭১ জনের মনোনয়ন সংগ্রহ

সিলেট অফিস : সিলেটে বইছে সিটি নির্বাচনের উত্তাপ। এ পর্যন্ত মেয়র পদে ৫ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। আর কাউন্সিলর পদে ৩৬৬ জন মহিলা ও পুরুষ মনোনয়ন কিনেছেন।

গত ২৭ এপ্রিল থেকে সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করছেন প্রার্থীরা। সংগ্রহ করা যাবে ২৩ মে পর্যন্ত।

সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের মিডিয়া সেল --১৬ পৃষ্ঠায়

নিলামে উঠছে স্টিভ জবসের সই করা চেক

পোস্ট ডেস্ক : অ্যাপলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের স্বাক্ষরিত একটি চেক নিলামে উঠছে। সিএনবিসি জানিয়েছে, নিলামে এটি ৩৫ হাজার ডলারেরও বেশি দামে বিক্রি হতে পারে। জবসের স্বাক্ষরিত ১৭৫ ডলারের চেকটি পরামর্শক সংস্থা ক্র্যাম্পটন, রেমকে অ্যান্ড মিলারকে ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে দেয়া হয়েছিলো। সেই বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপল। যেহেতু জবস অটোগ্রাফ দেওয়া অপছন্দ করেন, তাই তিনি যে আইটেমগুলিতে স্বাক্ষর করতেন তা বিরল বলে বিবেচিত হয়। নিলামটি বোস্টন-ভিত্তিক সংস্থা আরআর নিলাম সংস্থা দ্বারা আয়োজিত হচ্ছে যারা ঐতিহাসিক অটোগ্রাফ, পাণ্ডুলিপি এবং প্রত্নবস্তুগুলি বিক্রি করে থাকে। অ্যাপল কম্পিউটার --১৬ পৃষ্ঠায়

ইমরান খান গ্রেপ্তার

উত্তাল পকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : চরম নাটকীয়তায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। এর মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের অস্থির রাজনীতি আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার তিনি দুটি মামলায় ইসলামাবাদ হাইকোর্টের শুনানিতে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে সেনাবাহিনীর সিনিয়র একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো বক্তব্য দেন। তার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ জোর দিয়ে তুলে ধরেন। জিও নিউজ ও ডন এ খবর দিয়ে বলেছে, এরপর আল কাদির ট্রাস্ট মামলায় ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বাইরে

থেকে গ্রেপ্তার করেছে রেঞ্জার্স। সেখানে তারা তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইসলামাবাদে ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেটে ইভিএম নিয়ে যত শঙ্কা

সিলেট অফিস : জাতীয় নির্বাচন যেখানে ব্যালটে হবে; সেখানে ইভিএম কেন-সিলেটে এ প্রশ্ন সবার আগেই তুলেছেন বর্তমান বিএনপি দলীয় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। যদিও তিনি সিটি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কি না-এখনো সেটি খোলাসা করেননি। বোঝাপড়ার মধ্যেই আছেন। তবে-ইভিএম নিয়ে তার সংশয় কাটছে না। তার মতে-ইভিএম ভোটে কারচুপির আশঙ্কা থেকেই যায়। যেহেতু সিলেটের ভোটাররা এখনো ইভিএম-এ ভোট দিতে অভ্যস্থ নন, সে কারণে ভোটের দিন মন্থর গতিতে ভোট পড়তে পারে। এতে অনেক ভোটারই ভোট না-ও দিতে পারেন।

এছাড়া- অনেকেই আবার ইভিএম ভোট সমাপ্ত করার প্রক্রিয়াও জানেন না। ফলে কেউ কেউ শুধুমাত্র ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়েই চলে আসতে পারেন। আবার পরিবেশ ঘোলাটে করে তুললে ভোটারদের কেবলমাত্র ফিঙ্গার দিয়ে বুথে না ঢুকিয়ে বিদায় করে দেওয়া হতে পারে। এদিকে- গত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আম্বরখানা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে নারী ও পুরুষ কেন্দ্রে ইভিএম-এ ভোট হয়েছিল। সেই ওয়ার্ডের দু'টি কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছিলেন --১৬ পৃষ্ঠায়

কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দেশের অর্থনীতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায় পড়তে যাচ্ছে দেশ। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) বিল পরিশোধ করায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে আরও ১১৮ কোটি ডলার বা ১ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার কমেছে। এতে রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলারে, যা গত সাত বছরে সর্বনিম্ন। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফের মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভের অঙ্ক আরও ৬ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার কম হবে। সংস্থাটির হিসেবে বাংলাদেশের ব্যবহারযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইএমএফ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

তবে বিশ্বব্যাংকের ঋণের ৫০৭ মিলিয়ন ডলার পাওয়ায় বাংলাদেশের রিজার্ভ ফের ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বুধবার দিনের শুরুতে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩০ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট কাটাতে বাস্তবায়ন জরুরি নয় এমন সব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ --১৬ পৃষ্ঠায়

লুটন কাউন্সিল নির্বাচনে ৭ বাংলাদেশি প্রার্থীর জয়

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের পার্শ্ববর্তী শহর লুটন বারা কাউন্সিল নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাত প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনই নারী।

৪ মে লুটন বারা কাউন্সিলে নির্বাচন হয়। যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সরকারের এ নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ২১ প্রার্থী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁরা ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি, বিরোধী দল লেবার পার্টি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়েন।

নির্বাচনে জয়ী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাতজনের মধ্যে ছয়জন লেবার পার্টির, একজন কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী।

লুটন বারার বিচ হিল ওয়ার্ড থেকে রুমী চৌধুরী, সেন্টস --১৬ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকারের পক্ষ থেকে নতুন টাউন হলে ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা প্রদান

লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার শাফি আহমেদ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দকে গত চার মে বৃহস্পতিবার দুপুরে নব নির্মিত লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা প্রদান করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ এ সংবর্ধনা সভা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র লুৎফুর রাহমান ও ডেপুটি মেয়র মায়ূম আহমদ এবং মেয়রের এডভাইজার মোহাম্মদ জুবায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এ সময় মেয়র লুৎফুর রাহমান গত নির্বাচনে তাঁর ঐতিহাসিক বিজয়ে উলামায়ে কেরাম সহ সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতার শুকরিয়া আদায় করে অল্প দিনের ব্যবধানে তাঁর যুগান্তকারী পদক্ষেপ সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। শুরুতে সংবর্ধনা প্রদানকারী স্পিকার কাউন্সিলর শাফি আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি উলামায়ে কেরাম বিশেষত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে তাঁর শুরু থেকেই যে গভীর আত্মার সম্পর্ক রয়েছে, তা অত্যন্ত গৌরবের সাথে উল্লেখ করেন। এসময় তিনি বর্তমান ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সৌহার্দ্যতা ও অন্তরঙ্গতার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে পুরানো দিনের অনেক স্মৃতিচারণও করেন।

সংবর্ধনা মঞ্চে উপস্থিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দের পরিচয় স্ববিস্তারে উপস্থাপন করেন ইউকে জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। সংবর্ধনা সভায় স্পিকার শাফি আহমেদ এর পক্ষ থেকে ইউকে জমিয়তের সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ ও সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম কে বিশেষ ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। সভায় সংবর্ধিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ,ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম, ইউকে জমিয়তের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, ইউকে জমিয়তের ট্রেজারার ও লন্ডন মহানগর জমিয়তের সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, ইউকে জমিয়তের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও লন্ডন মহানগর জমিয়তের সেক্রেটারী মাওলানা শামসুল আলম কিয়ামপূরী, ইউকে জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, ইউকে জমিয়তের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইলিয়াছ, ইউকে জমিয়তের যুব বিষয়ক সম্পাদক মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও নিউহ্যাম জমিয়তের সভাপতি হাফিজ জিয়াউদ্দিন, ইউকে জমিয়তের প্রচার সম্পাদক ও টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সেক্রেটারী মাওলানা নাজমুল হাসান, ইউকে জমিয়তের সহকারী প্রচার সম্পাদক ও হ্যাকনী জমিয়তের সেক্রেটারি হাফিজ রশিদ আহমদ, ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিস মিয়া, ইউকে জমিয়ত ওয়েষ্ট লন্ডন শাখার সভাপতি হাফিজ মিজানুর রহমান ও সেক্রেটারি মাওলানা শামছুল ইসলাম, হেকনী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ আহমেদ।

সংবর্ধনার জবাবে ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলেন আজ লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রাণকেন্দ্র হোয়াইট চাপ্যাল এলাকায় নবনির্মিত বিশালায়তন টাউন হল ও মেয়র ভবনে জনাব স্পিকার শফি আহমাদ ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ কে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা প্রদান করে পুরো আলেম সমাজকে যেভাবে সম্মানিত করলেন এর নজীর বিরল বলা যায় । উলামায়ে কেরাম জনাব স্পিকারের শিক্ষা ও সমাজ সেবা সহ প্রতিটি অঙ্গনে প্রশংসনীয় অবদানের ইতিহাস তুলে ধরে তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য বিশেষ দোয়া করেন। জমিয়ত নেতৃবৃন্দ শত ব্যস্ততা সত্বেও জনপ্রিয় মেয়র লুৎফুর রহমানের সংবর্ধনা সভায় অংশগ্রহণের ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং তাঁর ঐতিহাসিক বিজয় কে নিষ্ঠা, সততা, কর্মদক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বিজয় আখ্যায়িত করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে তার অনুসৃত পথ ধরে ভবিষ্যতে সর্বক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের পরামর্শ দেন। সভার শেষে মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও স্পিকার সহ সকল কাউন্সিলর বৃন্দের সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জন্মদিনে যুক্তরাজ্য নির্মূল কমিটির সভা

লন্ডন: ৩ মে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জন্মদিন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্মূল কমিটির যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন হাসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুনিরা পারভীনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য দেন সাবেক সভাপতি সৈয়দ এনামুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সদস্য আনসার আহমেদ উল্লাহ, যুক্তরাজ্য কমিটির সভাপতি সৈয়দ আনাস পাশা, উপদেষ্টা নুরুদ্দিন আহমেদ, সহসভাপতি জামাল আহামেদ খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রাজ, শাহ বেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত দাশ, কোষাধ্যক্ষ এনামুল হক, জ্যোৎস্না পারভীন ও নাজমা হুসেন।

সভায় গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় জাহানারা ইমামকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশে কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আলোর মুখ দেখত না বলে মন্তব্য করেন বক্তারা।

সভায় জাহানারা ইমামের সাথে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের পাশাপাশি বক্তারা বলেন, জাহানারা ইমাম আজ আর একক ব্যক্তি নন, তিনি এখন একটি প্রেরণার নাম, একটি আলোকবর্তিকা। যে আলোতেই আমরা ছুঁয়ে দেখেছি ২০১৩ সালের গণজাগরণ আন্দোলন। বারবার উঠে আসে তার একাত্তরের দিনগুলো বইয়ের প্রসঙ্গ, তার অন্যান্য সাহিত্যকর্ম আড়াল হয়ে গেছে এই একটি বইয়ের কাছে। এই একটি বই কয়েকটি প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের এক অনবদ্য দলিল হিসাবে ঋদ্ধ করেছে।

যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে জাহানারা ইমামের আন্দোলন সংগ্রাম তার জীবনীকে আন্তর্জাতিক ভাবে ছড়িয়ে দিতে কাজ করারও পরামর্শ দেয়া হয়। জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পূর্বে লেখা শেষ চিঠি ও তার জীবনী পাঠ করেন সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন হাসান।

লিস্টেড বিল্ডি এর অননুমোদিত পরিবর্তন করায় ল্যান্ডলর্ডকে ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা

টাওয়ার হ্যামলেটসে একটি লিস্টেড বিল্ডিং বা তালিকাভুক্ত ভবনে অননুমোদিত কাজ করায় ল্যান্ডলর্ড অর্থাৎ বাড়ির মালিককে এনফোর্সমেন্ট নোটিশ মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে আদালত কর্তৃক ২০,০০০ পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে।

কাউন্সিলের প্ল্যানিং কমপ্লায়েন্স টিম ১০৩ বো রোডে অবস্থিত প্রোপার্টির পরিবর্তনগুলি তদন্ত করেছে যার মধ্যে রয়েছে বাড়িটির পিছন দিকে এক্সটেনশন নির্মাণ এবং লিস্টেড বিল্ডিং কনসেন্ট বা সম্মতি ছাড়াই একটি ইউপিভিসি উইন্ডো (জানালা) ইনস্টল করা।

প্রোপার্টিটি বো ওয়েস্ট ওয়ার্ডের মধ্যে বরোর পূর্বে অবস্থিত একটি আবাসিক তিন-তলা গ্রেড ২ তালিকাভুক্ত বিল্ডিং। ঐতিহ্যগত উদ্বেগ থাকার পাশাপাশি নিম্নমানের আবাসনের জন্য অননুমোদিতভাবে এক্সটেনশনটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি লিস্টেড বিল্ডিং এনফোর্সমেন্ট নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিলো, এক্সটেনশনটি অপসারণ করতে অর্থাৎ ভেঙ্গে ফেলতে এবং ঐতিহ্যবাহী কাঠের স্যাশ উইন্ডো দিয়ে ইউপিভিসি উইন্ডোটি প্রতিস্থাপন করতে।

সংশ্লিষ্ট ল্যান্ডলর্ড স্যামুয়েল আতান্ডা জেনিও এই নোটিশটি মেনে চলেননি। পরবর্তীতে বিষয়টি আদালতে গড়ায় এবং ফলস্বরূপ ১৫ নভেম্বর ২০২২-এ টেমস ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি উপস্থিত হয়ে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দোষ স্বীকার করেন।

১৮ জানুয়ারী ২০২৩-এ স্নেয়ার্সব্রুক ক্রাউন কোর্টে মামলার সাজা ঘোষণা করা হয় এবং একটি তালিকাভুক্ত বিল্ডিং এনফোর্সমেন্ট নোটিশের প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে ব্যর্থতার দায়ে বাড়ির মালিককে ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর রিজেনারেশন, ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিল্ডিং, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেছেন, “তালিকাভুক্ত বিল্ডিংগুলির বৈশিষ্ট্য এবং চেহারা একটি বিশেষ ধরনের পরিকল্পনার অনুমতি দ্বারা সুরক্ষিত থাকে যার নাম হচ্ছে লিস্টেড বিল্ডিং কনসেন্ট। এই বিধিবদ্ধ সম্মতি ছাড়াই তালিকাভুক্ত ভবনের বিশেষ চরিত্রকে প্রভাবিত করে অননুমোদিত পরিবর্তন করা একটি ফৌজদারি অপরাধ এবং অননুমোদিত পরিবর্তনগুলোকে উল্টানোর জন্য কাউন্সিলের ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।”

সংবিধিবদ্ধ তালিকাভুক্ত ভবনগুলিকে সরকারের সংস্কৃতি, মিডিয়া এবং ক্রীড়া বিভাগ দ্বারা মনোনীত করা হয়েছে এবং তিনটি গ্রেড, ১, ২* ও ২ তে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

কাউন্সিলর আহমেদ আরও বলেন, “এই ক্ষেত্রে, বিল্ডিংটি তালিকাভুক্ত বিল্ডিংগুলোর একটি সারির অংশ গঠন করে যেগুলি ১৯৭৩ সালে তাদের গ্রুপ মূল্যের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। তালিকাভুক্ত বিল্ডিংগুলির প্রচুর ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্য মূল্য রয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই সেগুলো রক্ষা করতে হবে।

রাজা তৃতীয় চার্লস এর আমন্ত্রণে ব্রিটিশ বাংলাদেশী মনসুর আহমদ এর বাকিংহাম প্যালেস

ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস এর আমন্ত্রণে ব্রিটিশ বাংলাদেশী মনসুর আহমদ তাঁর স্ত্রী সহ ৩রা মে ২০২৩ রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেস - রয়েল গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করেন ও রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেসে রয়্যাল গার্ডেন পার্টির আয়োজন করা হয়।

প্রচার মাধ্যমে রাজা তৃতীয় চার্লস এর আমন্ত্রণে বাকিংহাম প্যালেস - রয়্যাল গার্ডেন পার্টিতে যোগদান এর সংবাদ প্রকাশের পর মনসুর আহমদ তাঁর একান্ত অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, -‘রাজা তৃতীয় চার্লস এর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেস - রয়েল গার্ডেন পার্টিতে যোগদান আমার জন্য একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে ও এটি ছিল একটি বিস্ময়কর প্রাপ্তি যার কারণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত,গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি ও রাজা তৃতীয় চার্লস রাজ্যাভিষেক উদযাপনের অংশ হিসেবে বাকিংহাম প্যালেসে রয়্যাল গার্ডেন পার্টিতে অতিথিদের পাশ দিয়ে হেঁটে অতি আনন্দের সাথে সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন রাজা তৃতীয় চার্লস, যা সত্যিকারে ছিলো একটি অতি আনন্দের দৃশ্য।

উল্লেখ্য যে মনসুর আহমদ ব্রিটিশ সমাজে নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, শিক্ষা ও চ্যারিটিসহ বিভিন্ন স্তরের সেবায় প্রশংসনীয় নেতৃত্বদান সহ অনবদ্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান এর স্বীকৃতি স্বরূপ অসংখ্য অ্যাওয়ার্ডস এ ভূষিত হন ও তম্মধ্যে ব্রিটেনের প্রয়াত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বিরল সম্মামনা ব্রিটিশ এম্পায়ার মেডেল (বি ই এম) যা মনসুর আহমদ গত নভেম্বর ২০২২ এ

রাজা তৃতীয় চার্লস এর প্রতিনিধি হতে গ্রহণ করেন, ব্রিটিশ কমিউনিটি অনার্স অ্যাওয়ার্ড, ব্রিটিশ সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড, মার্টন মেয়র'স অ্যাওয়ার্ড, হাউস অফ লর্ডস অ্যাওয়ার্ড, কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড, স্কুল গভর্ণর অ্যাওয়ার্ড উল্লেখযোগ্য ও উল্লেখ্য যে, মনসুর আহমদ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি পর্যায়ে সমাজসেবা মূলক কার্যক্রমে দীর্ঘ ১৬ বৎসরের অধিক সময়কাল ধরে যুক্ত রয়েছেন ও তিনি লন্ডনের ওয়ান্ডসওয়ার্থ এবং মার্টন কাউন্সিল এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্কুলের প্যারেন্ট গভর্নর, চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা কমিটি'র সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন ও মনসুর আহমদ চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জে ১১ বছরেরও অধিককাল ফিন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ও এ ছাড়া তিনি ভিসিটিং লেকচারার হিসেবে ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ((USTC), প্রিস্টন ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, সাউথার্ন ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, এডওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি এন্ড ইউনিভার্সিটি অফ হনুলুলু (চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস, বাংলাদেশ)- এ খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন।

মনসুর আহমদ যিনি পেশায় একজন একাউন্টেন্ট বর্তমানে যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম দাতব্য সংস্থা আল্ শিরকাতুল ইসলামীয়ার একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স বিভাবগর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ও তিনি আহমদিয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের একজন জীবন উৎসর্গকারী সদস্য।

TYPE 2 DIABETES
KNOW YOUR RISK

NHS

Thousands avoid type 2 diabetes with free evidence-based NHS lifestyle programme

Around 90% of people with diabetes in the England have type 2 diabetes. With currents trends suggesting that 1 in 10 people might have the condition by 2030, preventing type 2 diabetes is more important now than ever before.

"People with an ethnic origin from the Indian subcontinent are at much higher risk of developing type 2 diabetes. The condition generally develops at younger ages and at lower levels of excess weight compared to what is typically seen in people of white ethnicities." says Dr Chirag Bakhai, a GP and Primary Care Advisor to the NHS Diabetes Prevention Programme.

Dr Bakhai continues, "Type 2 diabetes can have serious complications such as blindness, nerve damage and ulcers leading to amputations, as well as increasing the risks of heart attacks and strokes. The best way to avoid the complications is to prevent the condition in the first place. For people at high risk of developing type 2 diabetes, adopting a healthy lifestyle with regular physical activity and keeping off excess body weight can make all the difference."

Dr Chirag Bakhai
GP and Primary Care Advisor to the NHS Diabetes Programme, NHS England

Whilst factors such as family history, pre-existing health conditions, age, and ethnicity are all risk factors, lifestyle choices, such as diet and physical activity, remain the crucial markers in determining the likelihood of developing type 2 diabetes and its prevention.

The NHS offers the free Healthier You NHS Diabetes Prevention Programme for those at risk. Lasting nine months, this behavioural and lifestyle change programme has seen over 1.3M people referred to it to help lower their blood sugar levels through making sustainable changes to their diet and physical activity and, ultimately, avoid the onset of type 2 diabetes.

Harry Matharu joined the programme after his GP diagnosed him as having non-diabetic hyperglycaemia (pre-diabetes); he says, "The programme changed my lifestyle, I now swim or run most days. I am full of energy instead of lethargic and tired. I am also mindful of my diet and have gone from a size 42 waist to a size 28, I couldn't feel happier".

"Being of Indian origin, I knew that we are at a higher risk of developing type 2 diabetes, but I didn't think it would happen to me", says Kishor Chauhan from Greenford, who started attending the Healthier You NHS Diabetes Prevention Programme after routine blood tests showed high sugar levels.

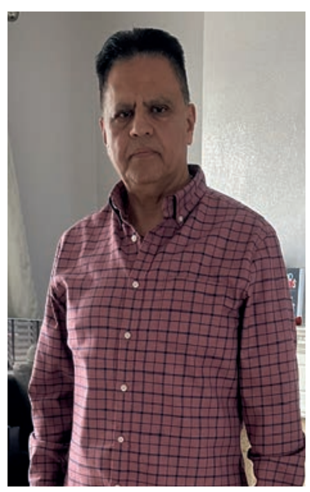

Kishor continues, "Although I was already active and had a good fruit and veg diet, I must admit I indulged in sweets. The lifestyle changes I have made have helped me reduce my blood sugar level and I have also lost 7kg in weight. I highly recommend those at risk of type 2 diabetes join the programme".

Type 2 diabetes risk factors:

- **Your age** - The older you are, the greater your risk will likely be. However, people from South Asian ethnic groups tend to be at risk at a younger age.
- **Your family history** - You are two to six times more likely to get type 2 diabetes if you have a parent, brother, sister or child with the condition.
- **Your ethnicity** – You are more likely to get type 2 diabetes if you are from a Chinese, South Asian, Black Caribbean or Black African ethnic background.
- **Your weight** - You are more at risk of type 2 diabetes if you are living with obesity or carry excess weight.
- **Your blood pressure** – You are more at risk if you've ever been diagnosed with high blood pressure.

The Healthier You NHS Diabetes Prevention Programme can help you to take control of your health and manage your risk of developing type 2 diabetes.

With the support of dedicated trained coaches and experts, you can make small, manageable changes to your diet, physical activity routine, and weight management, reducing your risk of developing type 2 diabetes.

Participants can choose between face-to-face groups in local venues and a digital service providing coaching through apps and websites.

The latest evaluation of the programme has shown a 20% reduction in type 2 diabetes incidence amongst individuals who have been referred to the Healthier You NHS Diabetes Prevention Programme. Previous analyses have shown that people completing the programme have a 37% lower risk of developing type 2 diabetes.

To find out if you are at risk of developing type 2 diabetes, search for "diabetes know your risk" online and complete a few simple questions on the Diabetes UK website, including about your age, ethnicity and if you have a close relative with diabetes.

If the tool says that you are at moderate or high risk of developing type 2 diabetes, contact your GP practice for a simple blood test to check your sugar levels and assess for diabetes. If you are found to have non-diabetic hyperglycaemia (pre-diabetes), you might be eligible for a referral to the Healthier You NHS Diabetes Prevention Programme.

Search **'Diabetes Know Your Risk'**

HEALTHIER YOU
NHS DIABETES PREVENTION PROGRAMME

টাওয়ার হেমলেটস ফ্রেন্ড'স অব লেবার এর উদ্যোগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিজয়ে আনন্দসভা অনুস্টিত

লন্ডনঃ গত ৪ মে ব্রিটেন জুড়ে অনুস্টিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে লেবার পার্টির ব্যাপক বিজয়ে এক আনন্দসভা অনুস্টিত হয়। টাওয়ার হেমলেটস ফ্রেন্ড'স অব লেবার এর উদ্যোগে গত সোমবার টাওয়ার হেমলেটস এর স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের হল রুমে টাওয়ার হেমলেটস ফ্রেন্ড'স অব লেবার এর কোর- কো অরডিনেটর ডক্টর আনিছুর রহমানের আনিছের সভাপতিত্বে এবং নাজমা হুসেইন, হামিদা ইদ্রিস, শাহেদা রহমান ও আনোয়ার মিয়ার যৌথ উপস্থাপনায় অনুস্টিত অনুস্টানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হেমলেটস লেবার গ্রুপ লিডার কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক লিডার হেলাল উদ্দিন আব্বাস।

সভায় কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম বলেন, এই নির্বাচনের ফলাফল আগামী নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে এবার আমরা একসাথে কাজ করলে লেবার দল অন্যন্য কাউন্সিলেও তাদের সুদৃঢ় বিজয় অরজন করতে পারবে। সাবেক লিডার হেলাল আব্বাস বলেন, একসাথে মিলেমিশে কাজ করলে আমরা যেকোন কাজে সফলতা পেতে পারি। লেবার দল গত ৪ তারিখ নির্বাচনে সারাদেশে নতুন ৬৩৫ জন কাউন্সিলর পেয়েছে এবং আরও ২৩টি কাউন্সিলে নতুন করে জয়লাভ করেছে।

অন্যদিকে টরি দল তাদের ৫০টি কাউন্সিলে ফেল করেছে। আমরা এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে আগামী নির্বাচনে লেবার দলের বিজয় নিশ্চিত করা সম্ভব আর এজন্য আমাদেরকে এক সাথে কাজ করতে হবে।বক্তব্য রাখেন সাবেক স্পিকার খালেস উদ্দিন আহমেদ, সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, সাবেক মেয়র মতিনুজ্জামান, সাবেক স্পিকার ভিক্টোরিয়া অভাজি, চিপ হুইপ কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার, কাউন্সিলর জেমস কিং, সাবেক কাউন্সিলর হেলাল উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর মামুন রশিদ, সাবেক কাউন্সিলর কাহার চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর তারিক খান, সাবেক কাউন্সিলর শাহ সুহেল আমিন, কাউন্সিলর মাহফুজ ফারুক, কাউন্সিলর সাবিনা খান, কাউন্সিলর লুতফা রহমান, বাংলাদেশ সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারী দেলওয়ার হুসেন, আনোয়ার পুনেকার, জাকির হুসেন জাহাঙ্গির, রফিক উল্লাহ, আনসারুল হক, মানবাধিকার কর্মী আনছার আহমেদ উল্লাহ, ব্যারিস্টার আবু সুফিয়ান, আলি আহমেদ বেবুল, হুসনে আরা মতিন, সাবেক কাউন্সিলর রুহুল আলম, আশিক রহমান, সাংবাদিক নাজমুল হুসেন, সাংবাদিক আব্বাস জামান, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান বেলাল, সুয়েজ মিয়া, কামরুন নাহার, শিউলি সরকার, মাহমুদা বেগম, আবুল হুসেন, ফয়সল আহমেদ, শাকিল আহমেদ, সাইমুল, মিসবাহ মাসুম, আবুল কাশেম সহ আরও অনেকে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে বিএনপি'র সকল অঙ্গ সংগঠন প্রতিবাদ সমাবেশ

গত ৪মে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে সেন্টাল লন্ডনের ক্লারিজ হোটেলের সামনে বিএনপি'র সকল অঙ্গ সংগঠন প্রতিবাদ সমাবেশ উপস্থাপন করেন।

উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে ইউকে বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দল, যুবদল, ছাত্রদল, মহিলা দল সহ সকল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কয়েক হাজার নেতাকর্মীর মিছিল নিয়ে হাইতপার্ক-করনার থেকে বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীর হোটেলের সামনে উপস্থিত হন।

কয়েক হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে হাসিনা যেখানেই, সেখানেই প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ। যুবদলের নেতা নাছির আহাম্মেদ বলেন, আমি এবং আমার বাবা বাংলাদেশে বিএনপির রাজনীতির সাথে জরিত বলে আওয়ামীলীগের গুন্ডারা আমাদের ঘর-বাড়িতে আক্রমণ চালায় এবং আমার বাবার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে হাজতে ভরে রেখেছে।

যুবদলের নেতা আসাদুজ্জামান মুকুল বলেন, আমি বিএনপির রাজনীতির সাথে জরিত এবং ফেসবুকে সরকারের বিরুদ্ধে লেখালেখির কারনে আমাকে বহু বার আওয়ামীলীগ হুমকি দিয়েছে এবং মামলার ভয় দেখাচ্ছে। তিনি আরো

প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, শেখ হাসিনা ভোট চোর স্টেপ ডাউন স্টেপ ডাউন, শেখ হাসিনা ভোট চোর, গো ব্যাক, গো ব্যাক।

ইউকে বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনে ইউকে যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিনের বক্তব্য হচ্ছে, অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ বলেন, আমাকে হুমকি কিংবা জেলের ভয় দেখিয় লাভ নেই। শেখ হাসিনার পতন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবেই।

আমাদের দাবি, বর্তমান সরকারকে কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে একটা অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচন দিতে আমরা বাধ্য করবো।

একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী নাজ ইসলামের সাফল্যের গল্প

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম : বৃটেনের রাজার রাজ্যাভিষেকের বছর নর্থাম্পটনের মেয়র কাউন্সিলর ডেনিস মেরিডিথ ব্রিটেন ও বাংলাদেশে প্রায় ২৫ বছর ধরে কমিউনিটিতে নানা ধরনের সেবা করায় নর্থাম্পটনের মেয়র সাফরন রেস্টুরেন্টের মালিক কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কাউন্সিলের নাজ ইসলামকে "আউট স্ট্যান্ডিং কমিউনিটি কন্ট্রিবিউশন" অ্যাওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট প্রধান করা হয়েছে। ২ মে ২০২৩ মঙ্গলবার

সন্ধ্যায় এক আনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নর্থাম্পটনের মেয়র তার গিল্ড হলের পার্লারে সফল রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী নাজ ইসলামকে এ সম্মাননা ভূষিত করেন। এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি এ ধরনের অ্যাওয়ার্ড পেলেন। তাই খুব আনন্দিত ও গর্বিত নাজ ইসলাম। ব্রিটিশ বাংলাদেশী বিজনেস চেম্বার এর চেয়ারম্যান নাজ ইসলাম কভিডের সময় তার মালিকানাধীন সাফরন রেস্টুরেন্টের মাধ্যমে প্রায় বারো হাজারের বেশী ফ্রি মিল বিতরণ করেছেন নর্থাম্পটন জেনারেল হসপিটালের ডাক্তার ,নার্স , স্কুল সহ বিভিন্ন জায়গায় ।নাজ ইসলাম স্থানীয় দাতব্য সংস্থা গুলির জন্য ৯০ হাজার পাউন্ডের বেশি ফান্ড সংগ্রহ করেছেন এবং তার পরিবারের সহায়তায় সিলেটের ওসমানী নগর উপজেলার বড় দিরারাইয়ে নিজ গ্রামে

একটি স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ।নর্থাম্পটন ইউনিভার্সিটি তাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল ।নর্থাম্পটন ইউনিভার্সিটি ও নর্থাম্পটন টাউন কাউন্সিলে প্রথম বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা উড়িয়েছেন নাজ ইসলাম ।ব্রিটিশ বাংলাদেশী তরুনদের খেলাধুলায় আগ্রহ বাড়াতে প্রতি বছর ফুটবল খেলা আয়োজন করে থাকেন ।তিনি কনজারভেটিভ পার্টির সাথে জড়িত। কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি নাজ ইসলাম।

নাজ ইসলাম বলেছেন: "একজন গর্বিত নর্থাম্পটনোনিয়ান হিসাবে, এইরকম সম্মান এমন কিছু যা আমি কখনও ভাবিনি আমার সাথে ঘটবে। এটি একটি খুব বিশেষ মুহূর্ত হবে এবং যা আমি চিরকাল ধরে রাখব।

"যদিও আমার শিকড় বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, নর্থাম্পটন আমার শহর এবং আমি এর ভাগ্যের প্রতি গভীরভাবে যত্নশীল। এখানেই আমি আমার জীবন তৈরি করেছি, আমার পরিবারকে বড় করেছি এবং আমার ব্যবসা বাড়িয়েছি। এটি আমার কাছে বিশ্ব মানের এবং আমি এই স্বীকৃতির জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞ।"

নাজ ইসলাম ১৬ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে তিনি একটি কারি হাউসের রান্নাঘরে কাজ শুরু করেন এবং এ শিল্পের প্রেমে পড়ে যান, নিজের রেরেস্টুরেন্ট কেনার জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। তার মালিকানাধীন সাফরন রেস্টুরেন্ট একাধিক পুরষ্কার জিতেছে এবং গত বছরের নর্থাম্পটনশায়ার ফুড অ্যান্ড ড্রিংক অ্যাওয়ার্ডে বছরের সেরা খাবারের রেস্তোরাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ আর্মি ওয়ারেন্ট অফিসার,

অশোক কুমার চৌহান এমবিই, যিনি বলেছিলেন: "নাজকে তার নিজের শহরে এই উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়ে আমি আনন্দিত। দাতব্য প্রয়াসের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি এবং কম সৌভাগ্যবানদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট এবং তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকের জন্য।

নর্থহ্যাম্পটনের মেয়র ডেনিস মেরেডিত যোগ করেছেন: "আমি নাজকে বহু বছর ধরে চিনি এবং তিনি নর্থাম্পটনের হৃদয়ে আছেন এমন একজন। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিস্ময়কর জিনিস সম্পন্ন করেছেন এবং আমি সবসময় তার সমর্থন এবং তহবিল সংগ্রহের জন্য দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞ।"

অনুষ্ঠানের ডেনিয়েলের উপস্থাপনা অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আর্মি অফিসার অশোক কুমার চৌহান এমবিই,পুলিশ অফিসার রেইচেল হেন্ডফোড ,সাবেক মেয়র ব্রাইন সারজেন্ট,,কাউন্সিলর আরথর নিউভারী,মারটিন লরেন্স এমবিই,এনবিএ ট্রাস্টি এম এ রউফ,সলিসিটর প্রিন্স সাদিক চৌধুরী ,মেয়র ডেনিয়েস মেরেডিথ ও নাজ ইসলাম সহ আর অনেকেই।

কমিউনিটি হিরোরা পেলেন টাওয়ার হ্যামলেটস সিভিক অ্যাওয়ার্ড

নিজেদের প্রতিবেশী অর্থাৎ আশেপাশের মানুষজন এবং বৃহত্তর কমিউনিটির কল্যানে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং নানাভাবে বারার সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন - এমন ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা কমিউনিটি হিরোকে প্রদান করা হয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস সিভিক অ্যাওয়ার্ড।

২ মে মঙ্গলবার মাইল এন্ড পার্কের আর্ট প্যাভিলিয়নে অনুষ্ঠিত এই এওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর শফি আহমেদ ও ভারপ্রাপ্ত চিফ এক্সিকিউটিভ স্টিভ হোলসি বিজয়ীদের হাতে সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দেন। এসময় ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, অন্যান্য কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলরগণ, উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় বসবাস বা কাজ করেন কিংবা লেখাপড়া করেন এমন লোকজন, যারা অন্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদেরকে স্বীকৃতি দিতেই প্রতিবারের মত গত বছরের শেষের দিকে খোলা হয়েছিলো এই সিভিক এওয়ার্ডের মনোনয়ন। কাউন্সিলের স্পিকারের সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি ক্রস পার্টি প্যানেল সবগুলো মনোনয়ন যাচাই বাছাই করে সিভিক এওয়ার্ডের জন্য ১২ জনকে বিজয়ী হিসেবে চূড়ান্ত করে।

কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর শফি আহমেদ বলেন, “আমাদের এই বারাকে বসবাসের জন্য একটি দুর্দান্ত জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে যারা কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং কমিউনিটির কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের একটি দুর্দান্ত উদ্যোগ হচ্ছে এই সিভিক এওয়ার্ড।” তিনি বলেন, “এই এওয়ার্ড বিজয়ী প্রত্যেকেই তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয় তার থেকেও অনেক বেশি জনসেবায়

আত্মনিয়োগ করে চলেছেন। তাই আমি এটা বলতে পেরে আনন্দিত যে আপনি যা করছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং আপনি অন্যদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করছেন তার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, “যারা মনোনয়ন পেয়েছেন বা এই বছরের সিভিক এওয়ার্ড জিতেছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সিভিক হিরো বা কমিউনিটির নায়কদের প্রত্যেকেই তাদের কমিউনিটির জন্য ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছেন এবং বারার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতিতে সরাসরি কাজ করে যাচ্ছেন। তারা হচ্ছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের সেরা নাগরিক এবং তাদের নিয়ে আমাদের সকলেরই গর্ব করা উচিত।”

অনূর্ধ ২৫ বছর বয়সী কোটায় সিভিক এওয়ার্ড পেয়েছে ১৪ বছর বয়সী লিলিয়ানা নূর। তার কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে অভিবাসীদের অধিকারকে সমর্থন করা, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম বাঙালি কনসার্টে অংশগ্রহণ এবং হাউজ অব পার্লামেন্টে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূতের সাথে একটি প্রতিনিধি দলের বৈঠকের অংশ হওয়া।

মালবেরি গার্লস স্কুলের ছাত্রী লিলিয়ানা টাওয়ার হ্যামলেটস ইয়ুথ কাউন্সিলেরও সদস্য। সিভিক এওয়ার্ড লাভের পর তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন, “আমি আমার কৃতিত্বের স্বীকৃতির জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আমি এই এওয়ার্ড পেয়ে খুব সম্মানিত বোধ করছি।”

এওয়ার্ড প্রদানের পেছনে যে কারণ বা অর্জনগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেঃ

❑ একটি স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপ গড়ে তোলা, যার সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৪ শয়েরও বেশি

❑ তরুণদের সঙ্গীত দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা

❑ টানা ২০ বছরের সার্ভিস যা এই বারায় ১০০০ গৃহহীন মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে

❑ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোঝাপড়া বাড়াতে বছরের পর বছর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া

❑ কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে পরিবার এবং ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের কেনাকাটা এবং অন্যান্য কাজে সহায়তা করা

❑ রক্তদাতা হওয়ার জন্য বাসিন্দাদের সাইন আপ করতে তার নিজের কর্মের মাধ্যমে উৎসাহিত করা

❑ কয়েক ডজন প্রতিবেশীর জন্য বহু বছরের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, বিশেষ করে যারা অসুস্থতা, বিচ্ছিন্নতা বা আঘাতের সাথে মোকাবিলা করছেন, যার মধ্যে একজন বয়স্ক প্রতিবেশীকে তাদের নিজের বাড়িতে থাকতে সক্ষম হওয়ার জন্য সমর্থন করা

❑ নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা (ভিএডব্লিউজি) এর স্থানীয় একজন শক্তিশালী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি পুরুষ ভিক্টিম এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কাজ করা

❑ স্থানীয় ফুটবল লীগ গুলিতে ২২ বছরের নিবেদিত পরিষেবার মাধ্যমে বরোর হাজার হাজার লোককে তাদের সুস্থতা বজায় রাখতে, সংযুক্ত থাকতে, ফিট এবং সুস্থ থাকতে সাহায্য করা।

২০২৩ সালের সিভিক এওয়ার্ড বিজয়ীরা হচ্ছেনঃ

কমিউনিটি সার্ভিসে অসাধারণ অবদান রাখার ক্যাটাগরিতে – স্যু হিউজ, আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল ওবিই, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, বিল জ্যাকেট, মোহাম্মদ আফসার খান, মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী, মিনারা খাতুন উদ্দিন, আতিয়া বেগম ঝর্না।

খেলাধুলা, শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের মাধ্যমে বারার জন্য সুনাম বয়ে আনায় - রশিদ আলী।

২৫ বছরের কম বয়সী একজন তরুণ অর্জনকারী যার কৃতিত্বগুলি অসাধারণ এবং স্বীকৃত হওয়া উচিত - লিলিয়ানা নূর।

স্থানীয় লোকেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে নিজের দায়িত্বের বাইরে গিয়েও নিরলসভাবে সার্ভিস প্রদান করা - ডাঃ হেলেন জোন্স।

ব্যবসায় সফলতা এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কমিউনিটির জন্য সুফল নিশ্চিত করায় - ডকল্যান্ডস কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ।

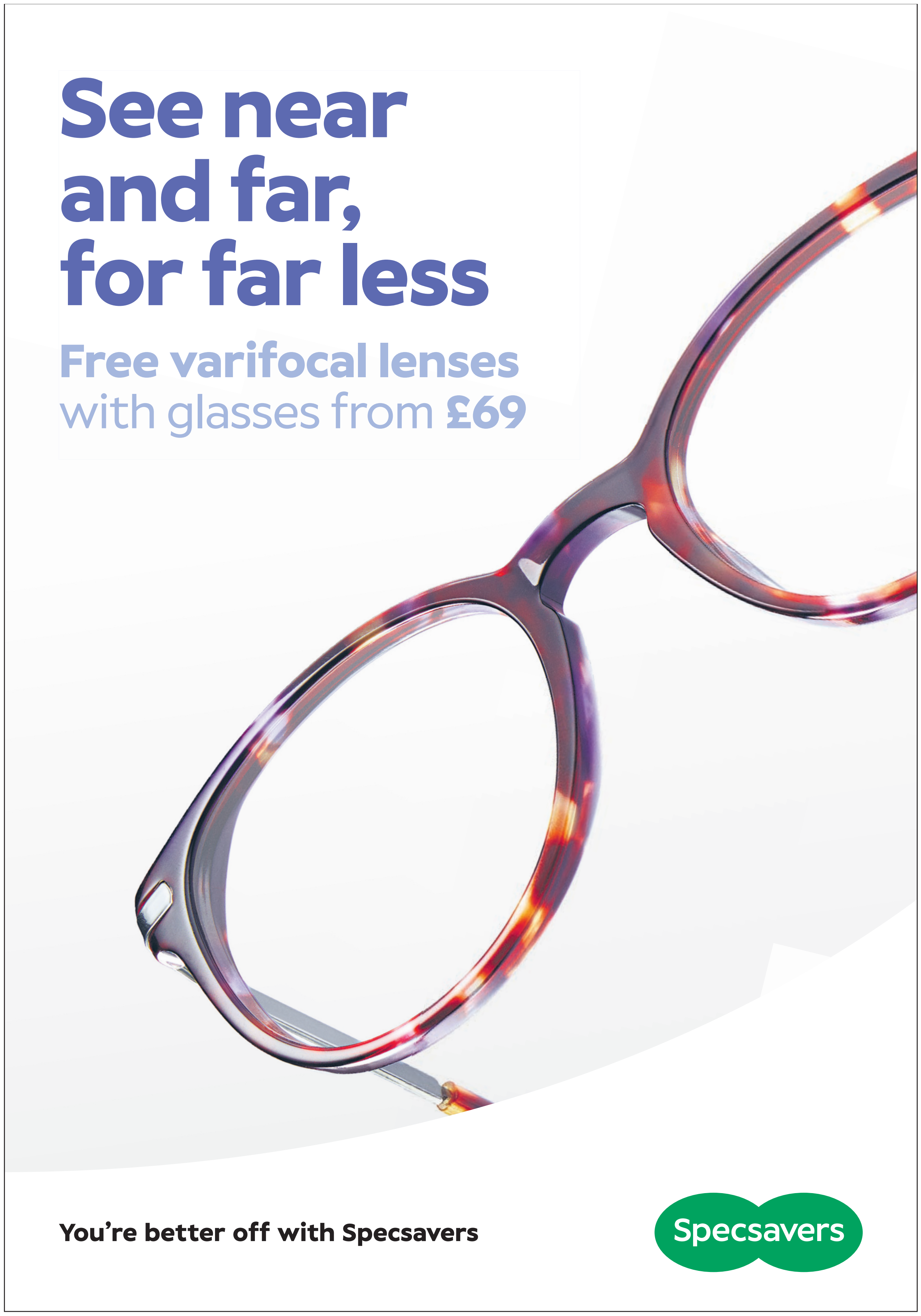

When you buy a single pair of glasses from our £69 range or above. Cannot be used with other offers. £69-£169 ranges include 1.5 (or 1.6 for £169 Rimless ranges). Standard varifocal lenses only. All lenses are scratch resistant. Extra Options available at additional charge. Subject to suitability.

যুক্তরাজ্য বিএনপির বিক্ষোভের মুখে শেখ হাসিনা

নিশিরাতের অবৈধ সরকারের স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাজ্যে আগমন, গুম খুন, নির্যাতন নিপীড়ন, দুর্নীতি-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং মাদার অব ডেমোক্রেসি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান সহ সকল নেতাকর্মীর উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রতাহারসহ সকল রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি এবং অভিলম্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ৪ মে সেন্ট্রাল লন্ডনে হোটেল ক্লারিজ সামনে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এর নেতৃত্বে অনুস্টিত ডেমন্সট্রেশনে হাজার হাজার নেতাকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিকাল ৬টা থেকে মার্বেল আর্চের বিখ্যাত স্পিকার কর্নারে সমবেত হয়ে বিশাল মিছিল সহকারে বন্ড স্ট্রিটে অবস্থিত হোটেল ক্লারিজ সামনে অবস্থান নিয়ে রাত ২ টা পর্যন্ত বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, ব্যারিস্টার এম এ সালাম সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, যুক্তরাজ্যের বিএনপির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শহর থেকে যুক্তরাজ্য বিএনপির জোনাল কমিটি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠণ, ইউরোপ থেকে আগত দলীয় নেতাকর্মীসহ হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের গুম খুন, নির্যাতন নিপীড়ন, দুর্নীতি-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, এবং মাদার অব ডেমোক্রেসি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান এবং সকল নেতাকর্মীর উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রতাহারসহ সকল রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি এবং অভিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবী জানিয়ে মুহুর্মুহু স্লোগানের মাধ্যমে এলাকা প্রকম্পিত করে তূলে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এর

পরিচালনায় অনুস্টিত ডেমন্সট্রেশনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ আজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিনাভোটের নিশিরাতের মাফিয়া সরকার প্রধান শেখ হাসিনার ক্ষমতার লোভে বাংলাদেশকে আওয়ামী জাহেলিয়াতে পরিণত করেছে। ক্ষমতার লালসা মেটাতে মাফিয়া চক্রের প্রধান শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ, দুদক, নির্বাচন কমিশন এবং বিচার বিভাগসহ দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশের পাচার ও লুটপাটের মাধ্যমে দেশকে দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিনত করেছ। স্বৈরাচারী আওয়ামী বাকশালী সরকার ক্ষমতার জোরে জনগণের বাক স্বাধীনতা টুকু কেড়েও নিয়েছে এবং জনগণকে বঞ্চিত করেছে ভোটের অধিকার থেকে । সন্ত্রাস আর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নিশিরাতের এই সরকার জনগন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ তাবেদার আওয়ামী বাকশালী সরকারের সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে আপামর জনগন জেগে উঠেছে। আর তাদের শেষ রক্ষা হবে না।

বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নিশিরাতের স্বৈরাচারী সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মাদার অব ডেমক্রেসি দেশনেত্রীকে কারাবন্দী করে উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করছে। অনতিবিলম্বে সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশ উন্নত চিকিৎসা ও নি:শর্ত মুক্তি এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান এবং তাঁর সহ ধর্মিনী ডাক্তার জোবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার সহ সকল রাজবন্দি নেতৃকর্মীর মুক্তি এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবী জানান।

ইয়ূথ সার্ভিসকে নতুন করে গড়ে তুলতে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করবে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার কিশোর তরুণ জনগোষ্টির জন্য নতুন ও কার্যকর ইয়ূথ সার্ভিস গড়ে তুলতে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বহু মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিয়োগ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কাউন্সিলের ইয়ূথ সার্ভিসকে আরো সম্প্রসারণ করা এবং এর নতুন একটি ব্রান্ড গড়ে তোলা। ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত একটি কাউন্সিলের কেবিনেট মিটিংয়ে এই পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করে।

স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রেই ইয়ূথ সার্ভিসেস অর্থাৎ কিশোর-তরুণ বয়সীদের কল্যানে নেয়া বিভিন্ন প্রজেক্টে তহবিল হ্রাস হচ্ছে। অথচ সেই প্রবণতার বিপরীতে গিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার ইয়ূথ সার্ভিসে বিনিয়োগ করছে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড।

বারার তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য কাউন্সিলের ব্যাপক বিনিয়োগেরই অংশ হচ্ছে নতুন এই তহবিল, যার মধ্যে রয়েছেঃ

- প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বজনীন বিনামূল্যে স্কুল খাবারের জন্য ৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ড
- এডুকেশন মেইন্টেন্যান্স এলাউন্স (শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা) এবং বিশ্ববিদ্যালয় বার্সারি পুনরায় চালু করতে ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড
- বিশেষ শিক্ষাগত এবং অতিরিক্ত চাহিদাযুক্ত শিশুদের (এসইএনডি বা সেন্ড) জন্য ৭৩০ হাজার পাউন্ড
- 'ইয়াং টাওয়ার হ্যামলেটস্' নামের নতুন এই ইয়ূথ সার্ভিস, সারা বরো জুড়ে ১১ থেকে ১৯ বছর বয়সী (সেন্ড এর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ২৫) কিশোর তরুণদের জন্য বিনামূল্যে সুযোগ এবং সহায়তার একটি বৈচিত্র্যময় প্রোগ্রাম প্রদান করবে।
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানে ১৬-পরবর্তী তরুণদের উত্তরণে সহায়তা করার উপর ফোকাস করা; সর্বজনীন 'নিরাপদ স্থান'-এ তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা; অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হয়ে না পড়া এবং ক্রিমিনাল বিচার ব্যবস্থায় ঢুকে পড়া থেকে তরুণদের রক্ষা করা; এবং বেতন-ভাতা সহ ও স্বেচ্ছাসেবী ইয়ূথ ওয়ার্ক কাজে বাসিন্দাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা, যে কারণে এই বিনিয়োগ এত গুরুত্বপূর্ণ। 'ইয়াং টাওয়ার হ্যামলেটস' নামের ইয়ূথ সার্ভিস তরুণদের তাদের প্রতিভা বিকাশে উচ্চতর শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে রূপান্তর করতে এবং যেখানে তারা

নিরাপদ বোধ করে সেখানে প্রবেশ করতে সহায়তা করবে।"

তিনি বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস-এর প্রতিটি তরুণের জীবনের সর্বোত্তম সূচনা এবং তারা যাতে এমন সুযোগগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে যা তাদের তাদের সম্ভাবনা পূরণ করতে সক্ষম করবে তা নিশ্চিত করতে এটি কাজ করবে।"

মেয়র বলেন, "বারার জন্য আমার দৃষ্টিভঙ্গির একটি মূল অংশ এবং কাউন্সিলের কৌশলগত পরিকল্পনার একটি মূল উপাদান হিসাবে, আমি ইয়ূথ সার্ভিসটির উন্নয়ন দেখতে এবং কীভাবে এটি আমাদের তরুণদের আগামী বছরগুলিতে উন্নতি করতে সাহায্য করে তা প্রত্যক্ষ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"

এ প্রসঙ্গে বারার ডেপুটি মেয়র এবং কেবিনেট মেম্বার ফর এডুকেশন, ইয়ূথ এন্ড লাইফলং লার্নিং, কাউন্সিলর মা্ইয়ুম তালুকদার আরো যোগ করেন, "ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস বরোতে তরুণদের জন্য অনেক নতুন দরজা খুলে দেবে। আমি সকল তরুণদের তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলির সাথে জড়িত হতে এবং পরামর্শমূলক ইভেন্টে অংশ নিয়ে নিজেদের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরতে অনুরোধ করছি।"

কাউন্সিলের ইয়ূথ সার্ভিসকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে অর্থাৎ পুণঃডিজাইন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে, চারটি পরামর্শ ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ২, ৩ ও ৪ মে তারিখে অনুষ্ঠিত ইভেন্টগুলোতে অনেক তরুণ অংশ নেন। শেষ পরামর্শ ইভেন্ট ১১ মে বিকাল ৩.৩০টা থেকে ৬.৩০টা পর্যন্ত জর্জ গ্রিণ স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগ দিয়ে নতুন সার্ভিসের কাঠামো গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখার জন্য ১১ থেকে ১৯ বছর বয়সীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (কোনও বুকিংয়ের প্রয়োজন নেই)।

এছাড়াও বারার কিশোর তরুণ বয়সীরা একটি অনলাইন সমীক্ষা পূরণ করে তাদের মতামত দিতে পারেন: www.surveymonkey.co.uk/r/YoungTowerHamlets

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

আপনি কি
SERU, TOPOGRAPHICAL & ELR (Assesment) নিয়ে চিন্তিত ?

আমাদের রয়েছে
QUALIFIED TRAINER

FOOD HYGIENE LEVEL - 2

Money back guarantee (T&C apply)

Please contact :
Kamruzzaman
Bsc Hons, Msc (NU), Certificate in Law (OU UK)

Nile Business Center
56-60 Nelson Street, London E1 2DE
07411179428

কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সম্মানে সিলেট লেখক ফোরামের সাহিত্য উৎসব ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

সিলেট লেখক ফোরামের উদ্যোগে ফোরামের সম্মানিত উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউ.কের সভাপতি, বিলেতের খ্যাতিমান কমিউনিটি নেতা, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বর্ষিয়ান সাংবাদিক কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সম্মানে সাহিত্য উৎসব সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফোরাম সভাপতি ও এ এম কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য সাংবাদিক কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দৈনিক পূণ্যভূমি পত্রিকার প্রকাশক ব্যরিস্টার মোস্তাকিম রাজা চৌধুরী।

৯ মে মঙ্গলবার সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার অলংকারী ইউনিয়নের আল-মুছিম স্কুল এন্ড কলেজে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক কলামিষ্ট বৃক্ষপ্রেমিক আফতাব চৌধুরী।

সৈয়দ আকবর আলী ও সৈয়দা আনওয়ারা বেগম হাফিজিয়া এতিমখানা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আকামত আলী রুবেলের উদ্বোধনী সাহিত্যসেবার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিশ্বেও বাংলা ভাষার আরও উৎকর্ষ সাধনে ও সাহিত্য চর্চায় অনন্য ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তসহ যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে আয়োজন করে যাচ্ছে সাহিত্য সভা ও বর্ণিল এবং ব্যতিক্রমধর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই বর্ণিল সাহিত্য উৎসবের আয়োজন। গুণীজনদের উপস্থিতিতে এ আয়োজন ইতিহাসের পাতায় মাইলফলক হয়ে থাকবে।

তিনি বিমানবন্দরে প্রবাসী যাত্রী হয়রানী বন্ধসহ জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ দুতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটার আইডি কার্ড প্রদানের জোর দাবী জানান। তিনি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতার পাশাপাশি একটি ডায়েস প্রদানের ঘোষনা দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যরিস্টার মোস্তাকিম রাজা চৌধুরী সিলেট লেখক ফোরামের কার্যক্রমের ভুয়ুসি প্রশংসা করে বলেন, সিলেট লেখক ফোরামের উপদেষ্টা কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরী বিলেতে প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে রেখে যাচ্ছেন অগ্রণী ভুমিকা। সহযোগিতা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষ রোপন, বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক কবি সাহিত্যিক গুণীজন ও রত্নগর্ভা মা সম্মাননা, আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবের আয়োজন, প্রকাশনা উৎসব, বিবাহ সহায়তা, ফ্রি মেডিকেল ও আই ক্যাম্পের আয়োজন, অগ্রজ কবি সাহিত্যিক গুণীজনদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের সম্মানে সাহিত্য সভার আয়োজন, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, পিঠা ঘুড়ি ও ক্রীড়া উৎসব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউনিফর্ম এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণসহ অগণিত কাজ করেছেন। এসব কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই আমরা। তিনি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে কয়েকশত মুল্যবান বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার ঘোষনা দেন।

উদ্বোধকের বক্তব্যে সৈয়দ আকামত আলী রুবেল বলেন, কে এম আবু তাহের চৌধুরী বিলেতে সাহিত্য সাংবাদিকতার পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বিলেতের সকল মিডিয়ায় আমরা দেখি তাঁর সরব

বক্তব্যের মাধ্যমে সুচিত ও আল-মুছিম স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল মোঃ মানিক মিয়ার পরিচালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর মৌলভী বাজার সংবাদদাতা ছাদিক আহমদ, আল মুছিম স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য মজিরুল ইসলাম চৌধুরী তকবির মিয়া, গভর্নিং বডির সভাপতি আমিনুল হক দুদু, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আতিকুর রহমান লিটন, গভর্নিং বডির সদস্য আরফান আলী মেম্বার, আসকর আলী, সাংবাদিক আব্দুল মালিক।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনজুর হোসেন, মাওলানা হাসান আহমদ, সুমি বেগম, সিপা বেগম, মোস্তফা মারুফ, আব্দুল মুক্তাদির, সাকেল আহমদ, রুনা বেগম, ফাহিমা আক্তার।

শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করেন বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শাহরিয়ার ইসলাম জয়। কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরীকে নিয়ে লেখা কবিতা আবৃতি করেন কবি শায়খ তাজুল ইসলাম আউয়ালমহলী।

সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্যে কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরী বলেন, সিলেট লেখক ফোরাম বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত সিলেট বিভাগ তথা বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের। পাশাপাশি লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বর্তমানে। তিনি বলেন তাঁর এ সম্মান ও সফলতায় আমরাও সম্মানিত। আমরা অনুপ্রাণিত।

তিনি আরও বলেন, গুণীজনদের সম্মান প্রদর্শণ করলে সেখানে আরও গুণীজনদের জন্ম হয়। কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরীকে সম্মান প্রদর্শণের মাধ্যমে আজকের এ সাহিত্য উৎসব আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে লেখাপড়ার পাশাপাশি সৃজনশীল কার্যক্রমসহ সাহিত্য চর্চায় আরও উৎসাহ প্রদান করতে কার্যকর ভুমিকা রাখবে। তিনি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের ঘোষনা দেন।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে প্রবীণ সাংবাদিক কলামিস্ট আফতাব চৌধুরী বলেন, বিগত প্রায় দুই দশকে সিলেট লেখক ফোরামের অর্জন অনেক। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি তারা সেবামুলক ব্যাপক কাজ করে নজর কেড়েছেন সকলের। বন্যা করোনা প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন সময়ে গরিব অসহায় দুর্গতদের মধ্যে ফুড প্যাক বিতরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, লেখক সাংবাদিকদের পদচারনা। টিভি মিডিয়ায় একজন নিয়মিত আলোচক। এমন গুণীজনকে সংবর্ধনা দিতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত।

ফোরাম সভাপতি সাংবাদিক কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও গুণীজনদের অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমে সকল মহলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি লেখক ফোরামের আহবানে সাড়া দিয়ে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যায়ে বিদ্যালয়ে একটি সাউন্ড বক্স প্রদান করায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী নেছার আলী লিলুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি লেখক ফোরামের সকল সৃজনশীল কাজে সহযোগিতা করায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী কবি ও সংগঠক, বাংলা সাহিত্য ফোরাম ইউ,কের প্রতিষ্ঠাতা কবি শাহ কামাল আহমেদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানে ফোরামের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কবিতা লেখা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও উপহার সামগ্রী এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে এক হাজার টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বার্মিংহামে আলহাজ্ব শেখ মখন মিয়া চেয়ারম্যান স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিলেটের প্রবীণ মুরব্বি ও সালিশ ব্যক্তিত্ব, জেলা ব্যবসায়ি ঐক্য কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ও দক্ষিণ সুরমা মোল্লারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ফুলতলী সিলসিলার একনিষ্ঠ খাদিম জনাব আলহাজ্ব শেখ মখন মিয়া চেয়ারম্যান স্মরণে বার্মিংহামে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিলসিলা ইসলামিক সোসাইটি ইউকের আয়োজনে গতকাল ৯ মে মঙ্গলবার বাদ মাগরিব বার্মিংহামের সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ এন্ড এডুকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিরিয়ার প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার, সিরাজাম মুনিরার মুহতারাম খতীব সায়্যিদ শেখ ফাদি যুবা ইবনে আলী।

এসময় আলহাজ্ব মখন মিয়া চেয়ারম্যানের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তারা আলোচনা রাখেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন আলহাজ্ব মখন মিয়া চেয়ারম্যান ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন বিচারিক ব্যক্তিত্ব। তিনি জীবনভর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজের খেদমত করেছেন। সফলতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বাত ও আউলিয়ায়ে কেরামের ভালোবাসা সবসময় অন্তরে লালন করতেন। আমরা তাঁর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মাগফিরাতের দোয়া করছি।

সিলসিলা ইসলামিক সোসাইটি ইউকের উপদেষ্টা আলহাজ্ব মাহবুবুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও পরিচালক মাওলানা আবুল হাসানের পরিচালনায় মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দ্যা ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান, দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার সাবেক মুহাদ্দিস মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ, সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদের পরিচালক আলহাজ্ব হাফিজ সাব্বির আহমদ ও বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ।

আনজুমানে আল ইসলাহ মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সেক্রেটারি মাওলানা হুছাম উদ্দিন আল হুমায়দির কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সিরাজাম মনিরা জামে মসজিদ এন্ড এডুকেশন সেন্টারের পরিচালক আলহাজ্ব কাজী নানু মিয়া, আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন ও ইমাম হাফিজ মাওলানা শামসুল আলম প্রমূখ।

ফেঞ্চুগঞ্জ শাহজালাল সার কারখানার সহকারী হিসাবরক্ষকের স্ত্রীর নামে ৯১ গাড়ি!

সিলেট অফিস : মাত্র ১৪ বছরের চাকরিজীবনে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ শাহজালাল সার কারখানায় সহকারী হিসাবরক্ষক খোন্দকার মুহম্মদ ইকবাল (৪২) ৯১টি গাড়ি, ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট, দুটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসহ বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) আওতাধীন সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের শাহজালাল ফার্টিলাইজারে চাকরি করতেন তিনি। অর্থ আত্মসাতের কারণে চার বছর আগে ওই কারখানা থেকে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। ইকবাল তাঁর স্ত্রীর নামে দুটি নামসর্বস্ব কোম্পানি খুলেন। কোম্পানি দুটির নামে বেশ কিছু ভুয়া বিল ও রসিদ জমা দিয়ে ইকবাল শাহজালাল সার কারখানা প্রকল্প থেকে ৩৮ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন বলে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) মামলায় বলা হয়েছে।

সিআইডির দাবি, তারা গত বছরের জুলাই থেকে ১০ মাস অনুসন্ধান করে এই দম্পতির অপরাধলব্ধ আয়ের তথ্য পেয়েছে। এর ভিত্তিতে গত ২৬ এপ্রিল রাজধানীর মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করা হয়। সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আজাদ রহমান গত বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকে বলেন, সিআইডির অনুসন্ধানে খোন্দকার ইকবাল ও তাঁর স্ত্রীর অপরাধমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত শেষ করে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

সিআইডি ও আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের জুনে মুহম্মদ ইকবাল ও তাঁর স্ত্রী হালিমা আক্তারকে (৪০) গ্রেফতার করে র‍্যাব। তখন তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করে র‍্যাব। পরে র‍্যাবের অভিযোগের ভিত্তিতে ইকবাল ও হালিমা দম্পতির বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে সিআইডি। অনুসন্ধান শেষে ২৬ এপ্রিল তাঁদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেন সিআইডির

উপপরিদর্শক (এসআই) সোহানুর রহমান। তিনি বলেন, খোন্দকার মুহম্মদ ইকবাল জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া বিল ও রসিদ জমা দিয়ে বিসিআইসির শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের ৩৮ কোটি ৮৩ লাখ ২৭ হাজার ৮৫১ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এসব ভুয়া বিল ও রসিদ তৈরি করা হয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠান

টিআই ইন্টারন্যাশনাল ও নুসরাত ট্রেডার্সের নামে। এই দুটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয় ইকবালের স্ত্রী হালিমা আক্তারের নামে।

সিআইডির অনুসন্ধান কর্মকর্তা ও মামলার বাদী এসআই সোহানুর রহমান বলেন, এই দম্পতির মালিকানায় থাকা মাইক্রোবাস, কার, পিকআপসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন টিআই ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে রেন্ট-এ-কারের ব্যবসা করা হয়। এ ছাড়া তাঁদের ঢাকার শান্তিনগরে কয়েকটি ফ্লাট ও ময়মনসিংহে জমি রয়েছে। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে ওয়ান পয়েন্ট ফার্মা অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নামের তিনটি চেইন শপ রয়েছে।

মামলার নথিপত্র অনুযায়ী, খোন্দকার ইকবালের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে। তিনি সর্বশেষ ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার সহকারী প্রধান হিসাবরক্ষক ছিলেন। সিআইডি ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিভিন্ন কোম্পানির নামে জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ বের করে নিয়েছেন মূলত ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে।

বিসিআইসির মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) আ ন ম শরীফুল আলম বলেন, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে খোন্দকার মুহম্মদ ইকবালকে চাকরিচ্যুত করে বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ। পরে দুদক মামলাও করে। ইকবাল ও তাঁর স্ত্রী বর্তমানে কারাগারে।

জানা গেছে, এই দম্পতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ১৬টি মামলা করেছে দুদক। সিলেটে হওয়া মামলাগুলো তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। সিলেটের বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে কর্মরত দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) লুৎফুল কিবরিয়া বলেন, শাহজালাল ফার্টিলাইজার সার কারখানায় ভুয়া বিল জমা দিয়ে অর্থ আত্মসাতের মামলায় সিলেটের আদালতে জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় ইকবাল ও তাঁর স্ত্রী কারাগারে রয়েছেন। সিআইডির মামলায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইকবাল ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে ৯১টি গাড়ির নিবন্ধন রয়েছে।

দুটি প্রতিষ্ঠান টিআই ইন্টারন্যাশনাল ও নুসরাত ট্রেডার্সের নামে ভুয়া বিল দিয়ে সার কারখানার টাকা উত্তোলন করার অভিযোগ রয়েছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে কোনো অফিস নেই বলে জানান সাব্বির হোসেন। আর তাঁর মালিকদের গাড়িগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া রয়েছে বলে জানান তিনি। গাড়ির মধ্যে রয়েছে কোস্টার, মাইক্রোবাস, কার ও পিকআপ। তবে গাড়ির সংখ্যা কতটি, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি সাব্বির হোসেন।

এ বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত সাবেক সচিব মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, বিসিআইসির কর্মকর্তা খোন্দকার ইকবালের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই অপরাধমূলক কর্মকা-ের সঙ্গে আরও অনেক কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। কারও একার পক্ষে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ভুয়া বিলের মাধ্যমে এত কোটি টাকা বের করে নেওয়া সম্ভব নয় বলে তার মন্তব্য।

ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়নসহ পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন

সিলেট অফিস : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নে পাঁচটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে মোট খরচ হবে দুই হাজার ৫৮৭ কোটি ৯০ লাখ ৭৭ হাজার ৩০৪ টাকা।

মঙ্গলবার দুপুরে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে ভার্চ্যুয়ালি অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সভায় এ সংক্রান্ত পৃথক পাঁচটি প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়।

সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ মাহবুব খান বলেন, আজকে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির ১০ম এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির ১৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য একটি এবং ক্রয়-কমিটির অনুমোদনের জন্য আটটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্রয় এর প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পাঁচটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দুইটি ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একটি প্রস্তাবনা ছিল।

তিনি জানান, ক্রয়-কমিটির অনুমোদিত আটটি প্রস্তাবে মোট অর্থের পরিমাণ তিন হাজার ২০৯ কোটি ৫০ লাখ ৮৭ হাজার ৩০৪

টাকা। মোট অর্থায়নের মধ্যে জিওবি হতে ব্যয় হবে তিন হাজার ১০০ কোটি ৪৯ লাখ ৫৮ হাজার ৪৭৭ টাকা এবং এডিবি অর্থায়ন করবে ১০৯ কোটি একলাখ ২৮ হাজার ৮২৭ টাকা।

অতিরিক্ত সচিব জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ডচ-০৪ প্যাকেজের লট নম্বর উঝ-৭-এর পূর্ত কাজ যৌথভাবে চীনের এসআরবিজি এবং বাংলাদেশের বিটিসি-এর কাছ থেকে ৯৪৭ কোটি ৭৪ লাখ ১২ হাজার ৯৫১ টাকায় ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ডচ-০৪ প্যাকেজের লট নম্বর উঝ-৮-এর পূর্ত কাজ যৌথভাবে চীনের সিএসসিইসি ৭ এবং বাংলাদেশের স্পেকট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের কাছ থেকে এক হাজার ১৭৮ কোটি ৬৮ লাখ ৭৭ হাজার ৭০৭ টাকায় ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

একই প্রকল্পের অপর এক প্রস্তাবে গৌরিপুর-আনন্দগঞ্জ-মধুপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর ডচ-০২ এর পূর্ত কাজ তাহের ব্রাদার্স লিমিটেডের কাছ থেকে ১৩১ কোটি ৪৭ লাখ ৮৬ হাজার ৬৪৭ টাকায় ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া শেরপুর (কানাসাখোলা)-ভীমগঞ্জ-নারায়ণখোলা-রামভদ্রপুর-ময়মনসিংহ (রহমতপুর) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর চড-০১ এর পূর্ত কাজ যৌথভাবে মোজাহার এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড এবং সাগর ইনফো বিল্ডার্স লিমিটেডের কাছ থেকে ১৪৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকায় ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

একই প্রকল্পের অপর এক প্রস্তাবে প্যাকেজ নম্বর চড-০২ এর পূর্ত কাজ যৌথভাবে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড, (২) এবং হাসান টেকনো বিল্ডার্স লিমিটেডের কাছ থেকে ১৮০ কোটি টাকায় ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সিলেট থেকে সরাসরি হজ ফ্লাইট শুরু ২৩ মে

সিলেট অফিস : সিলেট থেকে সরাসরি হজ ফ্লাইট শুরু হচ্ছে ২৩ মে থেকে। সিলেটের হজযাত্রীদের দুর্ভোগ বিবেচনায় এবার সরাসরি ৭টি ফ্লাইট পরিচালিত হবে। এর মধ্যে সিলেট-জেদ্দা রুটে ৬টি এবং সিলেট-মদিনা রুটে একটি ফ্লাইট রয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সিলেট অফিসের ব্যবস্থাপক মনসুর আহমদ । বিমানের সিলেট অফিস সূত্র জানায়, এ বছর সিলেট থেকে হজযাত্রী বেড়েছে দ্বিগুণ। এ বিষয়টি মাথায় রেখে এবার সিলেট থেকে বাড়ানো হয়েছে হজ ফ্লাইট। সিলেট অঞ্চলের ২ হাজার ৯৭৬ জন হজযাত্রী পরিবহনে ৭টি ফ্লাইট পরিচালিত হবে। ২৩ মে ছাড়াও অন্য ফ্লাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে-৩ জুন সিলেট-মদিনা, ৬, ১০, ১৭, ১৮ এবং ২০ জুন সিলেটড়জেদ্দা।

এছাড়া, শিডিউল ফ্লাইটেও সিলেট থেকে অনেক হজযাত্রী পরিবহন করা হবে বলে জানা গেছে।

হজ এজেন্সিস অব বাংলাদেশ (হাব) সিলেট চ্যাপ্টারের সভাপতি ও লতিফ ট্যাভেলসের স্বত্বাধিকারী জহিরুল কবির চৌধুরী শীরু বলেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাছে আমরা সরাসরি হজ ফ্লাইটের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। এ ব্যাপারে গত ২ মে বিমানের সিলেট অফিস ব্যবস্থাপক বরাবরে হাব লিখিত আবেদনও করে। সরাসরি ৭টি হজ ফ্লাইট পরিচালিত হলে তা নিঃসন্দেহে সিলেটবাসীর জন্য আনন্দের। এটা হলে সিলেটের হজযাত্রীদের আর ঢাকায় যেতে হবে না। ফলে, তাদের দুর্ভোগ অনেকাংশে লাঘব হবে।

সিলেটে ৪ দিনে ১৭ বিএনপি নেতাকর্মী গ্রেফতার

সিলেট অফিস : সিলেটে সিটি নির্বাচনের আগেই শুরু হয়েছে ‘ধরপাকড়’। তল্লাশির নামে নেতা-কর্মীদের বাসা-বাড়ি গিয়ে হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। একের পর এক বিএনপি, ছাত্রদল ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ।

গত চার দিনে মহানগরের অন্তত ১৭ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন। এ নিয়ে বিএনপিতে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ এ ‘ধরপাকড়’ শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নেতারা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি সিটি নির্বাচনে অংশ নেবে না। বিএনপির মনোনয়নে টানা দুইবার সিলেটে মেয়র নির্বাচিত হওয়া আরিফুল হক চৌধুরী। এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন কি হবেন না, তা স্পষ্ট করতে আগামী ২০ মে নগরীর রেজিস্ট্ররী মাঠে জনসভা ডেকেছেন। গত সোমবার আরিফুলের জনসভা ডাকার পর থেকেই মূলত চাপে পড়েছে বিএনপি। বেছে বেছে আরিফুল হকের ঘনিষ্ঠ কর্মী-সমর্থকদের হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের একটি মিছিল থেকে ছাত্রদল ও যুবদলের ৮ নেতা-কর্মীকে আটক করে পুলিশ। তারাসহ অজ্ঞাতনামা আরো ১৫০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করে সরকারি কাজে বাধা ও পুলিশ সদস্যদের হত্যার উদ্দেশ্যে মারপিট করার অভিযোগ এনে পুলিশ ওই রাতেই কোতোয়ালি থানায় মামলা করে। পরে এ মামলায় ওই ৮ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেছেন, গত চার দিনে ছাত্রদল ও যুবদলের ৮জন ছাড়াও বিএনপির আরো অন্তত ৯ নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে। পরে বিভিন্ন পুরোনো মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়। এছাড়া গত মঙ্গলবার থেকে প্রতি রাতেই বিএনপি ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীর বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশ তল্লাশির নামে হয়রানি করছে। তাই ভয়ে অনেকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছেন।

সিলেট বিএনপির আরিফপন্থী এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আরিফুল হক মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েও আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় পেতে পারেন বলে নগরে চাউর রয়েছে। এ অবস্থায় নির্বাচনী মাঠ ফাঁকা করার জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার এই প্রক্রিয়ারই অংশ। শেষ পর্যন্ত আরিফুল প্রার্থী হলে যেন বিএনপির তৃণমূলের কর্মীরা তার পক্ষে কোনো কাজে অংশ নিতে না পারে, সে জন্যই ভয়ভীতি দেখানো চলছে।

মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন বলেন, বিএনপি নির্বাচনে যাবে না। এরপরও সিটি নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের ধরে নিয়ে নতুন করে মামলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরিফ ঘোষণা দিয়েছেন, ২০ মে সভা করে তিনি সিটি নির্বাচন নিয়ে নিজের মতামত জানাবেন। মূলত তার জনসভায় যেন মানুষ না হয়, সে জন্য পুলিশ আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির চলমান আন্দোলনকে প্রতিহত করতেই পুলিশ হঠাৎ ধরপাকড় শুরু করেছে এবং নতুন করে মামলা দিচ্ছে। বিএনপি সিটি নির্বাচনে যাবে না, এরপরও মেয়র পদে নিজেদের প্রার্থীর জয় শতভাগ সুনিশ্চিত করতেই সরকারের নির্দেশে পুলিশ বিএনপির নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হয়রানি চালাচ্ছে।

বিএনপির নেতা-কর্মীদের ধরপাকড়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীও। তিনি বলেন, সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির ওয়ার্ড পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর চাপ বাড়াতেই নতুন করে ‘গায়েবি’ মামলা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বেছে বেছে তার ঘনিষ্ঠ কর্মী-সমর্থকদেরও হয়রানি করা হচ্ছে। এ চাপ ক্রমশ বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন তিনি।

তবে বিএনপির এ অভিযোগের কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে দাবি করেছেন মহানগর পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত উপকমিশনার সুদীপ দাস। তিনি বলেন, পুরোনো মামলার পরোয়ানাসহ সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতার করছে। এটা পুলিশের রুটিনওয়ার্ক (নিয়মিত কাজ)।

হবিগঞ্জে একসঙ্গে ৩ সন্তানের জন্ম

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জে নরমাল ডেলিভারিতে একসঙ্গে তিন সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তিনটি নবজাতকই ছেলে। রোববার (৭ মে) দিবাগত রাতে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পইল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক ডেলিভারিতে এই ঘটনা ঘটে।

তিন সন্তানের মা হওয়া প্রসূতির নাম এটি তার চতুর্থ স্বাভাবিক ডেলিভারি। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা নুরজাহান বেগম বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় রাহেলা আক্তার প্রসব ব্যাথা নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন। রাত ১০টার দিকে স্বাভাবিকভাবে প্রথম একটি ছেলেসন্তানের জন্ম দেন রাহেলা। এর কয়েক মিনিটের ব্যবধানে একে একে আরও দুটি সন্তান

রাহেলা আক্তার। জেলার বাহুবল উপজেলার করিমপুর গ্রামের মো. আরশ আলীর স্ত্রী তিনি।

স্বাভাবিক প্রসব প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছেন পইল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা নুরজাহান বেগম। জানা গেছে, আগে রাহেলা আক্তারের আরও তিনজন কন্যা সন্তান রয়েছে।

প্রসব হয় তার। বাকি দুই নবজাতকও ছেলে।

তিনি আরও বলেন, দুই নবজাতকের ওজন আড়াই কেজি করে ও আরেকটির ওজন দুই কেজি। তুলনামূলক কম ওজনের নবজাতককে মায়ের ত্বকের সঙ্গে সংযুক্ত করে কেঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) সেবা দেওয়া হচ্ছে।

সিলেটে জঙ্গি সংগঠন ‘শারক্বীয়া’র দাওয়াতি শাখার প্রধানসহ ৪ জন গ্রেফতার

সিলেট অফিস : নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার দাওয়াতি শাখার প্রধান ও শুরা সদস্য আবদুল্লাহ মায়মুন ওরফের মুমিনসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। মঙ্গলবার সকালে সিলেট সদর উপজেলার বিমানবন্দর বড়শালা এলাকার একটি বাড়ি থেকে এই চারজনকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে র‍্যাব। দুপুর ১২টার দিকে র‍্যাব-৯ সিলেটের সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংস্থাটির আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

তিনি বলেন, গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই চার ব্যক্তি র‍্যাবকে জানিয়েছেন, তারা সংগঠনের আমিরের নির্দেশে আত্মগোপনে ছিলেন। এর মধ্যে আবদুল্লাহ মায়মুন সিলেটে অবস্থান করে জঙ্গিদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। তারা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার হাফিজ মাওলানা মাহমুদ হোসাইনের ছেলে আবদুল্লাহ মায়মুন (৩৪), ফরিদপুরের চরভদ্রসেনের শেখ আব্দুস ছালাম মাষ্টারের ছেলে মো. আবু জাফর ওরফে জাফর ওরফে তাহান (৪০), চাঁদপুর মতলব উত্তরের মৃত: মোস্তফা কাজী’র ছেলে মো. আক্তার কাজী ওরফে সাইদ ওরফে আইজল (৩৮) ও গোপালগঞ্জ জেলার মুকসেদপুরের মৃত আব্দুর রাজ্জাক মোল্লার ছেলে সালাউদ্দিন রাজ্জাক মোল্লা (৩২)।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, অভিযানের সময় গ্রেফতার ব্যক্তিদের কাছ কাছ থেকে

নগদ ২ লাখ টাকা, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ও গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করেছে র‍্যাব। আবদুল্লাহ মায়মুনসহ ওই চার ব্যক্তি তাদের পরিচয় গোপন করে সিলেটের বড়শালা এলাকার একটি বাসায় ছয় থেকে সাত দিন ধরে অবস্থান করছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে খন্দকার আল মঈন বলেন, জঙ্গি সংগঠনে বিদেশ থেকে কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রবাসীদের অনেকে জেনে শুনে টাকা পাঠাচ্ছেন। কেউবা না জেনে অর্থায়ন করেছেন। প্রতি ৪-৫ মাস পর পর ২০ লাখ টাকা করে এই সংগঠনে এসেছে। এই অর্থ আমীরের নির্দেশে বিভিন্নভাবে তারা মসজিদ, মাদরাসার কথা বলে সংগ্রহ করতেন। সেসব অর্থের যোগানদাতা কিছু ব্যক্তির নাম পেয়েছে র‍্যাব। যাদের নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

আবদুল্লাহ মায়মুন সম্পর্কে খন্দকার আল মঈন আরো বলেন, আবদুল্লাহ মায়মুন আনসার আল ইসলামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সংগঠনটির সিলেট বিভাগীয় মসূল বা প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। সংগঠনটির শীর্ষ নেতা চাকরিচ্যুত মেজর জিয়ার সঙ্গে আবদুল্লাহ মায়মুনের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এমনকি জিয়া নিয়মিত আবদুল্লাহ মায়মুনের বাসায় যাতায়াত করতেন। ২০১৯ সালে মায়মুন বগুড়ায় সন্ত্রাসবিরোধী একটি মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাভোগও করেন। পরে ২০২০ সালের শেষের দিকে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। পরে জামিন বাতিল হলেও আবদুল্লাহ মায়মুন আত্মগোপনে চলে যান। মূলত আবদুল্লাহ মায়মুন জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সঙ্গে নতুন সংগঠনটির যোগাযোগ করিয়ে সেতুবন্ধন করে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ মায়মুনের মাধ্যমেই নতুন সংগঠনকে ১৫ লাখ টাকা অনুদান দেয় আনসার আল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণ থেকে যে জঙ্গিরা পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে মায়মুনের ভালো সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি গোয়েন্দা বিভাগ খতিয়ে দেখছে। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব-৯ সিলেটের অধিনায়ক উইং কমান্ডার মো. মোমিনুল হক। প্রশিক্ষণ ও অর্থ জোগান : নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার আমির হলেন আনিসুর রহমান ওরফে মাহমুদ। তার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) প্রধান নাথাম বমের সুসম্পর্ক ছিল। এর সূত্র ধরে তাদের মধ্যে অর্থ বিনিময়ের চুক্তি হয়। চুক্তির অংশ হিসেবে শারক্বীয়ার জঙ্গিদের পাহাড়ে আশ্রয়, অস্ত্র-রসদ সরবরাহ ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করতো কেএনএফ। সংগঠনটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং থাকার ব্যবস্থা করার জন্য কেএনএফকে মাসে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা দিতো সংগঠনটি। সংগঠনটি ২০২১ সালে প্রশিক্ষণ শুরু করেছিল। এর আগে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল থেকে তারা সদস্য সংগ্রহ করছিল। গ্রেফতার হওয়া দাওয়াতি শাখার প্রধান আবদুল্লাহ মায়মুন প্রবাসে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তি, অন্যান্য সংগঠন এবং নিজ অর্থায়নে সংগঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে র‍্যাব।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building. May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

GREEN LEAF BUILDING SERVICES LTD

আপনার কি বিল্ডার প্রয়োজন?
আমরা ঘরের যাবতীয় কাজে স্পেশালিস্ট।

REFURBISHING FLATS & HOUSES:
• Sink Block • Washing machine fix • Cooker fix • Kitchen Hood
• Plumbing radiators fix • Bath and tap fixing • Extractor fans
• Electricians • Fancy Lights fitting • Fault finding & Repair
• Kitchen Installation • Bathroom Renovation
• Floor tiles and wall tiles • Wood flooring, carpet and vinyl
• Interior and exterior painting and decorating
• Mould & Damp repair • Damp seal paint
• Wallpapering • Wallpaper remove
• Carpentry • Door fix • Door lock change
• Flat pack assembly • Wardrobe bed • Chest drawers
• Vertical Blinds • Curtains fix • TV Wall Mount Brackets
• Rendering • Plastering • Skimming
• Plasterboard • Skirting • Partition walls
• Garden Maintenance • Decking • Fence
• Shed Build • Paving • Brick • Block work
• Roof work leakage • New Roof • Guttering
• And many more!

No Job too big or small call us

Get your FREE quote now!

MAN & VAN SERVICES
Residential • Commercial Moves
Deliveries & Collections
Store Pick-up and Drop-off

No call-out charge for
Emergency plumbing & Emergency electrical work.
We cover full suite of our services under Public Liability Insurance

Why you can trust us:

NFB TRUST A TRADER TRUST MARK MASTER BUILDERS myjobquote SAFETY plus safe Checkatrade.com

Unit-1, 32-34 Turner Street, London E1 2AS
Call us on: 0207-702-8771 (office) or text Mob: 07596 862 347 | 07550 833 497
E-mail: greenleafbuilding@gmx.com | www.greenleafbuilding.co.uk

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বাতিল করা হোক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

বাংলাদেশে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিয়ে অনেক কথা হয় কিন্তু প্রায়ই সাংবাদিকরা নিগ্রহের শিকার হয়। রাজনৈতিক মামলা ও হয়রানি এটা সব সময় চলে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে যোগ হয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের অধীনে মামলা ও গ্রেফতার। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের আরও পিছিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। ২০১৮ সালে আইনটি জারি হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের (আরএসএফ) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬৩। গত বছর ছিল ১৬২। প্রাপ্ত নম্বর ৩৫ দশমিক ৩১ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৩৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

শুধু আরএসএফ নয়, দেশি-বিদেশি প্রায় সব প্রতিবেদনেই বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উদ্বেগজনক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। শুরু থেকেই সংবাদমাধ্যমের অংশীজনেরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিপদ সম্পর্কে বলে আসছিলেন, যদিও সরকারের নীতিনির্ধারকেরা তা মোটেই আমলে নেননি। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের দপ্তর থেকে আইনের দুটি ধারা বাতিল ও ৮টি ধারা সংশোধন করার আহ্বান জানানোর পরই তাদের হুঁশ হয় এবং মন্ত্রীরা আইনটির অপব্যবহার নিয়ে মাঝেমধ্যে কথা বলেন।

এবার বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের এক আলোচনা সভায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, আইনটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিতে আইন মন্ত্রণালয়ের সংসদ বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তারা থাকলেও সংবাদমাধ্যমের কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হবে না-এ ঘোষণা দিয়ে আইনমন্ত্রী বলেছেন, সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। তাদের এই চেষ্টা কতটা সফল হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে আইনমন্ত্রী যা বলেছেন, তা-ও সত্য নয়।

ওই প্রতিবেদনে একজন দিনমজুরের বক্তব্য তুলে ধরেছে, যাতে কোনো ভুল ছিল না। তারপরও প্রতিবেদককে রাত তিনটায় বাড়ি থেকে সিআইডি পরিচয়ে কিছু লোক তুলে নিয়ে যায় এবং পরে তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হয়, যার একটিতে ওই সংবাদপত্রের সম্পাদককেও আসামি করা হয়েছে। তাঁরা দুজনই এখন জামিনে আছেন।

ওই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলা নিয়ে একেক মন্ত্রী একেক কথা বলছেন, যা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। ডিজিটাল কিংবা কোনো মাধ্যমেই কোনো অপরাধ সংঘটিত না হওয়া সত্ত্বেও ওই সংবাদপত্রেরবিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করে, সাংবাদিকেরা কী অন্যায়ভাবে আইনটির অপব্যবহারের শিকার।

বঙ্গভবন : আসা-যাওয়ার উপাখ্যান

অজয় দাশগুপ্ত

গভর্নমেন্ট হাউজ, গভর্নর হাউজ ও বঙ্গভবন-ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল, পাকিস্তানের শোষণ-দুঃশাসন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ- একটি ভবন তিন কালে তিন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও আবাসস্থল এ ভবন প্রায় সোয়াশ বছরের চলার পথে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর ২২ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ ভবনে ওঠেন, ততদিনে যা নতুন নাম পেয়েছে বঙ্গভবন।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি প্রিয় স্বদেশ ভূমিতে ফেরেন। ১২ জানুয়ারি তিনি এ বঙ্গভবনেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিক শপথ নেন; ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শত্রুদেশে বন্দি থাকায় যা সম্ভব হয়নি।

ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে লিখেছেন-'বিরাজিত পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত ও বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন-'সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।' (পৃষ্ঠা ১২৩)

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে মন্ত্রিসভা নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ দেয়। এরপর রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন এবং তিনি ও মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। এভাবেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল।

ত্রিশ লাখ নারী-পুরুষ-শিশুর আত্মদানে অর্জিত বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ বিষয়ে ১৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছিল-'এওযব পবৎবসড়হরবং ঃড় ফধু ঃড়ড়শ ঢ়ষধপব রহ ঃযব ড়ৎহধঃব ইবহমধষ ঐড়ঁংব, ঃযব ভড়ৎসবৎ ৎবংরফবহপব ড়ভ ঃযব চধশরংঃধহর এড়াবৎহড়ৎ ড়ভ উধংঃ চধশরংঃধহ. এওযব যরময-পবরষরহমবফ সধৎনষব নঁরষফরহম ধিং ফধসধমবফ নু ওহফরধহ ৎড়পশবঃং ফঁৎরহম ঃযব ধিৎ যবৎব ষধংঃ সড়হঃয, ধহফ ঃযবৎব বিৎব যড়ষবং রহ ঃযব ধিষষ ধনড়াব ঃযব ফধরং যিবৎব ঝযবরশ গঁলরন ঃড়ড়শ যরং ড়ধঃয ড়ভ ড়ভভরপব.'

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগের অঙ্গীকারের কারণে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের যাত্রালগ্নে অনুপম আয়োজন সম্ভব হয়েছিল। আমরা স্মরণ করতে পারি ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিব নগরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের ঘটনা। বাংলাদেশ তখন বধ্যভূমি। এর মধ্যেই শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান, দেশি-বিদেশি বিপুলসংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথি ও গণমাধ্যমকর্মীর উপস্থিতি-আধুনিক রাষ্ট্রে শপথ গ্রহণের মতোই সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করা হয়েছিল।

এমন দৃঢ় ভিত নিয়ে যে রাষ্ট্রের যাত্রা, গণতান্ত্রিক চর্চায় যার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত, সেই রাষ্ট্রে ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসাবে টানা ১০ বছর দায়িত্ব পালনের পর আবদুল হামিদকে ফুলেল সংবর্ধনা-শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় জানানোর ঘটনা বিস্ময় জাগায় না। ২০০১ সালের ১৫ জুলাই এ বঙ্গভবনেই বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থার নিদর্শন রেখে বিচারপতি লতিফুর রহমানের হাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন। বাংলাদেশে সংবিধানসম্মত ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের অনন্য নজির তিনি স্থাপন করেন। তবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক অঙ্গীকার পালনে বিচারপতি লতিফুর রহমান ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাংলাদেশ নিপতিত হয়েছিল অন্ধকার যুগে। অনিয়ম ও শঠতার এ নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী জোটের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের সহযোগী কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর প্রধান দুই নেতাকে।

এ সরকারের আমলেই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে ৫ বছর দায়িত্ব পালন শেষে বঙ্গভবন থেকে বিদায় নেন। এর আগে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। উভয় সময়েই ক্ষমতায় ছিল বিএনপি, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন খালেদা জিয়া। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বঙ্গভবন থেকে বিদায় দেওয়ার ভাবনা তার মাথায় আসেনি, আসার কথাও নয়। গণতন্ত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বিএনপি নামের দলটির প্রতিষ্ঠা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমদ বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে বেছে নেন।

১৯৭৬ সালের নভেম্বরের শেষদিকে জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের কাছ থেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকেও পদত্যাগে বাধ্য করেন। আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের 'বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি' এবং খ্যাতিমান সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের 'বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ' গ্রন্থে জিয়াউর রহমানের বঙ্গভবনের কর্তৃত্ব গ্রহণের ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বিচারপতি সায়েম লিখেছেন, জিয়াউর রহমান সামরিক আইন বজায় রেখে এবং সেনাবাহিনী প্রধান, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে থেকেই ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করে জয়ী হন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে আসীন হওয়ার পর জিয়াউর রহমান একক ক্ষমতায় সংবিধান সংশোধন করেন।

জিয়াউর রহমান ও এইচএম এরশাদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে থেকেও বঙ্গভবনে থাকেননি, ক্যান্টনমেন্টের বাসভবনে বসবাস করেছেন। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকেও বসবাস করেছেন ক্যান্টনমেন্টে। জিয়াউর রহমান ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছেন সেনাবাহিনীর একটি অংশের হাতে নিহত হয়ে। এইচএম এরশাদ পদত্যাগ করেছিলেন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। তাদের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় গ্রহণের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ছিল না।

এইচএম এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৭ মার্চ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতাবলে বিচারপতি আ ফ ম আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যাকে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর সরিয়ে দিয়ে নিজেই সে পদে অধিষ্ঠিত হন। খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় দফা প্রধানমন্ত্রীর আমলে বিএনপির অন্যতম শীর্ষনেতা ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু ২১৯ দিন পর খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ইচ্ছায় তাকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

বিএনপির নেতা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ৬ বছর ১৫৯ দিন রাষ্ট্রপতি পদে থেকেও আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা পাননি। ২০০৬ সালের অক্টোবরের শেষদিকে তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করে নিজেকে একইসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেন।

২০০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন ভাষা আন্দোলনের নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান। মেয়াদপূর্তির আগেই মৃত্যু না হলে তিনি বঙ্গভবন থেকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বিদায় নিতেন, সেটি নিশ্চিত। মোহাম্মদ আবদুল হামিদ এমন সংবর্ধনা পেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি পদে থেকে ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি বিদায় নেন। নতুন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

জিল্লুর রহমান ও আবদুল হামিদ রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, সবাই একবাক্যে তা স্বীকার করেন। জিয়াউর রহমান একক ক্ষমতায় জাতীয় সংসদ অনুমোদিত সংবিধান সংশোধন করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ওই দুজন নেতা এমন কোনো অন্যায়ের পথে চলেননি। ইনডেমনিটি আইন অনুমোদন প্রদান কিংবা দলের নেতাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান করার জন্য সংবিধান সংশোধনের মতো অন্যায়ও তারা করেননি। এ দুজন রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বঙ্গভবনে গিয়েছেন নানা বিষয়ে পরামর্শ নিতে। দেশের বাইরে গেলে ফিরে এসেই রাষ্ট্রপতিকে আলোচনা ও চুক্তির বিষয় অবহিত করতেন। আবদুল হামিদের মেয়াদের শেষদিকে তিনি কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকায় তার বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদকে সম্মান-মর্যাদার সঙ্গে বঙ্গভবন থেকে বিদায় জানানোর পেছনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সক্রিয় উদ্যোগ ছিল, সন্দেহ নেই। প্রায় ১৫ বছর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে। তিনি বারবার বলছেন, টানা ক্ষমতায় থাকার কারণে অর্থনীতি ও সামাজিক খাতে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও বিরাজ করছে। রাষ্ট্রপতির সম্মানিত পদ থেকে কাউকে হত্যা বা ক্যুয়ের মাধ্যমে বিদায় কাম্য হতে পারে না। সরকার পরিবর্তনও হতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমে, জনগণের রায়ে। জনগণ যাকে বেছে নেবে, তিনিই হবেন প্রধানমন্ত্রী। যেমনটি ঘটেছিল ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি। সেদিন সংবিধানসম্মত ও গণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠানের যে বীজ বপন প্রত্যক্ষ করেছিল বিশ্ব, তা ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল। ভবিষ্যতেও এমন আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারের নেতৃত্বের বিদায় ও নতুন দায়িত্ব গ্রহণ দেখতে পাব, সেটাই প্রত্যাশা।

অজয় দাশগুপ্ত : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

সিলেটে ‘নীরবে ছড়াচ্ছে’ থ্যালাসেমিয়া রোগ!

সিলেট অফিস : থ্যালাসেমিয়া। একটি রোগের নাম। এটি মূলত বংশগত রক্তস্বল্পতাজনিত রোগ। বলা হয়ে থাকে প্রতিরোধযোগ্য ‘নীরব ঘাতক’ এই রোগ। সারাদেশের মতো সিলেটেও এ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে অনেকটা নীরবেই। তথ্য বলছে- গত তিন বছরে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রায় তিন হাজার রোগী এ রোগের চিকিৎসা নিয়েছেন। আর এমন বাস্তবতায় ৮ মে সার্জন কার্যালয় থেকে এ জন্য সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হয়।

ডা. স্বপ্নীল জানান, এই রোগের প্রধান লক্ষণ হিসেবে ধরা হয় জন্ডিস ও ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, শিশুদের জন্ডিস এবং ত্বক ফ্যাকাশে দেখাতে পারে। বেশি পরিমাণে তন্দ্রা ও ক্লান্তি। বুকে ব্যথা। হাত পা ঠণ্ডা হয়ে যাওয়ার। নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। একটু সচেতন হলেই আমরা এ রোগ প্রতিরোধ করতে পারি। আর

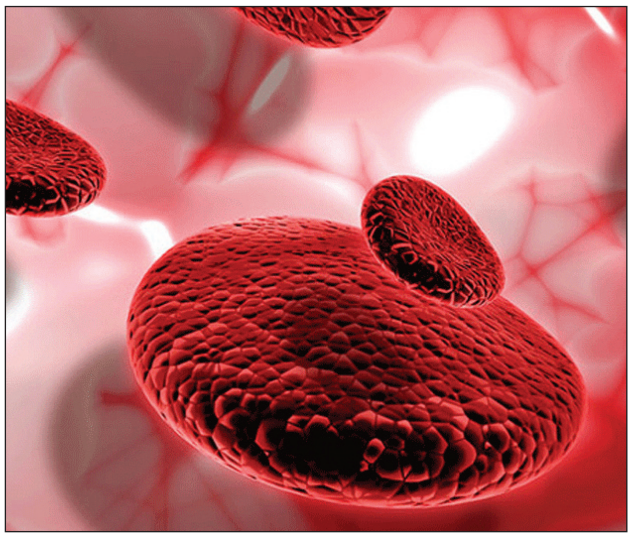

সারাদেশের মতো সিলেটেও বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস পালিত হয়েছে।

সিলেট সিভিল সার্জন অফিসের তথ্য বলছে, ১৪৮ জন থ্যালাসেমিয়া রোগীর তালিকা রয়েছে তাঁদের কাছে। এর মধ্যে নগরের অভ্যন্তরে রয়েছেন ২২ জন রয়েছেন।

সিলেট সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসের ডা. স্বপ্নীল সৌরভ রায় বলেন, এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে মা-বাবা থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হলে সন্তানের। তাই দুই বাহকের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। সিভিল অবশ্যই বিয়ের আগে সবার হিমোগে-াবিন ইলেক্ট্রোফরেসিস পরীক্ষার করা উচিৎ। তাহলে সন্তান সুস্থ থাকবে।

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড নেই জানিয়ে হাসপাতালটির হেমাটোলজিস্ট নাজমুল ইসলাম বলেন, এই রোগীদের সাধারণত মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আমাদের এই হাসপাতালে গত তিন বছরে প্রায় তিন হাজার রোগী এ রোগের চিকিৎসা নিয়েছেন। এ রোগের বিষয়ে সচেতনতার বিকল্প নেই।

সিলেটে র‍্যাবের আটক কে এই মুমিন যেভাবে জড়ালো ‘জঙ্গিবাদে’

সিলেট অফিস : সিলেটে সোমবার (৮ মে) রাতভর অভিযান চালিয়ে পাহাড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চার ‘জঙ্গিকে’ গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৯। এর মধ্যে একজন সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার যুবক। তার নাম আব্দুল্লাহ মায়মুন মুমিন (৩৪)। তিনি একজন আলেম-হাফেজের ছেলে।

মঙ্গলবার (৯ মে) দুপুরে র‍্যাব-৯ কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করে এই চারজনকে গ্রেফতার ও তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। র‍্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক খন্দকার আল মঈন প্রেস বিফিংয়ে সিলেটের মুমিন সম্পর্কে জানান- নতুন ‘জঙ্গি সংগঠন- জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া’র শুরা সদস্য ও দাওয়াতি শাখার প্রধান আবদুল্লাহ মায়মুন (মুমিন)-এর বাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমায়। মামুন সিলেটের স্থানীয় একটি মাদ্রাসা থেকে দাখিল সম্পন্ন করেন। অনলাইনে ফিলিস্তিন, মায়ানমার ও ইরাকসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলামাদের উপর নির্যাতনের ভিডিও দেখে তিনি ‘উগ্রবাদে’ আকৃষ্ট হন।

২০১৩ সালে মুমিন স্থানীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে ‘আনসার আল ইসলাম’ নামের জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেন। তিনি এ সংগঠনের সিলেট বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ওই সংগঠনের শীর্ষ জঙ্গি নেতা চাকরিচ্যুত মেজর জিয়ার সঙ্গে মুমিনের নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো। এমনকি জঙ্গি জিয়া তার বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ২০১৯ সালে বগুড়ার একটি সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় মুমিন গ্রেফতার হন এবং ১ বছরের বেশি সময় কারাভোগ করে ২০২০ সালের শেষের দিকে জামিনে মুক্তি পান।

র‍্যাব-৯ সিলেটের সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সংস্থাটির আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন (বামে)। গ্রেফতার হওয়া নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সদস্যরা

পরবর্তীতে তার জামিন বাতিল হলে মুমিন আত্মগোপনে চলে যান। ২০২১ সালে ‘জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া’ নামের নতুন ‘জঙ্গি সংগঠনের’ শুরা সদস্য রণবীর ও মানিকের মাধ্যমে ওই সংগঠনে যোগ দেন মুমিন এবং পাহাড়ে চলে যান। ‘আনসার আল ইসলামের’ সিলেট বিভাগীয় প্রধান হওয়ায় সে ‘জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া’র শুরা সদস্য ও দাওয়াতি শাখার প্রধান হিসেবে দাযত্বি পান মুমিন।

এছাড়াও তিনি সিলেট অঞ্চলে সংগঠনটির দাওয়াতি ও প্রশিক্ষণসহ সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন। মুমিন সাংগঠনিক কাজে বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ে আসা-যাওয়া করতেন। সিলেট বিভাগের যারা এই ‘জঙ্গি সংগঠনে’ ইতোমধ্যে যুক্ত হয়েছেন- এই মুমিনের মাধ্যমেই হয়েছেন।

শুরুর দিকে তার মাধ্যমে ‘আনসার আল ইসলাম’ ‘জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া’-কে ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়। মূলত মুমিন ‘আনসার আল ইসলামের’ নতুন এই জঙ্গি সংগঠনের সেতুবন্ধন তৈরি করেন। এছাড়াও মুমিন তার পরিচিত প্রবাসে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তি ও অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং নিজের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ‘জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া’-কে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ দেন। এছাড়াও ৩-৪ মাস পর পর মুমিন বিদেশে অবস্থানরত তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ৩০/৩৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ওই সংগঠনকে দিতেন।

সম্প্রতি ওই জঙ্গি সংগঠনের অপতৎরতার খবর পেয়ে র‍্যাব পাহাড়ে অভিযান শুরু করলে মুমিন সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সিদ্ধান্তে সেখান থেকে পালিয়ে এসে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে থেকে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। অতি সম্প্রতি তিনি পরিচয় গোপন করে ভুল তথ্য দিয়ে সিলেটের এয়ারপোর্ট থানাধীন বড়শালা এলাকার একটি বাড়িতে আরও ৩ জঙ্গিকে নিয়ে অবস্থান শুরু করেন। তারা ওই বাড়িতে আত্মগোপনে থেকে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রেখে সাংগঠনিক বিভিন্ন কাজ করতে থাকেন এবং আনসার আল ইসলামের সঙ্গে সমন্বয় করে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

খবর পেয়ে সোমবার রাতভর অভিযান চালিয়ে বড়শালার ওই বাড়ি থেকে মুমিনসহ ৪ জঙ্গিকে গ্রেফতার করে র‍্যাব-৯। বাকি তিন জঙ্গি হলেন- ফরিদপুর জেলার চরভদ্রসন গ্রামের মৃত. শেখ আব্দুস ছালাম মাস্টারের ছেলে মো. আবু জাফর তাহান, চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর গ্রামের মৃত মোস্তফা কাজীর ছেলে মো. আক্তার কাজী সাইদ (আইজল) (৩৮) ও গোপালগঞ্জ জেলার মুকসেদপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাক মোল্লার ছেলে সালাউদ্দিন রাজ্জাক মোল্লা (৩২)।

গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে নগদ ২ লক্ষ টাকা ও কয়েকটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করে র‍্যাব।

সিলেটে নবনির্মিত বাস টার্মিনাল ভবনে ফাটল : যা বেরিয়ে এলো তদন্তে

সিলেট অফিস : নবনির্মিত কদমতলি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের ভবনের ছাদে ফাটল দেখা দেয়ার পর গত মাসের ১ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলন করে সিসিক মেয়র বাস টার্মিনাল নির্মাণে ত্রুটি রয়েছে কী না তা অনুসন্ধানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। যেখানে ১০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলেন তিনি। দশদিনে জমা না দিলেও পুরো ৩৬ দিন পর প্রতিবেদন জমা পড়েছে সিলেট সিটি করপোরেশনে।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণে ত্রুটি ধরা পড়েছে। নকশা জনিত ত্রুটির কারণে ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। শীঘ্রই সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি খোলাসা করবেন সিসিক মেয়র।

শনিবার (৬ মে) প্রতিবেদনটি জমা দেয় তদন্ত কমিটি।

সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান বলেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জহির বিন আলমকে আহবায়ক করে ৬ সদস্যের টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, এলজিইডি সিলেটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জে এম আজাদ হোসেন, গণপূর্ত অধিদপ্তর সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী রিপন কুমার রায়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নজরুল হাকিম, সড়ক বিভাগ সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও সিসিকের নির্বাহী প্রকৌশলী হুমায়ূন কবীর। আজ শনিবার তদন্ত প্রতিবেদনটি জমা দিয়েছেন তার। এ বিষয়ে এখনি বিস্তারিত কিছু বলা যাচ্ছে না। দুই-একদিনের মধ্যে মেয়র মহোদয় সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিবেদনের বিষয়ে কথা বলবেন।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডালি কনস্ট্রাকশনের সিনিয়র প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হেলাল উদ্দিন জানান, এই প্রকল্পটি এখনো সিলেট সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয় নি। উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষমান বাস টার্মিনালটিতে সুযোগ সুবিধা সমূহ ঠিক আছে কি না তা পর্যবেক্ষনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে সেবা প্রদান শুরু হচ্ছিল। এরই মধ্যে স্থাপনাটির একটি অংশে কিছু ত্রুটি দেখা যায়। তবে এটি মূল ভিত্তিতে নয়। মূল ভিত্তির বাহিরের দিকে একটি অংশ। সম্ভবত সে অংশের মাটি সামান্য ডেবে গেছে তাই এমনটা হয়েছে। এটি গুরুতর কোন সমস্যা না।

ফাটল প্রসঙ্গে টার্মিনালের নকশা করা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের তিন শিক্ষকের একজন সুব্রত দাস বলেন, স্থাপনায় বেশ কয়েকটি অংশ থাকে। যার মধ্যে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, প্লাম্বিং এই পাঁচটি অংশ থাকে। টার্মিনালের যে ফাটল সেটি মূল যে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন আছে তাতে নয়। এটি পার্টিশন দেয়ালের ত্রুটি। এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এটি মূল ভিত্তিতে আঘাত আনতে পারে।

এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির সদস্য, গণপূর্ত অধিদপ্তর সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী রিপন কুমার রায় জানান, তদন্ত প্রতিবেদন শনিবার জমা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এখনই কিছু জানানো যাবেনা।

উল্লেখ, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে গত ১৫ জানুয়ারি সিলেটের কদমতলি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই টার্মিনালের ছাদের একটি অংশে ফাটল ধরা পরে।

২০১৮ সালে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় সিসিকের উদ্যোগে ৮ একর ভূমিতে ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে টার্মিনালটির কাজ শুরু হয়, পরে তা বেড়ে ৬৭ কোটি টাকাতে গিয়ে দাড়ায়। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী কিন ব্রিজ, আলী আমজাদের ঘড়ি ও আসাম টাইপ বাংলোর স্থাপত্যশৈলী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কদমতলী বাস টার্মিনাল প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন করা হয়। কদমতলী বাস টার্মিনালে বিমানন্দরের আদলে বহিঃর্গমন এবং আগমনের আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্থাপনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গোলাকার পাঁচতলা একটি টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে টার্মিনাল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যালয়, কন্ট্রোল রুম, পুলিশ কক্ষ এবং পর্যটন কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

যাত্রী উঠানামার জন্য পৃথক টার্মিনাল ভবন, সুপরিসর পার্কিং ব্যবস্থা, পরিবহন সেবাদানকারীদের জন্য যাবতীয় সুবিধা সম্বলিত পৃথক ভবন, রেস্টুরেন্ট ও ফুড কোর্ট, পর্যাপ্ত যাত্রী বিশ্রামাগার, নারী, পুরুষ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচাগার, ব্রেস্ট ফিডিং জোন, স্মোকিং জোন, ছোট দোকান, অসুস্থ যাত্রীদের জন্য সিক বেড, প্রার্থনা কক্ষসহ সব ধরনের আধুনিক সেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে এই স্থাপনায়।

এছাড়া পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের সভা অনুষ্ঠানের জন্য বিশাল হলরুম এবং যানবাহনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হয়েছে।

আধুনিকতার মিশেলে নির্মিত এই বাস টার্মিনালের নকশা করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের তিন শিক্ষক সুব্রত দাশ, রবিন দে ও মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন।

ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে যেসব সমস্যা হতে পারে

পোস্ট ডেস্ক : শরীর গঠনে ক্যালসিয়ামের গুরুত্ব অনেক। এটি শরীরের বিকাশ, মাংসপেশি গঠন, হৃদযন্ত্রের মাংসপেশির সংকোচন-প্রসারণ এবং বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ক্যালসিয়ামের চাহিদা ১০০০ মিলিগ্রাম। আবার পোস্ট মেনোপোজাল নারীদের ক্ষেত্রে এবং সত্তরোর্ধ্ব মানুষের ক্ষেত্রে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২০০ থেকে ১৫০০ মিলিগ্রাম। আমাদের দেশে বিশাল সংখ্যক মানুষ ক্যালসিয়ামের এই চাহিদা পূরণ করতে পারে না। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ এই খনিজ পদার্থের ঘাটতি দেখা দিলে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়।

কখন ঘাটতি হয়?

সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্যালসিয়ামের চাহিদা বাড়ে। বিশেষ করে নারীদের মেনোপোজের পর হাড়ে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম কমে গিয়ে হাড় পাতলা ও ভঙ্গুর হয়।

খাবারে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কম থাকা, অপুষ্টিতে ভোগা, হরমোনজনিত সমস্যা, বিশেষ করে ভিটামিন 'ডি'-এর অভাব, ক্যালসিয়াম শোষিত না হওয়া অর্থাৎ খাবারে যথাযথ ভিটামিন ও খনিজ থাকা সত্ত্বেও শরীর কর্তৃক শোষণে ব্যর্থ হওয়া। অনেক সময় কিডনি সমস্যাজনিত কারণেও

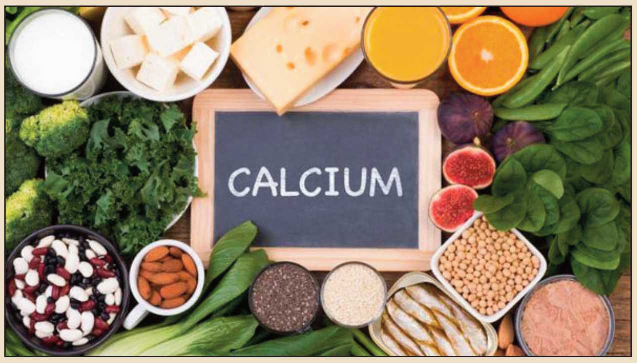

ক্যালসিয়াম কমে যায়। ক্যালসিয়াম ঘাটতিজনিত **সমস্যাগুলো হলো**

স্নায়বিক সমস্যা

ক্যালসিয়ামের অভাবে নানা ধরনের স্নায়বিক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন হাত-পায়ের আঙুল ও মুখের চারপাশের মাংসপেশি ঝিমঝিম করা।

পেশি সংকোচন

হিমোগোবিনের মাত্রা ঠিক থাকা ও পর্যাপ্ত পানি পান করার পরও যদি নিয়মিত মাংসপেশি সংকুচিত হয় অর্থাৎ খিঁচুনি ধরে, তবে বুঝতে হবে যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি আছে।

হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সঞ্চিত ক্যালসিয়াম কমে যেতে থাকে। ফলে হাড়ে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব কমে যায়। অস্টিওপরোসিস বা হাড়ে ছোট ছোট ছিদ্র হয়ে যায়। হাড় ভঙ্গুরতার কারণেই এসব হয়।

দৃঢ়তাহীন নখ

নখ শক্ত হওয়া বা দৃঢ়তা বৃদ্ধিতে ক্যালসিয়াম অত্যাবশ্যকীয়। যদি ক্যালসিয়াম কম হয় তবে নখ নরম, ভঙ্গুর ও দৃঢ়তাহীন হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম

ক্যালসিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এর ঘাটতি হলে জীবাণু বা প্যাথোজেন মোকাবেলা করার শক্তি কমে যায়।

অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন

ক্যালসিয়াম হৃৎপিণ্ডের সঠিক কার্য চালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এটি কম হলে হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। ক্যালসিয়াম হৃৎপিণ্ডকে রক্ত পাম্প করতে সহায়তা করে।

করণীয়

যদি লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়, তবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে ভালো উৎস হচ্ছে গরুর দুধ। এক কাপ দুধে (২৩৭ মিলি) ২৭৬-৩৫২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। এ ছাড়া সবুজ শাক-সবজি, দই, বাদাম, পনির ইত্যাদিতেও প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। তাই এই খাবারগুলোকে প্রাধান্য দিন।

স্মৃতি ধরে রাখতে পর্যাপ্ত ঘুমান

অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী

অনেকের ঠিকমতো ঘুম হয় না। অফিসের কাজের চাপ, ঘর-গেরস্তালির কাজ শেষ করতে করতে ঘুমানোর আর সময় হয় না। অনেকে বেশি ঘুমালে

অপরাধবোধে ভোগেন। ঘুম কম হলে স্মৃতি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অনেকেই আছেন, গভীর রাতে ঘুমাতে যান, ওঠেনও দেরিতে। ক্লান্ত থাকলেও ঘুমাতে যেতে গড়িমসি করেন। জেনে রাখা ভালো, কম ঘুমালে স্বাস্থ্য ক্ষয় হয়। কম ঘুমানোর কারণে ডিমেনশিয়ার মতো কিছু মারাত্মক রোগ হতে পারে। যেমনড়হার্টের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা।

কম ঘুমানোর কারণে কী কী সমস্যা হয়?

অনেক শিক্ষার্থী কোচিং, প্রাইভেট টিউটর ও পড়ার চাপে ঘুমানোর সময় পায় না। ফলে ক্লাসে এসে মনোযোগ দিতে পারে না। এক ঘটনা বলি। বেশ কিছুদিন আগে পরিচিত একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে মাথা ঘুরে খাদে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঘুম কম হওয়ার কারণেই দুর্ঘটনায় পড়ার উপক্রম হন। আরেকজন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টের কথা বলি। তিনি নিজে আগ্রহী হয়েই নাইট শিফট বেছে নিয়েছিলেন। এখন উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টের সমস্যায় ভুগছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, কম ঘুমালে শুধু স্মৃতি ফিকে হয় না, শরীর ও মনও বিকল হয়। তবে শুধু পর্যাপ্ত ঘুমানোই সমাধান নয়, ঘুমাতে হবে তাড়াতাড়ি।

ঘুমের সঙ্গে আলঝেইমার্সের সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্রের দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম যত কম হবে, মগজে তত বিটা অ্যামাইলয়েড নামে এক রাসায়নিক বর্জ্য তত বেশি জমবে। ঘুম ভালো হলে রাসায়নিক বর্জ্য পরিষ্কার হয় শরীর থেকে। স্মৃতি লোপ পাওয়ার অন্যতম কারণ এই বিটা অ্যামাইলয়েড। দেখা গেছে, ঘুম কম হলেই এই রাসায়নিক ৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশি জমে। আর ২০ শতাংশ জমলে স্মৃতি ফিকে হওয়া আর ৪০ শতাংশ জমলে আলঝেইমার্স হওয়ার আশঙ্কা প্রায় শতভাগ।

করণীয়

- ♦ পূর্ণবয়স্ক মানুষের চাই ৮-৯ ঘণ্টা ঘুম।
- ♦ অর্থাৎ রাত ১০টায় ঘুমাতে গিয়ে উঠতে হবে সকাল ৭টায়।
- ♦ ঘুমের জন্য শান্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
- ♦ বিকেলের পর চা-কফি পান নয়।
- ♦ রোজকারের খাবারে প্রোবায়োটিকস রাখুন।
- ♦ প্রতিদিন এক সময় ঘুমাতে যাবেন। তা না হলে দেহঘড়ি বিগড়ে যায়।
- ♦ নিমপাতা ভেজানো পানিতে গোসল করুন।
- ♦ গরমের সময় ঘুমানোর আগে কুসুম গরম পানিতে গোসল করা ভালো।
- ♦ প্রাণায়াম, যোগ, ব্রিদিং এক্সরসাইজ, ধ্যানও ভালো ঘুমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- ♦ ঘুমানোর আগে সব রকম ডিভাইসের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

শিশু দিনদিন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে? যা করবেন

ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী

শিশু যেন দিনদিন রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। হয়ে পড়ছে দুর্বল।

রক্তশূন্যতার উপসর্গ নিয়ে যখন কোনো শিশুকে আনা হয় তখন যেসব রোগে শিশু আক্রান্ত হতে পারে বলে প্রথমে ধারণা জন্মেড়

আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতা : যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো বক্রকৃমি সংক্রমণ।

থ্যালাসেমিয়া : বংশগত রোগ

অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া : রক্তকোষ উৎপাদনে বাধা

কিডনির দীর্ঘমেয়াদি অসুখ : ক্রোনিক রেনাল ফেইলিওর

তীব্র ব্লাড ক্যান্সার : এএলএল

এদের মধ্যে আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতায় বেশ ভোগে এ দেশের শিশুরা। শিশুর রক্তের হিমোগোবিনের মাত্রা যদি তার বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাভাবিক মানের নিচে থাকে, তবে সে রক্তস্বল্পতায় ভুগছে বলা যায়। এক বছর বয়স থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত সাধারণভাবে শিশুর হিমোগোবিন ১১ গ্রাম/ডেসি লিটারের নিচে থাকা রক্তস্বল্পতার নির্দেশক।

শিশুর আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতার প্রধান কারণ

- অপরিণতভাবে জন্ম নেওয়া, শিশু লো বার্থওয়েট (জন্ম ওজন দুই হাজার ৫০০ গ্রাম বা তার নিচে)
- বক্রকৃমি সংক্রমণ
- দীর্ঘদিন ধরে শুধু বুকের দুধ চালিয়ে যাওয়া
- ছয় মাস বয়স থেকে শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার না খাওয়ানো

রোগচিত্র

- কোনো উপসর্গ প্রথমদিকে না-ও থাকতে পারে
- শিশুকে ফ্যাকাসে দেখায়
- ক্লান্তিভাব
- খাবারে রুচি নেই

- শিশু ছাই, কয়লা, কাদামাটিড়এসব অ-খাবার খেয়ে ফেলে
- বুদ্ধি কম
- মানসিক বিকাশে পিছিয়ে
- আয়রনজনিত সমস্যা
- শিশুর মাঝেমধ্যে শ্বাসরোধ উপসর্গ (ব্রেথ হোল্ডিং অ্যাটাক)
- বারবার শ্বাসে শাঁইশাঁই শব্দ শোনা যায়

ল্যাব পরীক্ষা : সিবিসি, পিবিএফ, হিমোগোবিনের মাত্রা কম, রক্তকণিকার নানা তথ্য বিশ্লেষণ, সিরাম আয়রন ও ফেরিটিন মাত্রা কমে যাওয়া, টিআইবিসি মান বেড়ে যাওয়া।

মলে রক্ত : যদি বক্রকৃমি সংক্রমণ হয়

ব্যবস্থাপনা

- শিশুকে সবুজ শাকসবজি, লিভার, আনাজ কলাড়এসব খাদ্য বেশি খাওয়ানো।
- বিশেষজ্ঞ প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী শিশুকে আয়রন সিরাপ বা ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।
- কম জন্ম ওজনের শিশুকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ পান এবং ছয় সপ্তাহ বয়স থেকে তিন মাসের জন্য আয়রন ওষুধ সেবন।

জরায়ুমুখ ক্যানসারে বছরে ২ লাখ ৮০ হাজার ৫০০ নারীর মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : জরায়ুমুখে ক্যানসারের কারণে বিশ্বে বছরে ২ লাখ ৮০ হাজার ৫০০ নারীর মৃত্যু হয়। এ ক্যানসারে বাংলাদেশে মারা যাচ্ছেন বছরে প্রায় চার হাজার নারী। এ ছাড়া মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যার কারণে বিশ্বে প্রায় ২ লাখ নারী মারা যাচ্ছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশে মারা যান প্রায় সাড়ে ৬ হাজার নারী।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) সেমিনার কক্ষে মঙ্গলবার 'বাংলাদেশে সেক্সুয়াল এবং জন্মধারণ স্বাস্থ্য অধিকার' শীর্ষক কনফারেন্স নিয়ে অ্যাডসার্চ ও আইসিডিডিআরবি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আইসিডিডিআরবি'র শিশু এবং মাতৃত্ব স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগী বিজ্ঞানী ডা. মোহাম্মদ এহসানুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি জানান, প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম বড় একটি বিষয় হচ্ছে সার্ভাইক্যাল ক্যানসার বা জরায়ু মুখের ক্যানসার। যার কারণে প্রতি বছর বিশ্বে ২ লাখ ৮০ হাজার ৫০০ জন নারী মারা যান। যাতে বাংলাদেশে মারা যাচ্ছেন প্রায় ৪ হাজার নারী। এ ছাড়া সেক্সুয়াল বা প্রজনন অঙ্গে সংক্রমণের কারণে সারা বিশ্বে মারা যান ৪৩ হাজার নারী। আর বাংলাদেশে এ সমস্যায় মারা যান এক হাজারের মতো। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের এ সময়ে এসে এক হাজার নারীর মৃত্যুও অতিরিক্ত।

নারীদের আরও একটি বড় সমস্যা হলো প্রজনন অঙ্গ নিচের দিকে নেমে আসে। যার কারণে বিশ্বব্যাপী বছরে দুই হাজারের অধিক নারীর মৃত্যু হয়। যাতে দেশে মৃত্যু হয় ১৫০ জনের বেশি নারীর।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, স্বাস্থ্যজনিত কারণে অনেক সময় গর্ভপাত বা মিসক্যারেজ হয়ে থাকে। এ গর্ভপাত অনিরাপদ অবস্থায় হলে নারীর স্বাস্থ্যগত নানা জটিলতা বা মৃত্যু ঘটে। বিশ্বব্যাপী অনিরাপদ গর্ভপাতের ফলে প্রায় ২০ হাজার নারীর মৃত্যু হয়। যাতে বাংলাদেশে ১৫০ থেকে ২০০ জনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য মাতৃত্বকালীন সমস্যায় বছরে ৩৫০ থেকে ৪০০ নারীর প্রাণ চলে যায়। এদিন আইসিডিডিআরবি সাসাকাওয়া মিলনায়তনের ১ ও ২ নম্বর সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী গবেষণা ও উদ্ভাবন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে তরুণ গবেষকরা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার নিয়ে তাদের 'গবেষণা ধারণাপত্র' ও 'উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা' তুলে ধরেন।

এর আগে অ্যাডসার্চ গবেষণা প্রস্তাবনা ও উদ্ভাবনী ধারণা আহ্বান করে। সেখান থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে ১০০টি গবেষণা প্রস্তাবনা ও ৫৭টি উদ্ভাবনী ধারণাকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়। সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে বিশেষজ্ঞদের নম্বরের ভিত্তিতে সেরা ২২টি গবেষণা প্রস্তাবনা ও ২১টি উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপনের জন্য বাছাই করা হয়। সেখান থেকে দুটি বিভাগে সেরা ৩টিকে সম্মেলনের দিন বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২মে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার ও উদ্ভাবন নিয়ে দুটি বৈজ্ঞানিক সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে বিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের উপস্থাপনা তুলে ধরবেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনজন বিশিষ্টজনকে 'এসআরএইচআর এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' প্রদান করা হবে।

বৈশ্বিক মানবিক সংকটে উর্ধ্বমুখী সামরিক ব্যয়ের প্রভাব

ব্রি. জে. (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের প্রায় সব দেশের চলমান অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, স্থানীয় মুদ্রার দরপতন, মার্কিন ডলারের সংকট প্রভৃতি নানা কারণে সাধারণ মানুষ ক্রমাগত ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী মূল্যবৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং পণ্য, খাদ্যসামগ্রী, জ্বালানি ও সারের মূল্যস্ফীতি ঘটিয়েছে।

মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, জাতীয় ঋণের মাত্রা বাড়ছে এবং অনেক দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। আমদানিনির্ভর দেশগুলোকে আমদানি ব্যয় মেটাতে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হচ্ছে এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন হওয়ার কারণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বের ৮২টি দেশের সাড়ে ৩৪ কোটি মানুষ খাদ্য নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দেশগুলোয় খাদ্য সহায়তার জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ডব্লিউএফপি) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনাহারের ঝুঁকিতে থাকা এসব মানুষের মধ্যে ৪৫টি দেশের পাঁচ কোটি মানুষ চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এ ধাক্কা চলমান উন্নয়নের গতিকে ধীর করে দিয়েছে। এর মধ্যে শ্রীলংকার ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, এর প্রভাব এখনো কিছুটা রয়েছে। শ্রীলংকার পর পাকিস্তান ও আর্জেন্টিনা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং তা কাটিয়ে উঠতে সংগ্রাম করছে।

ইতোমধ্যে অনেক বৈশ্বিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ইউক্রেন, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়ায় যুদ্ধ, তুরস্কে ভূমিকম্প, ইথিওপিয়া ও সর্বশেষ সুদানের গৃহযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকটের তালিকা দীর্ঘায়িত করে চলেছে। এর ফলে মানবিক ও ত্রাণ সহায়তার গুরুত্ব ও লক্ষ্য ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। ২০২১ সালের ২৪ আগস্ট ইথিওপিয়ার ফেডারেল সরকার ও টিগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে সংঘর্ষে ওই অঞ্চলে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। সুদানে গত ১৫ এপ্রিল থেকে চলা সংঘর্ষে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে, প্রায় আট লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এসব মানবিক বিপর্যয় ত্রাণ সহায়তা ও মানবিক কার্যক্রমের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। জাতিসংঘ পূর্ব আফ্রিকার তিন-চতুর্থাংশ শরণার্থীর খাদ্য রেশন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ইথিওপিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ সুদান ও উগান্ডার শরণার্থীরা। পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, চাদ, মালি, মৌরিতানিয়া ও নাইজারে ডব্লিউএফপির রেশনও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বুরকিনা ফাসোতে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লাখে পৌঁছেছে। ডব্লিউএফপি আশঙ্কা করছে, দক্ষিণ সুদানে শরণার্থীসহ দেশটির ৮৩ লাখ মানুষ তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন হবে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ইউরোপের দেশগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইউরোপজুড়ে গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। ইউএনএইচসিআরের তথ্যমতে, ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৮০ লাখেরও বেশি শরণার্থী ইউক্রেন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৫৯.১ মিলিয়ন মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ১ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ২৮১ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত এবং কয়েক মিলিয়ন মানুষ রাষ্ট্রহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

বিশ্বের সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁয়ে ২ দশমিক ২৪ ট্রিলিয়নে পৌঁছেছে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অস্ত্রের চাহিদা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামরিক ব্যয়। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এসআইপিআরআই) ২৪ এপ্রিল বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ইউরোপের দেশগুলোর সামরিক খাতে ব্যয় বেড়েছে ১৩ শতাংশ, যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ সম্পর্কিত হলেও ইউরোপের অন্য দেশগুলো রাশিয়ার হুমকির প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সামরিক ব্যয় বাড়িয়েছে। এ কারণে ফিনল্যান্ড ৩৬ শতাংশ, লিথুয়ানিয়া ২৭, সুইডেন ১২ এবং পোল্যান্ডে ১১ শতাংশ সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। ফিনল্যান্ড এপ্রিলে ন্যাটোর ৩১তম সদস্য হয়েছে, পাশাপাশি সুইডেনও এখন ন্যাটো জোটে যুক্ত হতে চাচ্ছে। নেদারল্যান্ডস, স্পেন, ইতালির মতো ইউরোপীয় দেশগুলোও গত দশকে সামরিক খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা বর্তমানে একটি অনিরাপদ বিশ্বে বসবাস করছি।

> ইউক্রেনকে দেওয়া অব্যাহত আর্থিক সামরিক সহায়তার কারণে এ ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনের জন্য মার্কিন আর্থিক সামরিক সহায়তার পরিমাণ ছিল ১৯.৯ বিলিয়ন ডলার। চীন সামরিক খাতে ব্যয়ের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে; ২০২২ সালে এ খাতে চীনের বরাদ্দ ছিল আনুমানিক ২৯২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের তুলনায় ৪.২ শতাংশ বেশি

বিশ্বে সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় ০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৭৭ বিলিয়ন ডলারে, যা বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ। ইউক্রেনকে দেওয়া অব্যাহত আর্থিক সামরিক সহায়তার কারণে এ ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনের জন্য মার্কিন আর্থিক সামরিক সহায়তার পরিমাণ ছিল ১৯.৯ বিলিয়ন ডলার। চীন সামরিক খাতে ব্যয়ের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে; ২০২২ সালে এ খাতে চীনের বরাদ্দ ছিল আনুমানিক ২৯২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের তুলনায় ৪.২ শতাংশ বেশি। চীনের সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশগুলোয়। জাপান ২০২২ সালে সামরিক খাতে ৪৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫.৯ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে তাইওয়ান তাদের ব্যয় বাড়িয়েছে ১৩.৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া বাড়িয়েছে ৪.৬ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ার সামরিক ব্যয় ৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ১৮০ কোটি ডলার। অস্ট্রেলিয়া সরকার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কেনার পেছনে ১ হাজার ৯০০ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার খরচ করার ঘোষণা দিয়েছে।

রাশিয়ার সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে আনুমানিক ৯ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৮৬ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার, যা বৈশ্বিক মোট সামরিক ব্যয়ের ৩.৯ শতাংশ। সামরিক ব্যয়ে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে আছে ভারত। ২০২২ সালে ভারত সামরিক খাতে ৭ হাজার ৬৬০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে, যা সামরিক খাতে বিশ্বের মোট খরচের ৩.৬ শতাংশ। সৌদি আরব পঞ্চম বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী দেশ; ২০২২ সালে তাদের ব্যয় ১৬ শতাংশ বেড়ে আনুমানিক ৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২২ সালে ন্যাটো সদস্য দেশগুলোর সামরিক ব্যয় ছিল মোট ১২৩২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের তুলনায় ০.৯ শতাংশ বেশি। বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয়ের তালিকায় ৩.১ শতাংশ নিয়ে যুক্তরাজ্যের অবস্থান ষষ্ঠ, যার পরিমাণ ৬৮.৫ বিলিয়ন ডলার। এর পরেই মোট ব্যয়ের ২.৫ শতাংশ জার্মানির আর ২.৪ শতাংশ ফ্রান্সের। ইউক্রেনে সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে ছয়গুণের বেশি বেড়ে ৪৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, জাতীয় প্রবৃদ্ধির শতকরা হিসাবে সামরিক খাতে খরচ ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশ। এটি একটি দেশের সামরিক ব্যয়ের সর্বোচ্চ এক বছরের বৃদ্ধির রেকর্ড। ২০২২ সালে এশিয়া ও ওশেনিয়ার দেশগুলোর সম্মিলিত সামরিক ব্যয় ছিল ৫৭৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২.৭ শতাংশ বেশি এবং এ ব্যয় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে। ২০২১ সালের সেনা অভ্যুত্থানের পর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এরপরও দেশটির সামরিক সামর্থ্য কমেনি বা তাদের সমরাস্ত্র কেনা থেমে নেই। প্রতিবছর দেশটি তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট ও সামরিক সামর্থ্য বাড়িয়ে যাচ্ছে। ২০২২ সালে মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল সাড়ে ২২৮ কোটি মার্কিন ডলার। প্রতিবেশী দুই দেশ চীন ও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় মিয়ানমার এ দুটি দেশ থেকে বেশির ভাগ অস্ত্র ক্রয় করে থাকে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পর চীন, রাশিয়া ও সার্বিয়া দেশটিকে যুদ্ধবিমান, সাঁজোয়া যান, রকেট ও কামান সরবরাহ করেছে।

বিশ্বব্যাপী মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সশস্ত্র সংঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। এর ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকটের কারণে দাতারা অনুদান কমিয়ে দেওয়ায় ডব্লিউএফপি রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রায় ১৭ শতাংশ কমিয়েছে। রোহিঙ্গাদের খাবারের জন্য মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ছিল ১২ ডলার, ১ মার্চ থেকে তা কমিয়ে ১০ ডলার করা হয়েছে। নতুন তহবিল জোগাড় না হলে আগামী দিনগুলোয় এ সাহায্যের পরিমাণ আরও কমতে পারে। তহবিল সংকটের কারণে সুযোগ-সুবিধা আরও কমে যেতে পারে, এ আশঙ্কায় রোহিঙ্গাদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। বাংলাদেশ প্রায় ছয় বছর ধরে ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গার ভার বহন করে চলেছে।

আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবছর ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভবিষ্যতে এ ব্যয় আরও বাড়তে পারে। বাংলাদেশের একার পক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য এ ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভাসানচরে রোহিঙ্গা স্থানান্তরের ব্যয় বহনের জন্য বন্ধুরাষ্ট্র ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে সহায়তা চাওয়া হয়েছে, যার প্রাপ্তি এখনো অনিশ্চিত। সারা বিশ্বে সামরিক ব্যয় বেড়েই চলছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষের দুর্দশা ও নিপীড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা। বিশ্বব্যাপী এ সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক সহায়তাও বাড়ানোর উদ্যোগ চলমান রাখতে হবে। একটি শান্তিময় বিশ্বের প্রত্যাশায় সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি যেন চলমান মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কার্যক্রমের ওপর প্রভাব না ফেলে সেটা নিশ্চিত করতে বিশ্ব মানবতাবোধকে জাগ্রত রাখতে হবে।

ব্রি. জে. (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন : মিয়ানমার ও রোহিঙ্গাবিষয়ক গবেষক

১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলায় শাকিব খানকে সমন জারি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মানহানি মামলায় চিত্রনায়ক শাকিব খানকে জবাব দাখিলের জন্য সমন জারি করেছেন আদালত। শতকোটি টাকার মানহানির অভিযোগে 'অপারেশন অগ্নিপথ' নামের একটি ছবির প্রযোজক অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী রহমত উল্লাহ বাদী হয়ে চিত্রনায়ক শাকিব খানের বিরুদ্ধে এ মামলা করেন। ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ মাসুদুল হক আগামী ১৫ মে জবাব দাখিলের জন্য সমন জারি করেন।

মঙ্গলবার ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতের সেরেস্তাদার শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বাদীপক্ষ কোর্ট ফি দাখিল করায় সোমবার বিচারক জবাব দাখিলের জন্য সমন জারি করেন।

এর আগে রোববার (৩০ এপ্রিল) ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ মাসুদুল হকের আদালতে এ মামলা করা হয়। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে কোর্ট ফি দাখিলের জন্য আগামী ১৫ মে দিন ধার্য করেন।

গত ১৩ এপ্রিল ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রশিদুল আলমের আদালতে রহমত উল্লাহ বাদী হয়ে শাকিব খানের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

এর আগে গণমাধ্যমের কাছে রহমত উল্লাহকে বাটপার-প্রতারক ও আপত্তিকর মন্তব্য করায় শাকিব খানকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান রহমত উল্লাহর আইনজীবী।

গত ১৮ মার্চ রাতে প্রযোজক রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করতে গুলশান থানায় যান শাকিব খান। তবে সেখানে মামলা নেওয়া হয়নি। পরদিন ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করেন শাকিব খান।

পরে গত ২৩ মার্চ চাঁদা দাবির অভিযোগে প্রযোজক রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাতুল রাকিবের আদালতে মামলা করেন। বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে ২৬ এপ্রিল আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন আদালত। এরপর রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ঢাকা ট্রাইব্যুনালে আরেকটি মামলা করেন তিনি। আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

১১শ' কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছেন ড. ইউনুসঃ এনবিআর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পাঁচ বছরে এক হাজার ১০০ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। হাইকোর্টে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) করা এক মামলা থেকে রোববার এ তথ্য জানা গেছে।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মোহাম্মদ মাহবুব উল ইসলাম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে সোমবার এ বিষয়ে আদেশের দিন ধার্য রয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালতের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এদিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড. ইউনুসের বিচার চলবে কিনা সে বিষয়েও সোমবার আদেশের দিন ধার্য রয়েছে আপিল বিভাগে।

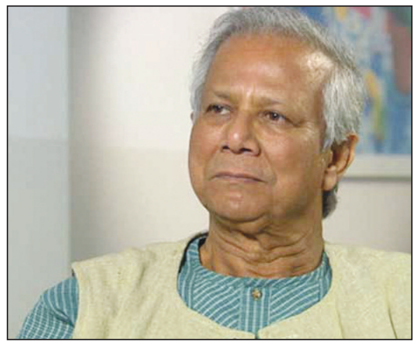

রাষ্ট্রপক্ষ বলছে- ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সরকারের পাওনা অর্থগুলোর মধ্যে একটি হলো গ্রামীণ কল্যাণ ৫৭৬ কোটি ৯৪ লাখ ৫৭ হাজার ৮২৩ কোটি টাকা। গ্রামীণ কল্যাণের আরেকটিতে ৩৫৪ কোটি ৭৯ লাখ ৮৯ হাজার ৫৪৭ টাকা এবং গ্রামীণ টেলিকমের একটিতে সরকারের পাওনা ২১৫ কোটি টাকা।

এর আগে ড. ইউনুসের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে ১১শ' কোটি টাকার আয়কর রিটার্নের মামলা চালুর জন্য হাইকোর্টে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। নোবেল বিজয়ী এ অর্থনীতিবিদের ব্যক্তিগত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ৯টি প্রতিষ্ঠানের কর সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে এনবিআরের কাছে চিঠি দিয়েছিল দুদক।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এনবিআরের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট সার্কেল এবং জরিপ দপ্তরকে মৌখিক নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছিল।

দেশের সব রেল স্টেশনে স্থাপিত হবে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের সব রেল স্টেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনের সুপারিশ করেছে রেলপথ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। রেলওয়ে জানিয়েছে, পূর্বাঞ্চলের ২৯ এবং পশ্চিমাঞ্চলের ২৮টি মোট ৫৭টি স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হবে। এসব প্রতিকৃতিতে মার্বেল পাথরে বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা থাকবে।

সূত্রে জানা গেছে, কমিটি জাতির পিতার ভাস্কর্য স্থাপনে আগেও সুপারিশ করেছে। সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে রেল জানিয়েছে, জাতির জনকের প্রতিকৃতি এবং জীবনী স্থাপনে ইতোমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সই হয়েছে।

স্থায়ী কমিটি চট্টগ্রামের সিআরবির সাত রাস্তায় বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য স্থাপনেরও সুপারিশ করেছে। রেল জানিয়েছে, কোন নকশার ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে, তা চূড়ান্ত করা হয়েছে। জাতির জনকের ভাস্কর্য স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল। আর জাতির জনকের ভাস্কর্য স্থাপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলোচ্য সূচি অনুযায়ী, কর্ণফুলী নদীতে কালুরঘাট সেতুসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। রেলের বেদখল হওয়া জমি উদ্ধার, ঠিকাদার নিয়োগে স্বচ্ছতা, যাত্রীবাহী ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিসের মান উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হবে।

এর আগে ২৫তম সভায় কমিটি লোকাল ট্রেনের চলাচল বৃদ্ধির সুপারিশ করে। রেলওয়ে জানিয়েছে, করোনার সময় বন্ধ হওয়া ৫৬টি লোকাল ট্রেন জনবল, ইঞ্জিন ও বগির অভাবে চালু করা যাচ্ছে না।

দুই মামলায় মামুনুল হকের জামিন বহাল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নাশকতার দুই মামলায় হেফাজতে ইসলামের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হককে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।

হাইকোর্টের জামিনাদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম রোববার 'নো অর্ডার' আদেশ দেন। ফলে দুই মামলায় মামুনুল হকের জামিন বহাল হয়।

আদালতে মামুনুল হকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী হেলাল উদ্দিন মোল্লা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মেহেদী হাসান চৌধুরী।

গত ৩ মে ২০১৩ সালে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সমাবেশকে কেন্দ্র করে হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডবের ঘটনায় করা দুই মামলায় ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে চালানো নাশকতার ঘটনায় ঢাকার পল্টন ও চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় দায়ের করা পাঁচ মামলায় মামুনুল হককে জামিন দেন হাইকোর্ট। এর মধ্যে পল্টন ও হাটহাজারীর দুই মামলায় হাইকোর্টের জামিনাদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেছিলেন রাষ্ট্রপক্ষ। মামুনুল হকের বিরুদ্ধে প্রায় ৪১টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে নিম্ন আদালতে ১৩টি এবং হাইকোর্টে ৫ মামলায় জামিন পান।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নেতা মাওলানা মামুনুল হক ২০১৩ সালের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ ও সহিংসতার পর বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় আসেন। এর মধ্যে হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদকের

দায়িত্ব পান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরেরও বিরোধিতা করেন। এ নিয়ে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বায়তুল মোকাররমে সংঘর্ষের জেরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সহিংসতায় অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু হয়।

২০২১ সালের ৩ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার একটি রিসোর্টে এক নারীসহ ঘেরাও হন মামুনুল হক। ওই বছরের ১৮ এপ্রিল মোহাম্মদপুরের একটি মাদ্রাসা থেকে মামুনুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর ওই বছরের ৩০ এপ্রিল সোনারগাঁ থানায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে মামুনুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করেন সোনারগাঁয়ের ওই রিসোর্টে মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা নারী।

'পাকিস্তান' শব্দ যুক্ত আইনের তালিকা চেয়েছে হাইকোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পাকিস্তান, ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান ও ইস্ট পাকিস্তান শব্দ যুক্ত আছে এমন আইনের তালিকা চেয়েছেন হাইকোর্ট। আর তালিকা করতে ৩০ দিনের মধ্যে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কমিটিকে বলা হয়েছে ৬০ দিনের মধ্যে তালিকা জমা দিতে।

আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক সচিবকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবীর করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৮ মে) বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের ও বিচারপতি মুহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

এ ছাড়া আইন অনুসারে দেশের প্রচলিত আইন থেকে পাকিস্তান, ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান এবং ইস্ট পাকিস্তান শব্দ বাদ দিতে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ও আইনজীবী কামরুল ইসলাম। এর আগে রিটটি দায়ের করেন আইনজীবী মো. রবিউল আলম।

আইনজীবী কামরুল ইসলাম বলেন, 'স্বাধীনের পর পাকিস্তান আমলের প্রচলিত আইনগুলো অ্যাডাপ্ট করা

হয়। তবে ১৯৭৩ সালে করা রিভিশন ও ডিক্লারেশন অ্যাক্টএ পাকিস্তান, ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান এবং ইস্ট পাকিস্তান শব্দগুলো বাদ দিতে বলা হয়। তবে অনেক আইনে এখনো শব্দগুলো রয়ে গেছে।'

এর মধ্যে দ্য ক্যাটল (প্রিভেনশন অব ট্রেসপাস) অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯, দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স ১৯৬১, দ্য এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স ১৯৬১, দ্য এগ্রিকালচারাল পেস্টস অর্ডিন্যান্স ১৯৬২, দ্য ইনডিসেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্টস প্রহিবিশন অ্যাক্ট ১৯৬৩, দ্য সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট ১৯৬৩, দ্য পাইলটেজ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯ এবং দ্য গভর্নমেন্ট লোকাল অথরিটি ল্যান্ডস অ্যান্ড বিল্ডিংস (রিকভারি অব পজেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৭০ উল্লেখযোগ্য বলে জানান কামরুল ইসলাম।

পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ইমরান খান

পোস্ট ডেস্ক : আরেকটি আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রধান ইমরান খান এবং ইসলামাবাদ পুলিশ। কারণ মঙ্গলবার সাবেক পাক প্রধানমন্ত্রী ইসলামাবাদ হাইকোর্টে (আইএইচসি) অভিযোগ করেছেন যে, তার বিরুদ্ধে চলমান তদন্তে তাকে পক্ষভুক্ত করার ব্যাপারে সহায়তা করছে না পুলিশ।

এক্সপ্রেস ট্রিবিউন জানিয়েছে, ইমরান খানের আইনজীবী সালমান সফদারের মাধ্যমে দায়ের করা এক পিটিশনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়, ইমরান খান তার বিরুদ্ধে তদন্তে তাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) ইসলামাবাদ, অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং একজন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া পাননি।

ইমরানের মতে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য তার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করা হয়েছে। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহর 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার' মন্তব্যকে প্রমাণ (রেফারেন্স) হিসেবে তুলে ধরেন।

পিটিশনে ইমরান খান আরও বলেছেন, তিনি তদন্তে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 'নিরাপত্তা সংস্থাগুলো সরকারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে'। বার বার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও পিটিআই প্রধানকে তদন্তের অংশ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

আবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, হাইকোর্ট তদন্তে ইমরান খানের জড়িত থাকার বিষয়ে 'উপযুক্ত আদেশ' জারি করেছে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইইউর ১১তম নিষেধাজ্ঞার প্রস্তুতি

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১১তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ আরোপের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। সব ঠিক থাকলে কয়েক দিনের মধ্যেই ইইউ এই প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান মুখপাত্র এরিক মামের জানিয়েছেন, শুক্রবারই কমিশন এ বিষয়ে সহমত হয়েছে। তারপর আলোচনা শুরু হয়।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে। এরপর গত প্রায় দেড় বছরে ইইউ রাশিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেখানে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি যেমন আছেন, তেমনই আছে একাধিক সংস্থা। রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক কার্যত বন্ধ করেছে ইইউ। সবচেয়ে বড় কথা, রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে ইইউ।

ইইউ মনে করেছিল, এই নিষেধাজ্ঞাগুলোর ফলে ক্রমশ রাশিয়ার অর্থনীতি চাপের মুখে পড়বে। ফলে যুদ্ধ বন্ধ করতে তারা বাধ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তেমনটা হয়নি। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে রাশিয়ার অর্থনীতির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করলেও ইউরোপের জিনিস অন্য দেশ মারফত রাশিয়ায় পৌঁছাচ্ছে। ঠিক একইরকমভাবে রাশিয়ার জিনিস অন্য দেশ মারফত ইউরোপে যাচ্ছে।

১১তম নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজে এই বিষয়টি ধরা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ যে দেশগুলোর মাধ্যমে ইউরোপের জিনিস রাশিয়ায় পৌঁছাচ্ছে, সেই দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হতে পারে। তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে সরাসরি এখনো কিছু জানানো হয়নি। সূত্র মারফত এই তথ্য জার্মানির সংবাদ সংস্থা ডিপিএ জানতে পেরেছে। সূত্র জানাচ্ছে, আলোচনায় চীন, তুরস্ক, আরব আমিরাত ছাড়াও মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু দেশের নাম উঠে এসেছে। ইইউর বক্তব্য, শুধু বেসামরিক জিনিস নয়, তৃতীয় দেশের সাহায্যে রাশিয়া ইউরোপের সামরিক জিনিসও ব্যবহার করছে। উদাহরণ, নাইট ভিশন গগলস। বেসামরিক কারণে ওই গগলস তৃতীয় দেশের হাত ধরে রাশিয়ায় পৌঁছাচ্ছে এবং রাশিয়ার সেনা তা ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ।

ইইউ সূত্র জানাচ্ছে, বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় সংস্থাকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের হাত ধরে ইউরোপের জিনিস তৃতীয় দেশের হাত ধরে রাশিয়ায় পৌঁছাচ্ছে। তবে ওই সংস্থাগুলোর নামের তালিকা জানানো হয়নি।

সুদানে সঙ্কট মীমাংসায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সউদী

পোস্ট ডেস্ক : সুদানের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সউদী এবং মার্কিন কূটনীতিকদের কথা বলতে হচ্ছে বিবদমান দুই নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে আসা জেনারেলদের সাথে। দুই পক্ষই তিন জনের একেকটি প্রতিনিধিদল জেদ্দায় পাঠিয়েছে।

বৈঠকের মূল এজেন্ডা হলো মানবিক সঙ্কট নিরসনে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি যেখানে যুদ্ধবিরতি কাজ করছে কিনা তার নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে এবং ত্রাণ-সাহায্যের নিরাপদ করিডোরের নিশ্চয়তা থাকবে। কোনো পক্ষই এখন সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে মীমাংসায় বসতে প্রস্তুত নয়। যেসব নাগরিক সংগঠন এবং গোষ্ঠীর আন্দোলনে চার বছর আগে ওমর আল-বশিরের দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের পতন হয়েছিল, তারা এখন শুধুই নীরব দর্শক। কিন্তু সুদানের দুই জেনারেলকে এখন এমনকি একটি সোজাসাপ্টা যুদ্ধবিরতিতে রাজী করানোটাও সহজ হবেনা। সেনাপ্রধান জে. আব্দেল ফাতাহ আল বুরহান দাবি করবেন তিনিই দেশের বৈধ প্রতিনিধি, আর তার প্রতিপক্ষ জে. মোহামেদ হামদান দাগালো, যিনি হেমেটি নামে বেশি পরিচিত, একজন বিদ্রোহী। কিন্তু হেমেটি-যিনি কার্যত জে. বুরহানের ডেপুটি ছিলেন-সমান মর্যাদা দাবি করবেন। তিনি চাইবেন একটি স্থিতাবস্থা-যাতে তার আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) রাজধানী খার্তুমের সিংহভাগ এলাকার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।

ফলে, এই দুই জেনারেলকে একটি আপোষে রাজী করানো খুবই কঠিন একটি কাজ হতে পারে। মধ্যস্থতাকারীদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দুই পক্ষের আস্থা অর্জন, তাদের ভরসা দেয়া যে আপোষ করলে তাদের কেউই বিপদগ্রস্ত বা দুর্বল হয়ে পড়বেনা। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা যেটা হতে পারে তা হলো দুই পক্ষই দাবি করবে ভবিষ্যতে সুদানের রাজনৈতিক মীমাংসায় যেন তারাই প্রাধান্য পায় এবং সেই মীমাংসা আলোচনার এজেন্ডা যেন তাদের সুবিধা-মত হয়।

বুরহান বা হেমেটি এবং সুদানের আরব প্রতিবেশীরা একটি বিষয়ে একমত যে তাদের কেউই এখন সুদানে গণতান্ত্রিক কোনো সরকার চায়না-যে সম্ভাবনা নিয়ে লড়াইয়ের আগে কথা হচ্ছিল। ২০১৯ সালে বশিরের পতনের পর থেকে এই দুই জেনারেলই সুদানের ক্ষমতায় এবং এই ক্ষমতা ছাড়তে তারা নারাজ। ফলে, বেসামরিক যে জনগণ একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য ২০১৯ সালে বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল-তারা কিছুই পাইনি।

দুই জেনারেলের মধ্যে আরেকটি বিষয়ে ঐক্যমত্য রয়েছে যুদ্ধাপরাধের প্রসঙ্গটি যেন চিরতরে মুছে ফেলা হয়। সুতরাং, জেনারেলদের নিয়ে এই বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে একটি শান্তি চুক্তি হয়তো হবে কিন্তু তার ফলে সুদানের গণতান্ত্রিক একটি সরকার প্রতিষ্টার সম্ভাবনা কয়েক বছর পিছিয়ে যাবে। আর যদি যুদ্ধবিরতির কোনো চুক্তি করা না যায়, তাহলে রাষ্ট্র হিসাবে সুদান ভেঙে পড়বে। আবদাল্লাহ হামদক ২০২১ সালে সেনা অভ্যুত্থানের আগে যিনি সুদানের অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা ভাগাভাগির সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বলেছেন তার দেশের নতুন এই যুদ্ধ সিরিয়া বা ইয়েমেনের চেয়েও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

সুদানের এই যুদ্ধ কীভাবে গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে তা নিয়ে অনেকেই ভয়ংকর সব সম্ভাবনার কথা বলতে শুরু করেছেন। লড়াইয়ের শুরুর দিকে ক্রুদ্ধ সামরিক কম্যান্ডাররা সেনাবাহিনীর জেনারেলরা এবং বিদ্রোহীরা - একপক্ষ অন্যপক্ষকে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছে। আরএসএফের প্রতিষ্টার সাথে দারফুরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাদের অনেক যোদ্ধার বিরুদ্ধে এমন সব নৃশংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে যেগুলোকে আন্তর্জাতিক আদালত বা আইসিসি গণহত্যা বলে অভিহিত করেছে।

তেমন নৃশংসতা আমরা সুদানে আগেও দেখেছি যখন ১৯৮৩ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় বা তারও ২০ বছর আগে দারফুরে বা ২০১১ সালে যখন দক্ষিণ সুদান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দক্ষিণ সুদানে ২০১৩ সালের গৃহযুদ্ধে এমনটা দেখা গেছে। গত ১৫ এপ্রিল যখন সেনাবাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যে লড়াই বাঁধে, একপক্ষ আরেক পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে। রাজধানীতে একপক্ষ অন্যের কৌশলগত অবস্থানে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ শুরু করে। শহর এবং শহরের বাসিন্দাদের ওপর তার পরিণতি নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র ভাবেনি।

আগেও সুদানের যুদ্ধগুলোতে দেখা গেছে দ্রুত না থামতে পারলে তা বিস্তৃত হয়। দুপক্ষ তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি বাড়াতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। স্থানীয় সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। বিদেশীদের কাছ থেকে সাহায্য-সমর্থনের চেষ্টা শুরু করে।

সুদানে এখন তেমন একটি পরিস্থিতি চোখে পড়ছে। যে কোনও লড়াইতেও দুই পক্ষই দীর্ঘ সময়ের জন্য সমানভাবে শক্তি ধরে রাখতে পারেনা। তাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম, টাকা-পয়সায় টান পড়ে। পুষিয়ে নিতে তারা তখন অন্যের সাথে বোঝাপড়া করে।

সুদানেও এখন দেখা যাবে বাইরের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী একেকটি পক্ষ নিয়ে লড়াইতে সামিল হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আত্মরক্ষায় অস্ত্র তুলে নেবে। বিদেশী বিভিন্ন শক্তি এই সংঘর্ষে জড়িত হবে। এখনই সেসব লক্ষণ চোখে পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে হেমেটির জন্মস্থান দারফুরে পরিস্থিতি আবারো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র জাতিগোষ্ঠীর বিবেচনায় বেসামরিক লোকজনকে হামলার টার্গেট করা হচ্ছে। এ ধরণের নৃশংসতা খুবই বিপজ্জনক কারণ এতে দ্রুত প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী পর্যায়ে যা দেখা যেতে পারে তা হলো সংঘাত পুরো সুদানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার ফলে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন বিরোধ জন্ম নিচ্ছে। আরো দেখা যাবে অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত বিভিন্ন স্থাপনা যেমন সড়ক, বিমানবন্দর, সোনার খনি এবং ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র দখলে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠেছে। দারফুরে ২০০৩-২০০৪ সালে এমন নৃশংস লড়াই এবং গণহত্যা হয়েছে। পুরো অঞ্চলে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। সেসময় আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের যৌথ এক মিশনের প্রধান মন্তব্য করেছিলেন "সবাই সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে"। এই ধরনের অরাজক রাজনৈতিক আবহ হেমেটির খুবই পছন্দ। টাকা-পয়সা এবং সহিংসতা ছড়িয়ে শক্ত ভিত্তি তৈরিতে সে পারঙ্গম। একসময়কার দারফুরের মত পুরো সুদানের জন্য এখন এমনই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যপট তৈরির আশংকা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং সউদী মধ্যস্থতাকারীরা বেশ উঁচু পর্যায়ের এবং তারা কোনো একটি পক্ষকে বিশেষভাবে সমর্থন করছেন না, যেমনটা করছে বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ আরব দেশ। মিশর সমর্থন করছে জে বুরহানকে, অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে হেমেটির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিচ্ছে। তাতে দুই জেনারেল যে দমবে সে সম্ভাবনা কম। ১৯৮৯ থেকে দীর্ঘদিন ধরে সুদানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদেশে সেনাবাহিনীর ব্যবসা বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দুই জেনারেলকে কাবু করতে এখন প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ঐকমত্য। চীন এবং রাশিয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ সব দেশকে এই যুদ্ধের বিপক্ষে ভূমিকা নিতে হবে।

জাতিসংঘের আফ্রিকান সদস্যদের এখতিয়ার রয়েছে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। লড়াই শুরুর পরদিনই আফ্রিকান ইউনিয়ন জোট তাদের নিরাপত্তা কমিটির একটি বৈঠক ডেকেছিল, কিন্তু সউদী-মার্কিন উদ্যোগের সাথে তারা নেই। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এই সংঘাত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুরোপুরি অস্ত্র-বিরতি এখন খুবই কঠিন। বিভিন্ন আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠী যদি তৎপর হয়ে ওঠে তাহলে সেকাজ আরো জটিল হয়ে পড়বে।

সুদানে এবার যেটা নজিরবিহীন তা হলো লড়াইয়ের মূল মঞ্চ - খার্তুম। এর আগে বিভিন্ন সংঘাতে মানবিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে প্রধানত রাজধানীর বাইরে, বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়। নগরের মানুষদের কাছে বিভিন্ন সেবা অপরিহার্য - বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন। ফলে, টাকা-পয়সার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখা বন্ধ। ফলে লেনদেনের জন্য অনেক মানুষের এখন একমাত্র ভরসা মোবাইল ব্যাংকিং। বহু মানুষ কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে।

জাতিসংঘ এবং বিদেশি ত্রাণ কর্মীরা পালিয়ে যাওয়ায় শূন্যস্থান পূরণে বাসিন্দারা স্থানীয়ভাবে কমিটি তৈরি করে জরুরী ত্রাণ বা শহর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করছে। অনেক সুদানি মনে করছে প্রয়োজনের সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের ত্যাগ করেছে। তাদের ভরসা এখন স্থানীয় এসব নাগরিক কমিটি। ফলে, আশংকা দেখা দিয়েছে যুদ্ধবাজ গোষ্ঠী নেতারা খাবার এবং ত্রাণ কাজে লাগিয়ে ফায়দা লুঠতে পারে। সুদানের এই লড়াইয়ের সহজ কোনো সমাধান নেই। বরঞ্চ পরিস্থিতি ভালো হওয়ার চেয়ে আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। ফলে সউদী আরবে এই যুদ্ধবিরতির মীমাংসা বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয়, কারা এই মীমাংসা বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করছে, কোন শর্তে করছে, তাদের এজেন্ডা কি তার ওপরে নির্ভর করছে আগামী বছরগুলোতে সুদানের পরিণতি কী দাঁড়াবে।

সূত্র: বিবিসি।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্ত্রীকে খুন!

পোস্ট ডেস্ক : ধর্ম পালনে বাধা হয়ে উঠেছিলেন স্ত্রী। হঠাৎ স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্ত্রীকে খুনের পরিকল্পনা করে ফেলন হরিপদ। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। শনিবার রাত আড়াইটে নাগাদ স্ত্রীকে খুন করেন হরিপদ। এরপর চার পাতার একটি চিঠি লিখে নিজেও ট্রেনের নিচে ঝাপ দিতে গিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের আনন্দপুরের কালিকাপুরে।

হরিপদের তিন ছেলে-মেয়ে। হরিপদ ধর্ম নিয়েই বেশি পড়ে থাকতেন, উপার্যনে খুব একটা মন ছিল না। স্ত্রী ললিতাকেই বেমি কাজ করে উপার্যন করে সংসার চালাতে হতো। তাই স্ত্রী হরিপদকে ধর্ম পালনে বাধা দিতেন। স্বপ্নে দেবদেবীর আদেশও নাকি পেতেন হরিপদ সর্দার। হঠাৎ স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্ত্রীকে খুন করেন হরিপদ।

ফোনের সূত্র ধরে খুনের অভিযোগে হরিপদকে গ্রেপ্তার করে আনন্দপুর থানার পুলিশ। দুই মেয়ে মেয়ে তাকতেন মামার বাড়িতে। ছেলেও থাকত বাইরে। তাই আনন্দপুরে স্ত্রীকে নিয়ে একাই থাকতেন হরিপদ। ধর্ম নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না স্ত্রী। পুলিশ জানায়, স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে খুন করে হরিপদ। এরপর চিঠি লেখেন এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, পরের জন্মে আর মানুষ হতে পারবেন না তিনি। কারণ ধর্মাচরণ ঠিক ভাবে হচ্ছে না। এমনই তিনি স্বপ্নে জেনেছেন। তিনি মনে করেন, স্ত্রীর জন্যেই তার ধর্ম পালনে বাধা পড়ছে।

তিনি ঠিঠিতে আরো লিখেছেন, 'স্ত্রীকে খুন করলাম, উদ্ধার করে সম্মানের সঙ্গে দেহ পোড়াবেন। আমার মানবজন্ম হবে না বলে জানিয়েছেন গোপাল। আমি রেললাইনে গলা দিয়ে মরব। আমার এ সব আর সাজে না।'

রবিবার সকাল থেকে ললিতাকে ফোনে না পেয়ে সন্দেহ হয় অত্মীয়দের। হরিপদও ফোন ধরছিলেন না। শেষে আনন্দপুরে এসে ললিতার খুনের বিষয়টি তারা জানতে পারেন। এরপর পুলিশকে জানালালে তারা এসে পুলিশকে গ্রেপ্তার করে। নিজের দোষ স্বীকার করেন হরিপদ। তিনি জানান শনিবার গভীর রাতে স্ত্রীকে খুন করেন। ধর্মের কথা বললেও নেপথ্যে অন্য কারণ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

চালর্সের রাজকীয় অভিষেক

তিনি বাবার প্রতি আজ্ঞাবহ থাকার অঙ্গীকার করে বলেন, আমি উইলিয়াম, প্রিন্স অব ওয়েলস আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করছি। ঈশ্বর আমায় সহায়তা করুন। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং মুকুট স্পর্শ করে রাজার গালে চুমো দেন। আবেগাপ্লুত রাজা চার্লস এ সময় সামনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, 'আমিন'। উইলিয়াম তোমাকে ধন্যবাদ। এর মিনিট খানেক পরই রানি ক্যামিলাকে মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় অভিষেকের সংগীত বেজে ওঠে এবং রানি আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসেন। এবারের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান যতটা সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবে আয়োজন করা হয়েছে। আগের যে কোনো অভিষেক অনুষ্ঠানের তুলনায় এবার সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় বিশ্বাসের উপস্থিতি রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ইসলাম, ইহুদি, বৌদ্ধ এবং শিখ ধর্মের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাইবেল থেকে পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, যার ধর্ম হিন্দু। অনুষ্ঠানে ওয়েলস, স্কটিশ ও আইরিশ ভাষায় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

হাজার বছর ধরে চলা এই অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রথমবার কোনো নারী বিশপ অংশ নেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় ব্রিটিশ সময় আনুমানিক দুপুর ১টায়। এরপর রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলা গোল্ড স্টেট কোচ নামের চার টনি স্বর্ণখচিত ঘোড়ার গাড়িতে বাকিংহাম প্যালেসে ফেরত যান। প্রায় ১ মাইল পথ (১.৬ কিমি.) এই শোভাযাত্রায় তাদের সঙ্গে ছিল আনুষ্ঠানিক পোশাক পরা ৩৯টি দেশের চার হাজার সামরিক সদস্য এবং ১৯টি ব্যান্ড দল। এ সময় রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ তাদের রাজা-রানিকে শুভেচ্ছা জানান।

হাজার হাজার উৎসুক জনতা এবং সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানাতে বিকালে বাকিংহাম প্রাসাদের বারান্দায় রাজপরিবারের সদস্যদের নিয়ে সাক্ষাৎ দিয়েছেন রাজা চার্লস এবং রানি ক্যামিলা। রাজা-রানিকে দেখেই জনসাধারণ 'গড সেভ দ্য কিং' স্লোগান দিতে শুরু করেন। রাজা এবং রানি জনসাধারণের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। রাজা চার্লস এবং রানি ক্যামিলার সঙ্গে এ সময় প্রিন্স উইলিয়াম, প্রিন্সেস অব ওয়েলস, তাদের সন্তান, এডিনবার্গের ডিউক এবং ডাচেস এবং প্রিন্সেস অ্যান যোগ দিয়েছিলেন।

তবে এখানে রাজা চার্লসের ছোট ছেলে প্রিন্স হ্যারিকে দেখা যায়নি। তিনি বাকিংহাম প্রাসাদে না এসে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্রিটেনে ২৪ ঘণ্টা অবস্থানের পর তিনি সরাসরি হিথ্রো বিমানবন্দরে চলে যান। শনিবারই তিনি ছেলে আর্চির চতুর্থ জন্মদিনে যোগ দিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গেছেন।

লন্ডনে শনিবার সকালে বৃষ্টি হয়েছে। তবে তাতে রাজার অভিষেক অনুষ্ঠান ঘিরে মানুষের উৎসাহে কোনো ঘাটতি পড়েনি। সকালে রাজা চার্লস এবং কুইন কনসোর্ট ক্যামিলাকে নিয়ে শোভাযাত্রা যখন বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে যাচ্ছিল, তখন হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের এক নজর দেখার জন্য।

রাজা চার্লসের রাজ্যাভিষেকে যোগ দিতে দেশ-বিদেশের নেতা ও তারকারাও ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে জড়ো হন। বিশ্বের প্রায় ১০০ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিশ্বের গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে চার্লস যুক্তরাজ্য এবং আরও ১৫টি দেশের রাজা হন। শনিবার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

ব্রিটেনের 'বিগ লাঞ্চ' পার্টিতে মাতোয়ারা কোটি মানুষ : ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভোজ উৎসব 'বিগ লাঞ্চ' পার্টিতে মেতে উঠেছিলেন দেশের দশ মিলিয়ন দেশপ্রেমিক জনতা। রোববার ব্রিটেনের বিভিন্ন রাজপথে আয়োজিত এ ভোজসভাকে ইতিহাসের বৃহত্তম 'কমিউনিটি গেট-টুগেদার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটেনের লাখ লাখ জনতার এভাবে রাজ্যাভিষেক উদ্যাপন করায় তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজা তৃতীয় চার্লস এবং রানি ক্যামিলা।

বিগ লাঞ্চের অংশ হিসাবে ব্রিটেনের বিভিন্ন রাস্তায় আনুমানিক ৫০ হাজার লাঞ্চ স্ট্রিট পার্টির আয়োজন করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। টেবিলে ইউনিয়ন জ্যাক সংবলিত নকশার আচ্ছাদন এবং লাখ লাখ কাগজের প্লেটের সমারোহ চোখে পড়েছে সর্বত্র।

এ আয়োজনে আপ্লুত রাজা এবং রানি রাজ পরিবারের ইনস্টাগ্রামের পাতায় দেশবাসীকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। বার্তায় তারা বলেছেন, এটা আপনাদের প্রথম বিগ লাঞ্চই হোক বা বার্ষিক অনুষ্ঠানের অংশই হোক, আপনাদের প্রত্যেককে এতে অংশ নেওয়ার জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা সবাই সত্যিকারে অর্থে আনন্দের সঙ্গে এ আনন্দ উপভোগ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশজুড়ে পশ্চিমাঞ্চলের কানাডা থেকে শুরু করে পূর্বে হংকং পর্যন্ত রাজার রাজ্যাভিষেক উদ্যাপনে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ এবং ফ্রান্সের প্রবাসীরাও বিশেষ ভোজে অংশ নেন। ব্রিটেনের বার্ষিক 'বিগ লাঞ্চ' সাধারণত জুনের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে রাজা চার্লসের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে এ বছর এ আয়োজন এগিয়ে আনা হয়েছে। এর আয়োজক শিক্ষামূলক দাতব্য সংস্থা ইডেন প্রজেক্টে মোট ৬৭ হাজারটি বিগ লাঞ্চ ইভেন্ট নিবন্ধন করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজপরিবারের সদস্যসহ ব্রিটেনের প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে যোগ দেন।

এডিনবার্গের ডিউক এবং ডাচেস সুরির ক্র্যানলেতে, আর রাজকুমারী বিট্রিস ও ইউজেনি উইন্ডসরে রাজপরিবারের ভক্তদের সঙ্গে বিগ লাঞ্চের পার্টিতে অংশ নেন। প্রিন্সেস অ্যান এবং তার স্বামী ভাইস অ্যাডমিরাল টিম লরেন্সও মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাক ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি পরিবার এবং তরুণদের সঙ্গে রাজ্যাভিষেকের ভোজে যোগ দেন। সোমবার রাতে উইন্ডসর ক্যাসেলে অভিষেক কনসার্টের সূচনা হিসাবে ব্রিটেনের দশটির মধ্যে ছয়টি রাস্তাতেই পার্টির আয়োজন করা হয়। রোববার রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিকতার সময় ব্রিটেনের বেশিরভাগ জনতা ঘরে বসে সেটি টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করেছেন। সোমবার তারা সেই আনন্দে শামিল হতে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে আসেন।

অভিষেক উৎসবে রাজা এবং রানির জন্য যে খাবারের মেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে সেই মেন্যুই সারা ব্রিটেনের উৎসবে খাবার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। ডিম-ভিত্তিক পালংশাক-লেসযুক্ত মেন্যুর রেসিপি তৈরি করেছেন রয়্যাল শেফ মার্ক ফ্লানাগান। তবে ভোজের আয়োজকরা এশিয়ার রেসিপি অনুযায়ী ভেড়ার মাংস এবং নিরামিষও রাজ্যাভিষেকের বিকল্প মেনু হিসাবে রেখেছেন।

১৯৫৩ সালে প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সময় বিশেষ 'করোনেশন চিকেন' বিদেশি অতিথিদের মাঝে পরিবেশন করা হয়েছিল। এতে ছিল কারি ক্রিম সস দেওয়া ঠান্ডা মুরগির মাংস। এর সঙ্গে ছিল চাল, মটরশুটি এবং মিশ্র সবজির স্যালাড।

বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে খাবারের মেনু হিসাবে একে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ হচ্ছে-এটি ভাগ করে অনেকের মাঝে পরিবেশন করা যায়, গরম বা ঠান্ডা অবস্থায় পরিবেশন করা যায়, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তালিকার সঙ্গে মানানসই এবং স্বাদ অনুসারে সহজেই মানিয়ে নেওয়া যায়।

তবে আরও জানা গেছে, মেনুতে রাজার প্রিয় কিছু খাবার যেমন পনির এবং ডিম রয়েছে। এছাড়া নানা স্বাদের এবং বর্ণের কেকের মাধ্যমে এবারের বিগ লাঞ্চ উপভোগ করেন। ব্রিটেনে সরকারিভাবে রাজ্যাভিষেক উদ্যাপনের অংশ হিসাবে এবার এ বিগ লাঞ্চের মধ্যাহ্নভোজ এবং রাস্তায় পার্টির আয়োজন করা হয়। এমন হাজার হাজার অনুষ্ঠান সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত। এতে যে কেউকে আসতে পারেন। দেশের সবাইকে এতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে বিগ লাঞ্চ উপলক্ষ্যে রাস্তায় এক মিলিয়নেরও বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে রানি ক্যামিলা দাতব্য সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

গত বছর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্লাটিনামজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ হাজারটিরও বেশি বিগ লাঞ্চ পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অংশ নিয়েছিল এবং তাতে মোট দাতব্য সংস্থার জন্য ২২ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করা হয়েছিল।

রাজ্যাভিষেকের বিগ লাঞ্চের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর লিন্ডসে ক্রুমিট বলেছেন, যুক্তরাজ্য জুড়ে বিভিন্ন গ্রাম, নগর এবং শহরে হাজার হাজার বিগ লাঞ্চের আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের মাঝে ভ্রাতৃত্বের চেতনা এখনো বেশ ভালোভাবে বহাল রয়েছে। ব্রিটিশ রাজমকুটে ৪৪৪ রত্নসহ যা আছে : সেইন্ট অ্যাডওয়ার্ডের ঐতিহাসিক রাজমুকুট ৬ মে (শনিবার) দুপুরে রাজা তৃতীয় চার্লসের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হবে। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পরপরই রাজা হন ছেলে চার্লস। আগামী শনিবার অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতীকীভাবে তার রাজত্বকাল শুরু হবে। বিবিসির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ব্রিটিশ রাজমুকুটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৫৩ সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তার অভিষেকের সময় সেইন্ট অ্যাডওয়ার্ডের এই রাজমুকুট সর্বশেষ পরেছিলেন। তারপর ৭০ বছর এই মুকুট টাওয়ার অব লন্ডন থেকে খুব একটা বাইরে যায়নি। ৩৬০ বছরের পুরনো এই রাজমুকুট লম্বায় এক ফুট, এবং এর ওজন প্রায় ৫ পাউন্ড বা সোয়া দুই কেজি।

২২ ক্যারেট স্বর্ণের তৈরি এই মুকুটে ৪৪৪টি রত্ন রয়েছে, যার মধ্যে আছে বহুমূল্য স্যাফায়ার, রুবি, অ্যামেথিস্ট এবং টোপাজ। এদের বেশিরভাগই হালকা নীল বা নীলচে সবুজ রংয়ের। এনামেল ও স্বর্ণের খোপে বসানো হয়েছে এসব রত্ন। এক সময় মুকুটের এসব রত্ন খুলে আলাদা করা যেত এবং অভিষেকের সময় সেগুলো নতুন করে বসানো হতো। তবে ২০ শতকেই এসব রত্ন মুকুটে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়।

মুকুটটি ১৬৬১ সালে দ্বিতীয় চার্লসের জন্য তৈরি হয়েছিল। এর নাম রাখা হয় অ্যাংলো-স্যাক্স রাজা ও সেইন্ট অ্যাডওয়ার্ড দ্য কনফেসারের নামে।

অ্যাডওয়ার্ডের এই মুকুটকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয় এবং কয়েকশ বছর ধরে অভিষেকে ব্যবহার করা হচ্ছে এ মুকুট।

যৌন হয়রানির মামলায় দোষি সাব্যস্ত

ডলার জরিমানা করেছে ম্যানহাটন ফেডারেল আদালত। খবর বিবিসির।

মঙ্গলবার একদল বিচারক প্রমাণ পেয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৯৯৬ সালের বসন্তে একটি বিলাসবহুল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ড্রেসিং রুমে জিন ক্যারলকে যৌন নিপীড়ন করেছিলেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে মানহানি করেছেন।

ফেডারেল আদালতের ৯ সদস্যের বিচারকদের বোর্ড এই মামলায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রায় ৫০ লাখ ডলার জরিমানা করেছেন। বিচারকরা জরিমানার এই টাকা ক্যারলকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে বলেছেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে আলোচনা করে এই রায় দেন তারা।

ট্রাম্প এতদিন এই ঘটনা অস্বীকার করে আসছিলেন। বিচারকদের দলে ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী ছিলেন। তারা সবাই এই রায়ে একমত হয়েছেন।

সিভিল ট্রায়ালের সময় ৭৯ বছর বয়সী ক্যারল সাক্ষী দেন, ৭৬ বছর বয়সী ট্রাম্প ১৯৯৫ বা ১৯৯৬ সালে ম্যানহাটনের বার্গডর্ফ গুডম্যান ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ড্রেসিং রুমে তাকে ধর্ষণ করেছিলেন। তারপর ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ২০২২ সালের অক্টোবরে একটি পোস্টে লিখেন এটি একটি 'প্রতারণা' ও 'মিথ্যা'।

ডোনাল্ড ট্রাম্প এই রায়কে 'সম্পূর্ণ অসম্মান' বলে অভিহিত করেছেন এবং ট্রুথ সোশ্যালের একটি পোস্টে বলেছেন এটি 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকরী শিকারের ধারাবাহিকতা'।

সিলেট সিটি নির্বাচনে

(সিটি নির্বাচন) কর্মকর্তা সৈয়দ কামাল হোসেন জানান- বুধবার (১০ মে) বিকাল ৪টা পর্যন্ত মেয়র ও কাউন্সিলর পদে মোট ৩৭১ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। এর মধ্যে মেয়র পদে ৫ ও কাউন্সিলর পদে ৩৬৬ জন। তবে মঙ্গল ও বুধবার মেয়র পদে নতুন করে মনোনয়ন ফরম কেউ সংগ্রহ করেননি।

মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে দুজন দলীয়ভাবে ও তিনজন স্বতন্ত্র হিসেবে কিনেছেন মনোনয়ন। মেয়র পদে মনোনয়ন কেনা পাঁচজন হলেন- মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী (নৌকা), হাফিজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (হাত পাখা), মোহাম্মদ আবদুল হানিফ ওরফে কুটু (স্বতন্ত্র), মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান (স্বতন্ত্র) ও সামছুন নুর তালুকদার।

কাউন্সিলর পদে ৩৬৬ জনের মধ্যে ১৪টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে (মহিলা কাউন্সিলর) ৭৮ জন এবং ৪২টি সাধারণ ওয়ার্ডে (পুরুষ কাউন্সিলর) ২৮৮ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছেন।

সৈয়দ কামাল হোসেন আরও জানান- এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত (মহিলা কাউন্সিলর)-এর মধ্যে ১নং ওয়ার্ডে ২ জন, ২নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৩নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ৪নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ৫নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৬নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ জন, ৮নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ১০নং ওয়ার্ডে ৮ জন, ১১নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ১২নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ১৩নং ওয়ার্ডে ১২ জন ও ১৪নং ওয়ার্ডে ৫ জন কিনেছেন মনোনয়ন ফরম।

আর সাধারণ (পুরুষ কাউন্সিলর)-এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ২ নং ওয়ার্ডে ২ জন, ৩নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৪নং ওয়ার্ডে ২ জন, ৫নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ৬নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৭নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৮নং ওয়ার্ডে ১০ জন, ৯নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ১০নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ১১নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ১২নং ওয়ার্ডে ২ জন ও ১৩নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ১৪নং ওয়ার্ডে ২ জন, ১৫নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ১৬ নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ১৭নং ওয়ার্ডে ২ জন, ১৮নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ১৯ নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ২০ নং ওয়ার্ডে ২ জন, ২১নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ২২নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ২৩নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ২৪নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ২৫নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ২৬ নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ২৭নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ২৮নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ২৯নং ওয়ার্ডে ১৫ জন, ৩০নং ওয়ার্ডে ১৮ জন, ৩১নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ৩২নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ৩৩নং ওয়ার্ডে ১৫ জন, ৩৪নং ওয়ার্ডে ১৮ জন, ৩৫নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৩৬নং ওয়ার্ডে ৮ জন, ৩৭নং ওয়ার্ডে ১৪ জন, ৩৮নং ওয়ার্ডে ১০ জন, ৩৯নং ওয়ার্ডে ৮ জন, ৪০নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ৪১নং ওয়ার্ডে ৭ জন এবং ৪২নং ওয়ার্ডে ১২ জন।

উল্লেখ্য, আগামী ২১ জুন সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন ইভিএমে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ২৩ মে। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ২৫ মে। আর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ১ জুন।

সিলেট সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। ৭৯ দশমিক ৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই নগরে ওয়ার্ড আছে ৪২টি। মোট ভোটার ৪ লাখ ৮৬ হাজার ৬০৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৫৩ হাজার ৭৬৩ জন এবং নারী ২ লাখ ৩২ হাজার ৮৪২ জন। মোট কেন্দ্র ১৯০টি এবং ভোটকক্ষ ১ হাজার ৩৬৪টি। আগামী ২১ জুন পঞ্চমবারের মতো সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নিলামে উঠছে স্টিভ জবসের সই করা

কোম্পানির ৬৩ ব্যবসায়িক চেকটি জোবস দ্বারা স্বাক্ষরিত, চেকে লেখা "স্টিভেন জবস," ক্র্যাম্পটন, রেমকে অ্যান্ড মিলার, ইনকর্পোরেটেডকে ১৭৫ ডলার প্রদান করছেন, চেকে তারিখ দেয়া ৮ জুলাই, ১৯৭৬।

"অ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি" শিরোনামের চেকটিতে অ্যাপলের প্রথম অফিসিয়াল ঠিকানা হিসেবে লেখা হয়েছে -"৭৭০ ডবষপয জফ. ঝঃব. ১৫৪, চধষড় অষঃড়"। আসলে এটি ছিল জবস পরিবারের একটি গ্যারেজ যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে অ্যাপল। চেকটি নিয়ে ইতিমধ্যেই ১৮ টি বিড ডাকা হয়েছে। শীর্ষ বিডটি ৩৬ হাজার ডলারের ঘর ছাড়িয়ে গেছে।

চেকটি ১৭ এপ্রিল নিলামে তোলা হয়েছিল এবং ১১মে বিডিং বন্ধ হবে। আর আর নিলামের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ববি লিভিংস্টন বলেন, 'আধুনিক প্রযুক্তির ইতিহাসে এটি একটি ত্রুটিহীন চেক, যা অত্যন্ত বিরল"। এর আগে, ২০০৭ সালের একটি প্রথম প্রজন্মের আইফোন যা কখনও ব্যবহার করা হয়নি ফ্যাক্টরি-সিল বাক্সে ভরা ছিল সেটিকে ফেব্রুয়ারিতে নিলামে তোলা হয়। বিস্ময়করভাবে এটি বিক্রি হয়েছিলো ৬৩ হাজার ৩৫৬ ডলারে। সেই সময়ে ৫৯৯ ডলার মূল্যের প্রথম আইফোনটিতে ২-মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সহ একটি ৩.৫-ইঞ্চি স্ক্রীন, সেই সাথে ৪ জিবি এবং ৮ জিবি স্টোরেজ, ইন্টারনেট অ্যাক্সে এবং আই টিউন সম্পৃক্ত ছিল।

সিলেটে ইভিএম নিয়ে যত শঙ্কা

বিএনপি'র প্রার্থী অরিফুল হক চৌধুরী। এর আগের বার সিলেট নগরীর ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে ইভিএম-এ ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে-দু'টি কেন্দ্রের ফলাফল সবার আগে ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভোট শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। তবে- ইভিএম-এ ভোটগ্রহণের অভিজ্ঞতা তেমন ভালো নয় বলে দাবি করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। নগরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর রেজাউল হাসান লোদী কয়েস জানিয়েছেন- 'ইভিএম-এ ভোট দিতে অনেকক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে। ফিঙ্গার না মেলার কারণে অনেকেই আবার অপেক্ষা করতে করতে ভোট না দিয়ে চলে যান।' তিনি জানান- 'তার ওয়ার্ডে অনেক ভোটারই সচেতন। গতবার যেহেতু ইভিএম-এ ভোট দিয়েছেন, এবার সমস্যা হওয়ার কথা না। ভোটের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকলে ভোটাররা ভোট দেবেন।'

এবারের সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। সংগঠনের সিলেট মহানগরের সিনিয়র সহ-সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ বিগত ইউনিয়ন নির্বাচনে তার দলের একাধিক প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন- বিগত ইউনিয়ন নির্বাচনে সিলেট সদর উপজেলার খাদিমনগর ইউনিয়নে ইভিএম-এ ভোটের কারণে তার প্রার্থী পরাজয়বরণ করেন। ইভিএম ভোটে নানা ঘটনা ঘটে বলে জানান তিনি।' সিলেটের সম্ভাব্য মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন- বিগত জাতীয় নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে ইভিএম-এ ভোট দিয়েছিলেন সিলেট নগরের ভোটাররা। তবে- অর্ধেক ভোটারই কেন্দ্রে যাননি।

হবিগঞ্জে প্রাইভেটকার-অটোরিকশা

উত্তর ভবানীপুর গ্রামের সিএনজি চালক আব্দাল মিয়া (৪৫)।

জানা গেছে, ঢাকা থেকে সিলেটগামী একটি প্রাইভেটকার ফুলতলী বাজার এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নারী, শিশু বৃদ্ধসহ ৭ জন গুরুতর আহত হন। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আহতদের মধ্যে মানিক মিয়া ও আব্দাল মিয়া সিলেট এবং সোহেল মিয়াকে নবীগঞ্জে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি পরীমল চন্দ্র দেব দুর্ঘটনায় নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

১০টি এয়ারবাস কিনবে বাংলাদেশ

বিমান পাঠিয়েছিল ঢাকায়। ব্রিটেনের ডিপার্টমেন্ট ফর বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লেইনস্টোন সিবিই'র লর্ড ডমিনিক জনসন বলেছেন, এই চুক্তি এটাই প্রদর্শন করে- বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল খাতকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্রিটেন। এতে উভয় দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

বিমান বাংলাদেশ ফ্লিটের বর্তমান দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে এয়ারবাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বোয়িংকে কেন্দ্র করে।

বর্তমানে এর আছে ২১টি বিমান। এর মধ্যে ৬টি হলো ৭৩৭-৮০০এস, চারটি ৭৭৭-৩০০ইআরএস, চারটি ৭৮৭-৮এস, দুটি ৭৮৭-৯এস এবং ৫টি ডি হ্যাভিল্যান্ড কানাডা ডিএইচসি-৮-কিউ৪০০এস। সর্বশেষ ২০১৬ সালে নিজের এয়ারবাস বিমান বাংলাদেশ পরিচালনা করেছে। এরপর তার সর্বশেষ এ৩১০-৩০০এস বিমানকে অবসরে পাঠিয়েছে। ২০১৮ সালে ওয়ামোস এয়ার (ইবি)'র কাছ থেকে একজোড়া এ৩৩০-২০০ এস লিজ নেয় তারা। বিমান বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল আজিম বলেছেন- জাপান, যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু নতুন রুটে বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে নেয়া হয়েছে। এ অঞ্চলের জন্য এয়ারবাস ফ্লিট কেনা হলো আমাদের পরিকল্পনার অংশ।

লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধনায় শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা বিএনপি-জামায়াত চক্রকে ভোট চোর হিসেবে আখ্যায়িত করে দেশবাসীকে তাদের ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা দেশকে ধ্বংস করতে চায়।

তিনি বলেন, 'তারা (বিএনপি-জামায়াত) বাংলাদেশকে ধ্বংস করবে। তাই, সতর্ক থাকুন, যাতে বিএনপি-জামায়াত চক্র আবার ক্ষমতায় না আসে।'

বুদ্ধিমত্তায় আইনস্টাইনকে টপকাল

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও সহানুভূতি পায়নি আধারা, এমনটাই দাবি তার মা, নায়েলির। এই সবের জেরে তিনবার স্কুল বদল করতে হয় আধারাকে।

বিশেষ থেরাপিও শুরু করা হয়। ঠিক এই সময়ই অন্য দিকে মোড় দেয় বালিকার জীবন। তার থেরাপিস্ট লক্ষ করেন, আধারার মনে রাখার ক্ষমতা সমবয়সি শিশুদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। ওই থেরাপিস্টই নায়েলিকে বলেন, মেয়েতে সেন্টার ফর অ্যাটেনশন টু ট্যালেন্ট নামে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে ভরতি করতে। দেখা যায়, আধারার আইকিউ অনেক বেশি। আইনস্টাইন কিংবা স্টিফেন হকিং-এর থেকেও। আধারা জানিয়েছে, 'আমি মহাকাশে যেতে চাই। মঙ্গল গ্রহে যেতে চাই। অদূর ভবিষ্যতে নিজেকে নাসাতেই দেখি। তাই নিজেকে তৈরি করছি।' সূত্র: ডেইলি মেইল।

অন্য দেশ কী ভাবলো তাতে আমাদের

অংশগ্রহণমূলক হলেই কেবলমাত্র পর্যবেক্ষক পাঠাবে ইইউ। মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতি কেমন? বিশেষত তা অংশগ্রহণমূলক হওয়ার পরিবেশ আছে কিনা? তা মূল্যায়নে একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ দল পাঠাচ্ছে ইইউ। জুলাই মাসে তারা বাংলাদেশ সফর করবে। তারা ফিরে তাদের মতামতসহ ইইউ'র হাই রিপ্রেজেন্টিটিভ জোসেফ বোরেলের কাছে মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দেবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই বাংলাদেশে নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষক পাঠাবে কিনা? সে সিদ্ধান্ত নেবেন জোসেফ বোরেল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত ওই সংবাদ সম্মেলনে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি ছাড়াও ইতালি, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন ও স্পেনের রাষ্ট্রদূতরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নির্বাচনের আগে বা পরে রাজনীতিতে কোনো সহিংসতা বা অস্থিতিশীলতা দেখতে চায় না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে তাদের কোনো ধরনের মধ্যস্থতা করার চিন্তাও নেই বলে খোলাসা করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে চার্লস হোয়াইটলি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চ প্রতিনিধি (জোসেফ বোরেল) বলেছেন, আমরা নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন পাঠাতে প্রস্তুত। আপনারা আরও জানেন, আমরা নির্বাচন কমিশন থেকে আমাদের পর্যবেক্ষক মিশন মোতায়েনের বিষয়ে একটি চিঠি পেয়েছি। পর্যবেক্ষক পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধা যাতে না হয়, সেটার সিকিউরিটি হিসেবে এটা দরকার ছিল।

ইইউ দূত বলেন, জোসেফ বোরেল যখন বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষক পাঠানোর অগ্রাধিকার তালিকায় রাখেন তখন তিনি বলেছেন যে, পর্যবেক্ষক তখনই পাঠানো হবে যখন নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে।

তবে তিনি বলেন নি যে এক্স পার্টিকে অংশগ্রহণ করতে হবে বা ওয়াই পার্টিকে অংশগ্রহণ করতে। বিষেশজ্ঞ দল এখানে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিস্থিতিও দেখবে, সব দলের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে আমরা কোনটিকে অংশগ্রহণমূলক হিসেবে বিবেচনা করবো। আমরা এখনই বলতে পারছি না যে অমুক দল অংশগ্রহণ করলো বা করলো না এবং সেটির ওপর পর্যবেক্ষক পাঠানো নির্ভর করছে।

বিশেষজ্ঞ দল আসাটা ইইউ এঙ্গেজমেন্টের প্রথম ধাপ এবং এরা ইইউ এর কোনো কর্মকর্তা নয় জানিয়ে তিনি বলেন, দলটি সব রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও মিডিয়ার সঙ্গে বসবে। এটা শুধু নির্বাচনের বিষয় নয়, এখানে দেখা হবে একটি নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ও, যাতে নিরাপত্তার বিষয়ও রয়েছে।

বিএনপি'র সঙ্গে আলোচনায় কি কথা হয়েছে সেটি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা শুধু বিএনপি'র সঙ্গে বসিনি। আমরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসেছি। বিএনপি প্রকাশ্যে যে কথাগুলো বলে সেগুলো আমাদেরকেও বলেছে। আমরা সব দলের সঙ্গে বসবো।

লন্ডনে রাজতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ

এটা কী গণতন্ত্র?

গ্রেফতারের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ মানবাধিকার সংগঠনগুলো। ট্রাফালগার স্কয়ার থেকে প্রজাতন্ত্র আন্দোলনের নেতা স্মিথকে গ্রেফতার করা হয়। সেখানে মিছিল করার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিলেন রিপাবলিকের সমর্থকেরা।

গ্রেফতারের এই ঘটনায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলো উদ্বেগ জানিয়েছে। তারা বলছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্তর্জাতিক আইনে 'স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত'।

বিষয়টি নিয়ে মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন মুখপাত্র জানান, উৎপাত সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করার সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিক্ষোভে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলো জব্দ করা হয়েছে। এর বেশি কিছু তিনি জানাননি।

ভিডিও ফুটেজগুলোতে দেখা যায়, 'নট মাই কিং' লেখা হলুদ টিশার্ট পরে সমর্থকেরা বিক্ষোভে নামেন। সেইসঙ্গে ওই লেখাযুক্ত হলুদ প্ল্যাকার্ডও পুলিশ কর্মকর্তারা জব্দ করে নিয়ে যান।

৩০ বছর বয়সী হ্যারি স্ট্র্যাটন নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, এমন একজনের প্যারেডের জন্য জনগণের অর্থ ব্যয় করা হচ্ছেযখন ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে গৃহহীন লোকেরা বসে আছে।

হবিগঞ্জে প্রাইভেটকার-অটোরিকশা

উত্তর ভবানীপুর গ্রামের সিএনজি চালক আব্দাল মিয়া (৪৫)।

জানা গেছে, ঢাকা থেকে সিলেটগামী একটি প্রাইভেটকার ফুলতলী বাজার এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নারী, শিশু বৃদ্ধসহ ৭ জন গুরুতর আহত হন। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আহতদের মধ্যে মানিক মিয়া ও আব্দাল মিয়া সিলেট এবং সোহেল মিয়াকে নবীগঞ্জে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি পরীমল চন্দ্র দেব দুর্ঘটনায় নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

১০টি এয়ারবাস কিনবে বাংলাদেশ

বিমান পাঠিয়েছিল ঢাকায়। ব্রিটেনের ডিপার্টমেন্ট ফর বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লেইনস্টোন সিবিই'র লর্ড ডমিনিক জনসন বলেছেন, এই চুক্তি এটাই প্রদর্শন করে- বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল খাতকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্রিটেন। এতে উভয় দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

বিমান বাংলাদেশ ফ্লিটের বর্তমান দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে এয়ারবাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বোয়িংকে কেন্দ্র করে।

বর্তমানে এর আছে ২১টি বিমান। এর মধ্যে ৬টি হলো ৭৩৭-৮০০এস, চারটি ৭৭৭-৩০০ইআরএস, চারটি ৭৮৭-৮এস, দুটি ৭৮৭-৯এস এবং ৫টি ডি হ্যাভিল্যান্ড কানাডা ডিএইচসি-৮-কিউ৪০০এস। সর্বশেষ ২০১৬ সালে নিজের এয়ারবাস বিমান বাংলাদেশ পরিচালনা করেছে। এরপর তার সর্বশেষ এ৩১০-৩০০এস বিমানকে অবসরে পাঠিয়েছে। ২০১৮ সালে ওয়ামোস এয়ার (ইবি)'র কাছ থেকে একজোড়া এ৩৩০-২০০ এস লিজ নেয় তারা। বিমান বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল আজিম বলেছেন- জাপান, যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু নতুন রুটে বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে নেয়া হয়েছে। এ অঞ্চলের জন্য এয়ারবাস ফ্লিট কেনা হলো আমাদের পরিকল্পনার অংশ।

যুক্তরাজ্যে সাকিবের ক্যান্সার

একটা ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। এই ফাউন্ডেশনের অগ্রগতিতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এখানে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু করব। আমরা সবাই আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত আছি।'

এক ভিডিও বার্তায় সাকিব আল হাসানের স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশির বলেন, 'আপনারা জানেন যে আমি আমার বাবা-মাকে ক্যান্সারের কারণে হারিয়েছি। এক বছরের ব্যবধানে দু'জনকেই হারানো আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। এটা খুবই কঠিন যাত্রা, যারা এর মধ্য দিয়ে গেছে তারা বুঝবে। তাই আমি চাই না, কেউ আর এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ুক। ক্যান্সার যদি শুরুতে ধরা পড়ে তাহলে জীবন বাঁচানো সম্ভব। এই সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।'

অনুষ্ঠানটির সমন্বয়ক বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক কাফী খান সাংবাদিকদের বলেন, 'গত ২৪ মার্চ সাকিব আল হাসানের জন্মদিনে ক্যান্সার ফাউন্ডেশন উদ্বোধনের পর এটিই আমাদের প্রথম আয়োজন। প্রবাসীদের মধ্যে সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের বার্তা পৌঁছে দিতে চাই আমরা। লন্ডনে চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমরা ফাউন্ডেশনের জন্য তহবিল সংগ্রহের কাজ শুরু করব।'

ইমরান খান গ্রেপ্তার

ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ (পিটিআই) তাৎক্ষণিকভাবে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। বিভিন্ন শহরে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। দলের বিভিন্ন নেতা দাবি করেছেন, ইমরানকে গ্রেপ্তার করে প্রহার করা হয়েছে।

এদিকে ইমরান খানকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বুধবার দেশটির বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছেন তার সমর্থকরা। এর প্রেক্ষাপটে পাঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে পেশোয়ারে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন।

এআরওয়াই নিউজ বুধবার জানিয়েছে, ইসলামাবাদের জবাবদিহি আদালত আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় পিটিআই প্রধান ইমরান খানকে আট দিনের শারীরিক রিমান্ডে পাঠিয়েছে। সূত্রের মতে, বিচারক মুহাম্মদ বশির শুনানিতে সভাপতিত্ব করেন যেখানে জাতীয় জবাবদিহি ব্যুরো (এনএবি) দুর্নীতির মামলায় পিটিআই প্রধান ইমরান খানের ১৪ দিনের শারীরিক রিমান্ডের আবেদন করেছিল।

জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইমরান খান গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে খাইবার পাখতুনখোয়া সেনাবাহিনী আহ্বান করেছে।

এর আগে পাঞ্জাব সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১০ কোম্পানি সেনা মোতায়েনের অনুমতি চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করলে তা অনুমোদন করা হয়।

সরকারের পক্ষা থেকে বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা ও শান্তি পুনরুদ্ধারে সেনাবাহিনী জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি কাজ করবে।

পিটিআই নেতা ইমরান খান গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেশজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন দলটির নেতারা।

তাকে গ্রেফতারের পরপরই সারা দেশে পিটিআই সমর্থকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে একজন নিহত এবং কমপক্ষে ১২ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ক্ষুব্ধ নেতাকর্মী-সমর্থকরা রাওয়ালপিন্ডির সেনা দপ্তর এবং লাহোর সেনানিবাসের অফিসার্স কোয়ার্টারেও হামলা চালায়। এদিকে ইমরানের গ্রেফতার প্রক্রিয়াকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। বুধবার তাকে আদালতে উপস্থাপন করে রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেপ্তারের পর দেশটিতে ভ্রমণে নিজ নাগরিকদের সতর্ক করেছে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। দেশগুলো আশঙ্কা করছে, ইমরানের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে তা আরও ভয়ানক রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিজ নিজ নাগরিকরা যাতে পাকিস্তান ভ্রমণ না করেন সেই আহ্বান জানিয়েছে দেশ তিনটি।

মার্কিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসলামাবাদে বিক্ষোভকারী ও পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করছে দূতাবাস। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১০ তারিখের একটি শিডিউল বাতিল করা হয়েছে। পাকিস্তানে থাকা মার্কিন নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি জনসমাগম স্থান এড়িয়ে চলার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আল-কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাজিরা দিতে মঙ্গলবার লাহোর থেকে ইসলামাবাদের আদালতে এসেছিলেন ইমরান খান। এসময় আদালতের বাইরে থেকে আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা কাঁচের জানালা ভেঙে আইনজীবী এবং ইমরানের নিরাপত্তা কর্মীদের মারধর করার পরে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ এবং মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানে।

লুটন কাউন্সিল নির্বাচনে ৭ বাংলাদেশি

ওয়ার্ড থেকে শাহানারা নাসের ও সায়মা হোসাইন, হাই টাউন ওয়ার্ড থেকে উম্মে আলী, সেন্ট্রাল ওয়ার্ড থেকে ফাতেমা বেগম ও লুসি ওয়ার্ড থেকে ইয়ারুন বেগম নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা লেবার পার্টির প্রার্থী।

লুটন কাউন্সিলের সেইন্টস ওয়ার্ড থেকে প্রথম বারের মতো বাঙালি কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন শাহানারা নাসের (মমতা)। প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ছিল ১৫২৫। তিনি লেবার পার্টি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন।

তিনি লুটনের কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, সাবেক শিক্ষক শাহ আবু নাসের (সাজন) এর সহধর্মীনি।

এ ছাড়া কনজারভেটিভ পার্টির মনোনয়নে বার্মিংহাম ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আজিজ আম্বিয়া।

কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে শাহানারা নাসের বলেন, তাকে নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করে তিনি লুটনের সেইন্টস ওয়ার্ডে প্রতিটি মানুষের কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে একটি আধুনিক ওয়ার্ড গড়ার অঙ্গীকার করেন।

লুটনে প্রায় ৫০ হাজার বাংলাদেশির বসবাস। এই প্রথম এখান থেকে ৭ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী কাউন্সিলর হলেন। এ ঘটনায় স্থানীয় কমিউনিটিতে আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। আগে এ বারায় দুজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলর ছিলেন। গতবারের মতো এবারও লুটন বারা লেবার পার্টির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দেশের অর্থনীতি

দীর্ঘদিন স্থগিত রাখা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। পাশাপাশি ডলারের তুলনায় টাকার মান কমিয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হলেও ডলার সঙ্কট না কমে উল্টো বাড়ছে। আবার আমদানি ব্যয় মেটাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে চলতি অর্থবছরে রেকর্ড ১২ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়েছে। ডলার সঙ্কটে অতিপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি পর্যন্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। তেল-গ্যাস-কয়লা আমদানি ব্যাহত হওয়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর মধ্যে রফতানি আয় সাড়ে ১৬ শতাংশ ও রেমিট্যান্স প্রায় ১৭ শতাংশ কমায় এ চাপ আরো বাড়ছে। এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) গত মার্চে সর্বনিম্ন ২২ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার নিট রিজার্ভ রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল, যা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। বর্তমানে রিজার্ভ আছে ২৯ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার। এটি গত ৭ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সরকারের অর্থনীতিবিষয়ক থিঙ্কট্যাঙ্ক, অর্থনীতিবিদ, এমনকি আড্ডা এবং ফেসবুকে সকলের আলোচনার কেন্দ্রে এখন দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি এবং এ সংক্রান্ত সঙ্কট। আর এ মুহূর্তে দেশের রিজার্ভ আসলে কত, তা নিয়েও সরকারের সঙ্গে আইএমএফের মতপার্থক্য আছে।

অর্থিক খাতের বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে রিজার্ভের পরিমাণ আরো কম। তাই আগামীতে আমদানি কমানো এবং রফতানি বৃদ্ধি করা না গেলে চলতি বছরের শেষ নাগাদ বড় ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়তে হবে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক বলেছেন, আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ এখন রিজার্ভ ধরে রাখা। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গণনার আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করে নিট রিজার্ভ প্রকাশ করা হবে।

অর্থনীতিবিদ এবং বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ যা বলা হচ্ছে, সেটা নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনীতির জন্য বিপদ সঙ্কেত। তিনি মনে করেন, রিজার্ভ কমে যাওয়ায় প্রয়োজন বা চাহিদা অনুযায়ী পণ্য আমদানি প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ছে। সামনে যা আরো বাড়বে। একইসঙ্গে এটি টাকার বিনিময় মূল্যকেও দুর্বল করে দিচ্ছে। এর ফলে, অনেক ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি হবে। তিনি এখনকার পরিস্থিতিতে রফতানি বাড়ানো এবং প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর উৎসাহ বাড়ানোয় গুরুত্বারোপ করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, ২৯ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ দিয়ে পাঁচ মাসের কিছু বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। তবে, আইএমএফ'র হিসাবে ব্যবহারযোগ্য যে রিজার্ভ রয়েছে তা দিয়ে ৩ মাসের আমদানি ব্যয়ও মেটানো সম্ভব নয়। কারণ, আইএমএফ'র হিসাবে বর্তমানে রিজার্ভে যে অর্থ দেখানো হচ্ছে, সেখান থেকে রফতানি উন্নয়ন তহবিলে (ইডিএফ) সরবরাহ করা ৭ বিলিয়নসহ অন্যান্য মিলিয়ে ৮ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার বাদ যাবে। এটা বাদ গেলে রিজার্ভ থাকবে ২১ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। অথচ আগামী জুনে রিজার্ভ ২৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার শর্ত রয়েছে সংস্থাটির। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বরে নিট রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার এবং ডিসেম্বরে ২৬ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছে আইএমএফ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আগামী দিনে আইএমএফ'র লক্ষ্য অনুযায়ী রিজার্ভ ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ সাধারণত অন্যান্য সময়ের ঈদের সময়ে অনেক বেশি রেমিট্যান্স আসে এবার সেখানেও ঘাটতি দেখা গেছে। হজের মৌসুম শুরু হয়েছে। এখন আরো প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে হজযাত্রীদের। তাই রিজার্ভের ওপর সামনে চাপ আরো বাড়বে। কারণ রিজার্ভ বাড়ার কোনো পথ সামনে নেই। এতে দেশে বিদেশি মুদ্রার সঙ্কট আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন জানান, জুনের মধ্যে নিট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে শর্ত পূরণ নাও হতে পারে। তবে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংস্থাটির স্টপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে একটি ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে। নরমালি ওয়েভার চাইতে গেলে ঋণের সুদ হারের ক্যাপ তুলে দেয়া, মুদ্রা বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার অঙ্গীকার চাইতে পারে সংস্থাটি।

অবশ্য আইএমএফ রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা প্রদানেই থেমে থাকেনি; বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের সর্বশেষ অবস্থা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকগুলোতে পড়ে থাকা বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া পণ্যের বিপরীতে ৩০০ কোটি ডলার কেন দেশে আসছে না, তা জানতে চেয়েছে আইএমএফ। বাংলাদেশ সফররত আইএমএফ'র প্রতিনিধিদল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টি উত্থাপন করে। সংস্থাটি মূলত রফতানির আড়ালে অর্থ পাচার নিয়ে কথা বলেছে। অবশ্য রফতানি তথ্যের সংজ্ঞার গরমিলের কারণে রফতানি আয় দেশে না আসার পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে, কোনো পণ্য রফতানি হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে দেশে আসার নিয়ম রয়েছে।

ঐক্য ও সংহতির ধর্ম ইসলাম

মুহাম্মদুল্লাহ আহনাফ

শান্তির ধর্ম ইসলাম। জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে ইসলামের ভূমিকা অনন্য। মানুষের জন্য নির্ভুল দর্শন ও জীবনাদর্শ। আল্লাহ পৃথিবীর বুকে এ জীবনাদর্শ প্রেরণ করেছেন এটিকে প্রবর্তিত ও বিজয়ী করতে এবং বিজয়ী রাখতে। আর এ কাজ করার জন্য মহান আল্লাহ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর সংগঠিত ও একতা অনিবার্য করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্য একতার বিকল্প নেই। কোনো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে সহজেই কেউ নিশ্চিহ্ন ও পরাজিত করতে পারে না। একতা, সংঘবদ্ধতা, ত্যাগ ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমেই হতে পারে কোনো জাতি বিজয়ী, অর্জন করতে পারে সম্মান, সাফল্য ও উন্নতি। যে কোনো শত্রুই এমন জাতিকে সমীহ করে চলতে বাধ্য। এমন জাতিকে পর্যুদস্ত করা চাট্টিখানি কথা নয়। এমনকি তাদের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করারও কেউ নেই।

সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ থাকার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে মানবজাতিকে। মুসলমানদের মাঝে যেন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা না দেয়, সে ব্যাপারেও অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। মুসলমানরা কীভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন, আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ করও এবং বিভক্ত হয়ে যেয়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর।

যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুণ্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদের তা থেকে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশনাবলি ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)।

আয়াতে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলার পর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ করো। এ আদেশ দিয়ে এ কথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, মুক্তিও রয়েছে এ দুই মূল নীতির মধ্যে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে ও থাকতে পারে এ মূল নীতিরই ভিত্তিতে। অতঃপর 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'-এর মাধ্যমে দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, উল্লিখিত দুটি মূল নীতি থেকে যদি তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়, তাহলে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ কুরআনুল কারিমের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন, তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন সে দ্বীন বা ধর্মকে; যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহ (আ.)কে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা (আ.)কে এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদের যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন। (সূরা শুরা : ১৩)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়ার পর সর্বশেষ যে কথা বলেছেন, তা হচ্ছে তোমরা দ্বীন বা ধর্মের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করো না। কিংবা তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। পূর্ববর্তী উম্মতদের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এ ধরনের কাজ থেকে সাবধান করে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূল (সা.) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বায়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ।

এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে ওই পথগুলোতে চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরলরেখার দিকে ইশারা করে বললেন, 'আর এটা আমার সরলপথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর।' [মুসনাদে আহমাদ : ১/ ৪৩৫]। এ দৃষ্টান্তে সরলপথ বলে নবি-রাসূলদের অভিন্ন দ্বীনের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদিসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাত অর্থাৎ সামষ্টিকভাবে সব উম্মত থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে নিজেই নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের বন্ধন সরিয়ে দিল।' [আবু দাউদ : ৪৭৬০]।

রাসূল (সা.) আরও বলেন, 'শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে। অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক-ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির ওপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা-পৃথক না থাকা। [মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৩২]।

মনে রাখতে হবে, মুসলমানরা সবাই এক উম্মত; তাদের থেকে কেউ আলাদা কোনো দল করে পৃথক হলে সে উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটাল। এটাই শরিয়তে নিন্দনীয়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি হাদিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হজরত হারিস আল আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, স্বয়ং রব আমাকে ওইগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বিষয়গুলো হচ্ছে-সংঘবদ্ধ, আমিরের নির্দেশ শ্রবণ, নির্দেশ পালন, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ। যে ব্যক্তি একতা ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেছে সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলেছে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সালাত কায়েম এবং সাওম পালন করা সত্ত্বেও এর উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, নামাজ কায়েম, রোজা পালন এবং মুসলমান বলে দাবি করা সত্ত্বেও। সুনানে তিরমিজি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ, মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি মুমিনদের দেখবে একটি দেহের মতো। যদি দেহের কোনো একটি অংশ আহত হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংশও তা অনুভব করে। (বুখারি ও মুসলিম)।

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদিসগুলো থেকে কিছু বিষয় পরিষ্কার হলো যে- মুসলিমদের অবশ্যই সংঘবদ্ধ থাকতে হবে। কখনো ঐক্য থেকে বের হয়ে মুক্ত জীবন কাটানো যাবে না। ঐক্য বা সংঘবদ্ধ থেকে বের হওয়া মানেই ইসলামের মূলনীতি থেকে বের হয়ে যাওয়া। মুসলমানদের ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা আল্লাহর বিশেষ এক নিয়ামত। আমির বা নেতার আনুগত্য করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ ছাড়া সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। দলাদলি, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা মুসলমানদের জন্য অকল্যাণকর। ঐক্যের ভিত্তি হবে কুরআন ও হাদিস।

শেষ কথা হলো, একতাবিহীন কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। ঐক্য অবশ্যই জরুরি। বিচ্ছিন্নতা যেমন একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তেমন ঐক্যও পৌঁছে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। অতএব, আমাদের জন্য উত্তম হলো, সংঘবদ্ধভাবে জীবন গঠন করা।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে রানির সম্মান

বিলাল হোসেন মাহিনী

অশেইসলাম নারীকে দিয়েছে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে ষ অসম্মান ও মর্যাদা। এ নারীই আমাদের মমতাময়ী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহের বোন বা আদরের সোনামণি মেয়ে। অন্যদিকে এ স্বর্গতুল্য মাকে কোনো কোনো সময় ও অবস্থায় চরম অপমানকর চরিত্রে উপস্থাপন করা হয় এ সমাজে। অথচ ইসলাম নারীকে দিয়েছে মায়ের সম্মান, স্ত্রীর অধিকার ও কন্যার স্নেহ।

একজন নারী 'মা' হিসাবে শুধু বাবার চেয়ে অধিকারে বড়ই নন, মর্যাদা ও সম্মানেও শ্রেষ্ঠ। বিশ্বনবি (সা.) কে একবার একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবিত বাবা-মার মধ্যে সেবা পাওয়ার অধিক হকদার কে? মহানবি (সা.) ৩ বার বলেন, তোমার 'মা'। এরপর চতুর্থবারে বলেন তোমার পিতা। তাছাড়া আমাদের দেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে একজন নারী তার পিতা-মাতা, স্বামী, সন্তানসহ আরও অনেকের কাছ থেকে সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকেন।

ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রথম নারী হলেন হজরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী হাওয়া (আ.)। মহান আল্লাহতায়ালা পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতেই পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতেই একই দিনে একই সঙ্গে দুনিয়াতে নর ও নারীর আবির্ভাব ঘটান।

এ ধরণির সব কিছুই তাই নর-নারী উভয়ের কষ্টার্জিত ফসল বৈকি! জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার 'নারী' কবিতায় লিখেছিলেন, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' কবিতাটি তিনি শেষ করেছিলেন এভাবে, 'সেদিন সুদূর নয়, যেদিন ধরণী পুরুষের সঙ্গে গাহিবে নারীরও জয়!' কিন্তু সে 'সুদূর নয়' যে আসলে কত দূর, তা আজও আমাদের অজানা। আজও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, স্বীকৃতিবিহীন নারীর শ্রম, পারিবারিক সহিংসতা, অর্থ-সম্পত্তির ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণহীনতার বিষয়গুলো নারীর ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত ব্যাহত করে চলেছে।

ইসলামি শরিয়তের আদেশ, নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত যাবতীয় নির্দেশাবলি দাওয়াত কর্মবিষয়ক হোক কিংবা শিক্ষামূলক, আন্দোলনধর্মী হোক কিংবা উপদেশমূলক বরং সর্ববিষয়ক নির্দেশাবলির দ্বারাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে নারী-পুরুষ উভয়কে সমানভাবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ৯৭নং আয়াতে বলা হচ্ছে, 'মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম সম্পাদন করবে, নিশ্চয় আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দান করব।'

নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা তাদের (নারীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও।' মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, 'যার রয়েছে কন্যাসন্তান, সে যদি তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়; আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।' হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, 'ইলম শিক্ষা করা (জ্ঞানার্জন করা) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরজ (কর্তব্য)।' (ইবনে মাযাহ শরিফ)। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক।' হাদিস শরিফে আরও আছে, 'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ' করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৭নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'তারা তোমাদের আবরণ স্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' (তিরমিজি)। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার।'

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যারা বিধবা নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী। (বুখারি ও মুসলিম)। ইসলামি জীবন দর্শনের প্রতিটি পর্বে দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে প্রতিটি পর্বেই রয়েছে নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকার।

ইসলামে বিবাহের দেনমোহরের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের বিপরীতে রয়েছে পুরুষের ন্যায়সঙ্গতভাবে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার। অনুরূপভাবে নারী তার সতীত্ব রক্ষা করবে মর্মে পুরুষের যে অধিকার তার বিপরীতে রয়েছে পুরুষের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব। সন্তান লালন-পালনে নারীর দায়িত্বের বিপরীতে রয়েছে পুরুষের পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব।

হ্যাঁ, সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষেরও দায়দায়িত্ব রয়েছে ঠিক, তবে সেটি নারীর দায়িত্ব-কর্তব্যের তুলনায় কম। এ ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব আদায় নিশ্চিত করার মাধ্যমেই মূলত জীবনে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকবে।

পরিশেষে বলতে চাই, ইসলাম নারীকে দিয়েছে নানাবিধ সামাজিক অধিকার। তাই নারীর মাথা উঁচু করে বাঁচার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই রাষ্ট্র ও সমাজের-সবার চাওয়া হওয়া উচিত।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১২.০৫.২৩ শুক্রবার	3:48	5:13	01:45	6:15	8:44	10:15
১৩.০৫.২৩ শনিবার	3:45	5:11	01:30	6:16	8:46	10:15
১৪.০৫.২৩ রবিবার	3:58	5:09	01:30	6:11	8:47	10:15
১৫.০৫.২৩ সোমবার	3:44	5:08	01:30	6:17	8:49	10:15
১৬.০৫.২৩ মঙ্গলবার	3:41	5:06	01:30	6:18	8:50	10:15
১৭.০৫.২৩ বুধবার	3:40	5:05	01:30	6:19	8:52	10:15
১৮.০৫.২৩ বৃহস্পতিবার	3:37	5:03	01:30	6:20	8:53	10:15

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

সালাউদ্দিনের বেফাঁস মন্তব্যে মর্মাহত ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

পোস্ট ডেস্ক : সাংবাদিকদের নিয়ে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের মন্তব্য অত্যন্ত বাজে ও কুরুচিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। শনিবার বিকেলে শহীদ ক্যাপ্টেন (অব) মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে আইএইচএফ টুর্নামেন্টের লোগো উন্মোচনের পর এ কথা বলেন তিনি।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সাংবাদিকদের কল্যাণেই আমাদের খেলাগুলো গ্রামে গঞ্জে ঘর পর্যন্ত পৌঁছায়। যেই সাংবাদিকরা আমাদের জন্য এতকিছু করেন, তাদের বিষয়ে এই ধরনের উক্তি আমাকে মর্মাহত করেছে। এই কথা অফ বা অন দ্য রেকর্ড নয়। আমি মনে এই ধরনের কথা কেউ ঘুমিয়েও বলতে পারে না। এই ধরনের পদে থেকে এই ধরনের কথায় আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি।'

তিনি বলেন, বাবা-মা'কে জড়িয়ে মন্তব্য করাটা সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করেছে, মন্ত্রী দোষ করলে তার পরিবার বা কোনো সাংবাদিকের ভুল হলে তার পরিবার নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার কারো নেই। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো বিবেকবান মানুষ এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন না।'

বাফুফের সার্বিক বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অবগত আছেন কিনা এমন প্রশ্নে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'মূলত বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের গ্যালারী শেড ও ফ্লাডলাইটের ডিজাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হবে। তিনি অনুমোদন দিলে আমরা পরবর্তী পর্যায়ের কাজ করব।'

আগামী ১৪ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাত করে সামগ্রিক বিষয় তুলে ধরবেন বলেও জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

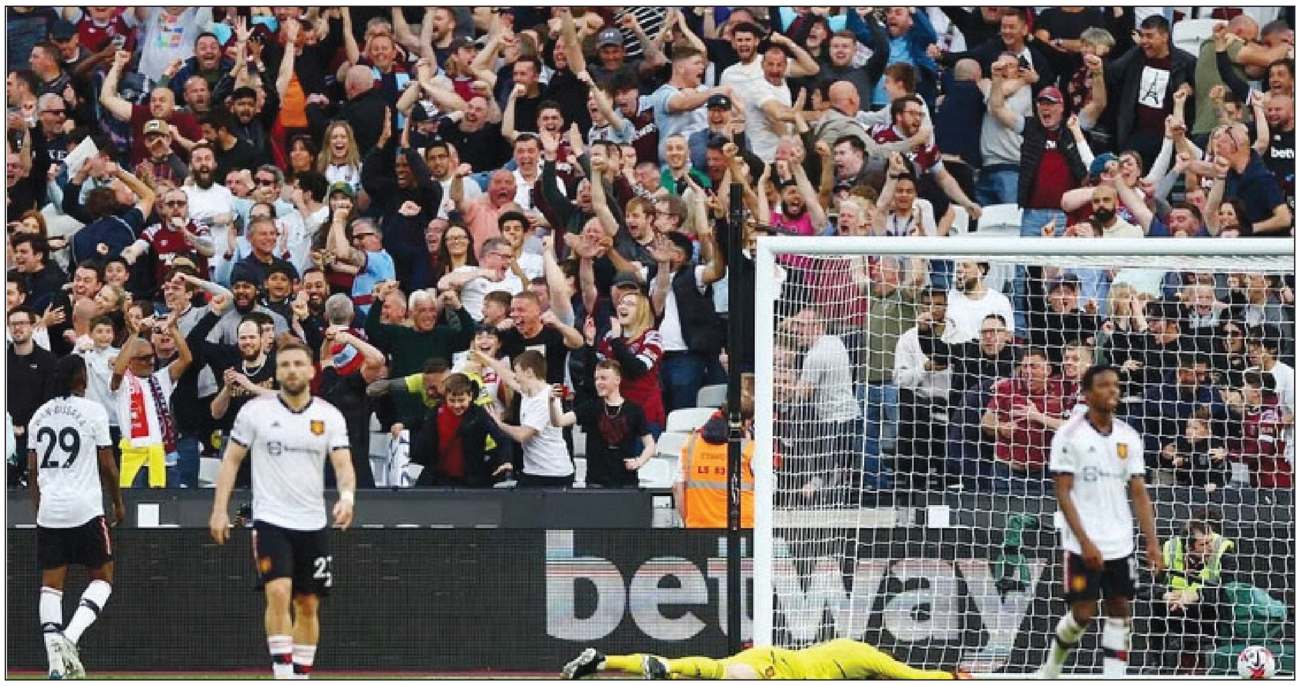

ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষেও হার ইউনাইটেডের

পোস্ট ডেস্ক : প্রথমার্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও তাদের ফিনিশিং ব্যর্থতায় গোলের দেখা মিললো না। বিরতি থেকে ফিরে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত থাকতে হলো রেড ডেভিলদের। সাইদ বেনরাহমার একমাত্র গোলে জয় তুলে নিল ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেড।

রোববার প্রতিপক্ষের মাঠে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে এরিক টেন হাগের দল। এই নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই ম্যাচে হারল এরিক টেন হাগের দল। ৩৪ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ইউনাইটেড। অন্যদিকে এ ৩৫ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ নম্বরে আছে ওয়েস্টহ্যাম। এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে।

এদিন ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই তিনটি ভালো সুযোগ পায় ইউনাইটেড। কিন্তু ফিনিশিং ব্যর্থতায় একটি সুযোগও কাজে লাগাতে পারেনি সফরকারীরা। স্রোতের বিপরীতে ২৭তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণেই গোল পায় ওয়েস্টহ্যাম। স্বাগতিকদের লজেরিয়ার ফরোয়ার্ড বেনরাহমার ডি-বক্সে বাইরে থেকে নেওয়া শটে গতি না থাকলেও গোলরক্ষক ডেভিড ডি গিয়ার হাস্যকর ভুলে গোল হজম করে ইউনাইটেড।

প্রথমার্ধে ১১টি শট নিয়ে কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইউনাইটেড। ৫১তম মিনিটে মিখাইল আন্তোনিয়োর শটে বল ফের গোল হজমকরে ইউনাইটেড।

কিন্তু তার আগে তিনি ডি গিয়াকে ফাউল করায় গোল বাতিল করেন রেফারি। আট মিনিট যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ তৈরি করেন অঁতনি মার্সিয়াল। তবে বল পায়ে দারুণভাবে বক্সে ঢুকলেও শট নিতে পারেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইউনাইটেড।

তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে পাঁচে লিভারপুল। অবশ্য অ্যানফিল্ডের দলটি এক ম্যাচ বেশি খেলেছে।

সন্তানদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব চান সিডন্স!

পোস্ট ডেস্ক : ফেসবুকে এক পোস্ট দিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটিং পরামর্শকের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন জেমি সিডন্স। এখন থেকে তিনি বাংলাদেশ 'এ' দল ও বাংলাদেশ টাইগার্সের সঙ্গে কাজ করবেন অস্ট্রেলিয়ান এই কোচ। মূলত সিডন্স নিজেই চান জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ না করে বরং জাতীয় দলের পাইপলাইন তৈরির কাজ করতে চান। এদিকে, বিসিবি থেকে জানানো হয়েছে চুক্তি অনুযায়ী যে কোনো পর্যায়েই কাজ করতে হতে পারে সিডন্সকে। তবে হাথুরুসিংহে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর জুনিয়র টাইগারদের নিয়ে কাজ করতে।

জাতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পোস্টের পর শুক্রবার (৫ মে) সিডন্স নিজের সন্তানদের সঙ্গে তোলা আরও একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট দেন। সন্তানদের স্কুল ইউনিফর্ম পরা ঐ ছবির ক্যাপশনে সিডন্স লেখেন, 'বাচ্চাদের মিস করছি, এই শীতে তারা তাদের নতুন স্কুলের জন্য প্রথমবার ইউনিফর্ম পরে বের হচ্ছে। কোচিংটাকে ভালোবাসি, তবে পাশাপাশি তাদের প্রতিদিন স্কুলে যেতে দেখতে না পারাটা দুঃখের বিষয়।'

ঐ পোস্টের কমেন্টে অনেকেই লিখেছে সন্তানদের বাংলাদেশে নিয়ে আসতে। সেসব কমেন্টের রিপ্লাইয়ে সিডন্স জানান, 'জন্মের পর তারা দুজনেই বাংলাদেশে ছিল। শেষবার যখন আমি ঢাকা ছাড়ি তখন আমার মেয়ের বয়স ছিল ৩ বছর। দুজনেই এখানে আসতে এবং ঘুরতে মুখিয়ে আছে। সম্ভবত তাদের জন্য সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দরকার।'

এর আগে ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের প্রধান কোচ থাকাকালীন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়েই বাংলাদেশে থেকেছেন সিডন্স।

যে ফুটবল ক্লাবের সমর্থক রাজা তৃতীয় চার্লস?

পোস্ট ডেস্ক : খেলাধুলার সঙ্গে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সম্পর্ক বেশ পুরোনো। রাজপরিবারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রায় সবাই খেলাধুলার ভক্ত। রাজা তৃতীয় চার্লসও ব্যতিক্রম নন, তিনিও ফুটবলের পাড় ভক্ত।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের (ইপিএল) প্রাচীন এক ক্লাবের প্রতি কট্টর সমর্থন রয়েছে রাজার। শনিবার ধর্মীয় ও ব্রিটিশ রাজপরিবারের নিয়মতান্ত্রিকতা মেনে রাজা হিসেবে শপথ নিয়েছেন তৃতীয় চার্লস।

ইংলিশ ক্লাব বার্নলির একনিষ্ঠ সমর্থক তিনি। চলতি মৌসুমে দলটি ইপিএলে খেলতেই পারেনি। তবে বার্নলিকে নিয়ে রাজার খুব খুশিই হওয়ার কথা। কেননা আগামী মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে খেলবে ক্লাবটি। দ্বিতীয় স্তরের লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা।

একবার এক অনুষ্ঠানে বার্নলির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস। তিনি তখন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি একটি ব্রিটিশ ফুটবল ক্লাবকে সমর্থন করি কিনা এবং আমি বলেছিলাম, হ্যা, বার্নলি।'

উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, বার্নলি? উত্তরে রাজা বলেন, হ্যা, কারণ বার্নলি কিছু খুব চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে।'

প্যারিসে অনুশীলনে ফিরলেন মেসি

পোস্ট ডেস্ক : ক্লাবের অনুমতি ছাড়া সৌদির আরব যাওয়ায় লিওনেল মেসিকে দুই সপ্তাহের নিষেধাজ্ঞা দেয় প্যারিসের ক্লাব পিএসজি। চারদিক থেকে নানা আলোচনার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি স্বীকার করে সতীর্থ ও ক্লাবের কাছে ক্ষমা চান মেসি। তার দুইদিন পর এবার অনুশীলনেও ফিরলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

সোমবার সকালে প্যারিসে অনুশীলনে নামেন মেসি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেসির অনুশীলনের ছবি প্রকাশ করে পিএসজি। সেখানে লেখা হয় 'লিও মেসি সোমবার সকালে অনুশীলনে ফিরেছেন।'

চলতি মৌসুমের পর পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে মেসির। আগামী মৌসুমে যে তিনি পিএসজিতে থাকবে না সেটা প্রায় নিশ্চিত। তার পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে বার্সেনালোর নাম শোনা যাচ্ছে জোড়েসোরেই। আবার সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলাল থেকেও মোটা অঙ্কের একটা প্রস্তাব আছে তার জন্য। শেষ পর্যন্ত মেসি কোন পথে হাঁটেন দেখার বিষয়।

CLASSIFIED

সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।
অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল- 07436796415
শেখ মোঃ মফিজুর রহমান

INDIAN RESTAURANT FOR SALE

Southports most established & popular indian restaurand for sale

56 seats with accommodation and car park Est. 1984.
Weekly takings 8/9k

Please contac Mr Mahadie Hassan on 07897552592 for more details

TIJARAH SWEETS LTD

246A BOW ROAD, E3 3AP
Mob: 0774 249 1294

OUR SERVICES:	আমাদের সেবা সমুহ
Money Transfer/Bikash	মানি ট্রান্সফার / বিকাশ
Cargo / DHL	কারগো / ডি এইচ এল
Air ticket	এয়ার টিকেট/ নো ভিসা
No visa required	মিষ্টি
Sweets	

Open : Mon - Sun 9am - 8pm

তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চাওয়ার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা

শামসুদ্দিন আহমদ মাস্টার

গণতন্ত্রের ভীত মজবুদ ও বিকসিত করতে নির্বাচনের বিকল্প নেই। বিএনপি কেন অনির্বাচিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি, যে পদ্ধতি দেশের উচ্চ আদালত থেকে বাতিল করা হয়েছে সেই পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচনে অংশ নিবে না এমন কি জনগণের মৌলিক অধিকার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিবে না বলে হুমকী ধামকী দিয়ে এসেছে। বিএনপি দেশবাসীর জন্য তেমন কোন কাজ করেনি অন্যদিকে বর্তমান আওয়ামী লীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের প্রতিটি স্তরে যে উন্নয়ন করছেন তা দেশবাসীসহ বিশ্ববাসীর কাছে প্রশংসিত হলেও বিএনপি তার প্রশংসার পরিবর্তে সমালোচনা করতে গিয়ে মিথ্যা বানোয়াট ও ধূর্তামী কথা সাজিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচন, ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নিবাচন ও ১/১১ পদ্ধতির সরকার আসার আগ পর্যন্ত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব, ক্ষমতার দাপট হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি দেশের উচ্চ আদালত কর্তৃক বাতিল করা হয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে যে পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে সেই পদ্ধতিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বিএনপি জনগণের ম্যানডেট পাবে না নির্বাচনে তাই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চায়। কারণ এই পদ্ধতিতে প্রতিটি নির্বাচনে ষড়যন্ত্র, পক্ষপাতিত্ব ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বিএনপি বারবার নির্বাচন বয়কট করেও আওয়ামী লীগকে একটুও নাড়াতে পারেনি সেই জন্য তারা এখন নির্বাচন শুধু বয়কট নয় তারা নির্বাচন প্রতিহত করার হুমকী ধামকী দিয়ে আসছে। যেহেতু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালু হলে অতীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচনী জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র, পক্ষপাতিত্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার ও উপদেষ্টাদের যে দাপট হয়েছে সেই সব সুযোগ অতীতের মত পাওয়ার জন্যই তারা এই পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বলে চীৎকার দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্তি করার বাহন মাত্র। আসলে বিএনপি ও তার সহযোগীরা ক্ষমতায় যাওয়া মূল টার্গেট। দেশের মানুষের জন্য তাদের কোন চিন্তা নেই। দেশের বারোটা বাজুক আর তেরটা বাজুক এতে তাদের মাথা ব্যথা নেই। মূল লক্ষটা হল বিশ্বনন্দিত নেত্রী দেশের মানুষের আশা ভরসার প্রতীক দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারলে তাদের কুমতলব হাসিল হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোটারবিহীন নির্বাচন করে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে বিএনপি তড়িঘড়ি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি তাদের সুবিধানুযায়ী অনেক ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যদিয়ে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করে। ৯৬ সালের ১২ জুনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি তাদের ভরাডুবি বুঝতে পেরে তাদের দলীয় সমর্থিত রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে নির্বাচন বানচাল করার পথে এগিয়ে গেলে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম এ নিয়ে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে দেখা করে এ বিষয়ে সমাধানের লক্ষে আলোচনার এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান বিশ্বাস জেনারেল নাসিমকে বরখাস্ত করেন। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহির মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে সেনাবাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটি অংশ সেনাপ্রধান নাসিমের সমর্থন করে সমরাস্ত্র নিয়ে অবস্থান করে। অপর অংশ রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসের পক্ষ নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজপথে মহড়া দিতে থাকে। এমতাবস্থায় জনগণের মধ্যে আতংক সহ থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। ৯৬ সালের ১৮ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত জাতি অস্বস্থিকর অবস্থায় ছিল। শেষে দেশের মানসম্মানের প্রতীক, জাতির গর্ব, দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি না করে সমঝোতায় আসলে জাতির মধ্যে শান্তি ফিরে আসে এবং নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যিনি প্রধান উপদেষ্টা সেই লতিফুর রহমান অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতা পাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যে তেরটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তেরজন সচিবকে পরিবর্তন করে তার ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দেশবাসীকে হতবাক করে দিয়ে তার স্থলে বিএনপি ও জামাত সমর্থিত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে তিনি বিএনপির পক্ষপাতিত্ব তা প্রমাণ করেছিলেন। বরাবরের মত পুলিং অফিসার হিসাবে প্রাইমারি শিক্ষকদের বদলে ইসলামী ব্যাংকের কর্মচারী ও বিএনপি সমর্থিতদের নিয়োগ দিলেন। নির্বাচনের দিন দেশের প্রতিটি ভোট কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের এজেন্টদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হল এতে কারো কোন প্রতিবাদ করার পরিবেশ ছিল না। এই নির্বাচনে নির্বাচনী হানাহানিতে ৩২৫ জন লোকের প্রাণ হানি হল। প্রকাশ্যে ব্যাংক ডাকাতি ও পুলিশ ফাড়িতে আক্রমণ করে লুটপাট করা হল পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রার্থীসহ কর্মীদের যেখানে সেখানে নাজেহাল করার প্রতিবাদ করা হলে কর্তৃপক্ষ থেকে জবাব আসলো তাদের কাজকর্ম পছন্দ না হলে আদালত খোলা আছে। নির্বাচনী ফলাফলের আগে বিএনপি ও জামাতিরা দেশের সব অফিস আদালত দখল করা সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর জুলুম অত্যাচার এবং তাদেরকে ঘরছাড়া বাড়িছাড়া করা হয়। সংখ্যালঘুদের উপর হত্যাযজ্ঞ সহ জুলুম অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছে, তারা বাড়িঘর ত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এই নির্বাচনে বিএনপির জুলুম অত্যাচারের বিরাট ইতিহাস। অন্যদিকে ১১০টি আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের রেজাল্ট পাল্টিয়ে বিএনপির প্রার্থীদের অনুকূলে তুলে ধরার কথা পত্রিকাতে ফলাও করে তুলে ধরা হয়েছে। এই হল নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে নির্বাচনে অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের নমুনা।

নবম জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকলাপ আরোও ভয়াবহ। নিজ দলীয় লোক যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে পারেন সেই লক্ষে বিএনপি সংবিধান পরিবর্তন করে। কিন্তু দেশবাসীর আন্দোলনের মুখে বিএনপি দলীয় সমর্থক অনেক রক্ত ঝরার পর তিনি অর্থাৎ বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে বিরত থাকার ঘোষণা দিলেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। বেগম জিয়া তড়িৎ গতিতে নিজ দলীয় রাষ্ট্রপতির কাছে হাজির হলে বিএনপি দলীয় আরেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বের সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করান। এতে সংবিধান মারাত্মকভাবে লংঘিত হল। আরও দুইজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাশ কাটিয়ে ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অন্যায়ভাবে।

সংসদের নির্বাচনে প্রধান উপদেষ্টা হলে তিনি বেগম জিয়া অর্থাৎ বিএনপির অনুকূলে নির্বাচনী সব কর্মকান্ড করতে থাকেন। বিএনপি ছাড়া কোন দল যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য নির্বাচনী সব ম্যাকানিজম পাকাপোক্ত করতে থাকেন। অন্যদিকে গণধিকৃত ব্যক্তি এম এ আজিজের মত ব্যক্তিকে বিএনপি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেয়। বিএনপি কোন নির্বাচন কমিশনারকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। কিন্তু এম এ আজিজের মত ব্যক্তিকে দিয়ে তারা এককোটি চল্লিশ লাখ নকল ভোটার তৈরী করে রেখেছিল। নবম জাতীয় সংসদের বৈতরণী অন্যায়ভাবে পার হওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এসব কার্যকলাপে দেশবাসী ক্ষুব্দ হয়ে উঠেন। যারফলে ড. আকবর আলী, সুলতানা কামাল, জে. হাসান মসুদ চৌধুরী ও ড. শফিসামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন। এখানে শেষ নয় পরবর্তীতে এক ব্যরিষ্টার উপদেষ্টার বিরোদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পত্রিকায় আসে। আরো এক ব্যরিষ্টার উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করতে হল। তারপর তপন চৌধুরীও পদত্যাগ করলেন উপদেষ্টার পর থেকে। এত পদত্যাগ সহ ৯০ দিনের সরকার বারবার পরিবর্তন সহ নির্বাচনী এতসব অসংগতির মধ্যে নির্বাচন কেমন করে সম্ভব তখনই ১/১১ এর সরকার আসে। নির্বাচন স্থগিত করে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল। বেতার টিভির ভাষণে ইয়াজউদ্দিন স্বীকার করেছেন তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বের সাথে নির্বাচনে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করায় দেশবাসী উত্তেজিত সহ নির্বাচনী বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার কথা। নবম জাতীয় সংসদে এতসব বিশৃংখলার জন্য বিএনপিই দায়ী বলে বিএনপির সিনিওর নেতারা তখন স্বীকার করলেও পরবর্তীতে তারা এমনটা আর বলতে এড়িয়ে যান। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দুই বছর পর ভিন্ন আঙ্গিকে সেনা তত্ত্বাবধানে ও শাসছুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হলে বিএনপি ৩১টার মত আসন পায় আর আওয়ামী লীগ তিনচতুর্থাংশ আসন লাভ করে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ২/১ দিন বিএনপি সংসদে উপস্থিত থেকে বাকী পাঁচ বছর তারা নানা অজুহাতে সংসদ বর্জন করে রীতিমত রাষ্ট্রীয় বেনিফিট ভোগ করেছে। আজ সেই বিএনপি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হাস্যকর। অন্যদিকে পিলখানার ঘটনার জন্য বিএনপি আওয়ামী লীগকে দায়ী করে সুযোগ পেলেই মিথ্যা বানোয়াট ও চালবাজি কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু কোন সরকারই দেশে কোন অমঙ্গল ঘটুক এটা চায় না। আর আওয়ামী লীগ তিন চতুর্থাংশ সংসদীয় আসন পেয়ে ক্ষমতায় বসার ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিজ দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন নারকীয় হত্যাকান্ড চালানোর কথা তারাই সরকারকে দায়ী করতে পারে যারা এসব ঘটনার ইন্দন পিছন থেকে কৌশলে যুগিয়েছে। পিলখানার ঘটনার আসল নায়ক যারা তাদের কুমতলব হাসিল না হওয়ায় নির্লজ্জের মত ধূর্তামী কথা বলে বিএনপি বিভ্রান্তি ছড়ানোর খেলায় ব্যস্ত। অন্যদিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মাত্র বারোটি আসন পায়। নির্বাচনের পর তারা ঘোষণা দিল বিএনপি এই সংসদে যোগদান করবে না এবং শপথও নিবে না। কিন্তু দেখা গেল তারা সংসদের পদ রক্ষার্থে শেষ মুহূর্তে একে একে তারা সবাই শপথ নিয়ে প্রায় চার বছর জাতীয় সংসদে যোগ দিয়ে যথারীতি বক্তব্য সর্বদা দিয়েছে। তখন তারা এই সংসদ অবৈধ বা সরকার অবৈধ বলে কোন কথা বলেনি। তবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেই বর্তমান সংসদ ও সরকার অবৈধ বলে মাঠে ময়দানে চেচিয়ে বলতে শুনা যাচ্ছে। বিএনপির এ ধরনের বক্তব্য গাজাখুরি বক্তব্যের সামিল। তাছাড়া বিএনপি ও তাদের সমর্থিতরা প্রতিনিয়ত একটার পর একটা মিথ্যা, ধূর্তামী ও চালবাজি কথা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি করাই মূল লক্ষ্য। আওয়ামী লীগকে দেশের মানুষ এক মুহূর্ত ক্ষমতায় দেখতে চায় না সহ আওয়ামী লীগকে দেশবাসী প্রত্যাখান করার মত বক্তব্য পুরাপুরি মাতালি কথার সামিল। দেশের মানুষকে যারা বোকা ভাবে তারাই বড় বোকা ও ধূর্ত। জাতির জনকের কন্যা, বিশ্বনন্দিত নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে গড়ে তোলার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে দেশবাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে আজীবন ক্ষমতায় দেখতে চায় বলে জনগণের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে।

যারা জাতির জনকের অবদান, একাত্তরের সাতই মার্চের ভাষণ, যে ভাষণ আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সেই ভাষণের যারা বিকৃত ব্যাখ্যা সহ ধূর্তামী কথা বলে, যারা মুজিবনগর সরকার সহ জাতীয় চারনেতার কথা বলতে চায় না, যারা স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতিকারী, যারা ত্রিশ লক্ষ শহীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছে স্বাধীনতার সেই শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে দেশবাসীকে। জননেত্রী দেশরত্ন বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্ন সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তোলা তাঁর বিকল্প নেই। দেশের আপামর জনতাসহ নারীপুরুষের মুখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন হাসিনার প্রশংসাসহ তাঁর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থী। বিরোধী দল কোন আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়। তাই বিএনপি ও তাদের সহযোগিরা সন্ত্রাসের পথে হাটছে বলে দেশবাসীর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। তাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী যে যেখানে আছেন সতর্ক থাকার আহ্বান।

জয় বাংলা – জয় বঙ্গবন্ধু – জয় শেখ হাসিনা।

– শামসুদ্দিন আহমদ মাস্টার
সহসভাপতি, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Violence and mass arrests as former Pakistan PM charged with corruption

Post Desk : Pakistan's former prime minister Imran Khan has pleaded not guilty to corruption charges a day after his arrest sparked nationwide protests.

Eight people have died nationwide in the protests and about 1,000 have been arrested, police say.

The army is being deployed in some areas, and has issued a stern warning after crowds attacked its properties.

Mr Khan's arrest dramatically escalated tensions between Mr Khan and the military at a time of economic crisis.

Conviction would disqualify the former cricket star - prime minister from 2018 to 2022 - from standing for office, possibly for life. Elections are due later this year.

Dramatic footage showed dozens of security officers forcibly removing the 70-year-old from court on Tuesday, then bundling him into a police vehicle.

There is tight security at the police guesthouse where he is being detained, which is also serving as a courtroom.

On Wednesday Mr Khan was indicted on charges that he unlawfully sold state gifts during his premiership, in a case brought by the Election Commission.

He denies the allegations and says he fulfilled all legal requirements.

It was the first of dozens of cases against him in which he has been formally charged.

For months he had avoided arrest, with his supporters at times fighting pitched battles with police to keep him out of custody.

Tuesday's arrest was based on a new warrant for a separate corruption case, connected to the alleged transfer of land for Al-Qadir University, near Islamabad. The judge remanded Mr Khan in custody for eight days in this case.

One of his lawyers, Sher Afzal Marwat, said his client was faring well and relayed a message to supporters not to give up: "You have to stand your ground for Rule of Law," Mr Khan said.

His Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party said it would challenge the legality of his arrest in court.

The action by Pakistan's anti-corruption body has led to violent protests across the country.

The government has called the army in to maintain order in several regions of the country, including Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Balochistan, and Islamabad.

In a televised address to the nation, Pakistan's Prime Minister, Shehbaz Sharif, warned that violent protests would not be tolerated.

"The perpetrators who take the law into their own hands will be dealt with with an iron hand," he said.

Extraordinary scenes on Tuesday evening showed Mr Khan's supporters ransacking the corps commander's residence in Lahore, smashing chandeliers and making away with peacocks - among other things - which they said were bought with "citizen's money".

Pakistan's army described 9 May as a "dark day" and warned protesters of an "extreme reaction" if properties of the state were attacked again.

Why was Khan arrested?

Pakistan's government says he was taken into a custody for not co-operating with authorities in an ongoing corruption investigation.

The case alleges that Mr Khan, while he was the PM, received land as a bribe in exchange for political favours. It revolves around an investigation conducted by Britain's National Crime Agency into "laundered" money by Pakistan's biggest property tycoon Malik Riaz Hussain.

Mr Hussain allegedly gave the land to the Al-Qadir Trust, which was set up by Mr Khan's third wife, Bushra Bibi. Mr Khan, who denied the charges, said that the land had been donated for charitable purposes.

Mr Hussain denied laundering money. But his position on the question of land for favours is not known - he appeared before Pakistan's National Accountability Bureau investigators earlier this year and recorded a statement in the Al-Qadir Trust case, but it has not been made public or reported in the media.

Since his arrest Mr Khan has been indicted in another graft case. This one alleges he did not disclose money he earned by selling gifts he had received on foreign visits as PM. A hearing in this case saw charges pressed for the first time against Mr Khan on Wednesday and he pleaded not guilty.

Analysts believe that now that he is in custody, courts might indict him in a series of cases - a fate he has repeatedly avoided by either missing the appointment, or appearing in higher courts, heavily guarded, only to apply for protective bail. He was, in fact, in court on Tuesday to seek protective bail against arrest when he was finally whisked off into custody.

Mr Khan himself seemed to have been prepared for it. After he was detained, he released a video that had been recorded earlier, saying it was likely he would be arrested by the time his supporters saw the message. But it's possible neither he nor his lawyers expected him to be arrested on the court premises because Mr Khan has appeared in court for bail before. But this time the executors of the warrant were not police, but a paramilitary force, the Punjab Rangers.

Leaders and supporters of Mr Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party argue this is proof of the army's involvement. They say the arrest has little to do with corruption charges and everything to do with Mr Khan's ongoing public battle with the army. He has accused the army and the spy agency, the Inter-Service Intelligence (ISI), of conspiring to assassinate him - he survived a shooting last year.

The country's generals, who have seized power three times since Pakistan's independence in 1947, have long played a prominent role in politics. Mr Khan too was believed to have their support as he rose to power. But the privilege of his birth, his fame born of cricketing glory, and his charisma drove his popularity far higher than anything Pakistan has seen in recent years.

King and Queen say thanks for 'glorious occasion

Post Desk : King Charles and Queen Camilla, crowned in a lavish, historic ceremony on Saturday, were "deeply touched" by the day's events, Buckingham Palace said.

The royal couple were "profoundly grateful" to all who helped to make it "such a glorious occasion" and the "very many" who turned out to show their support, the palace said.

Meanwhile, the Prince and Princess of Wales made a surprise trip to Windsor.

Crowds cheered as the couple chatted to people taking part in the Big Lunch.

A day earlier at Westminster Abbey, more than 2,000 guests including world leaders, fellow kings and queens, celebrities and

community champions packed the pews to witness the crowning of a king.

Outside, thousands lined the Mall despite the rain to cheer the king as his horse-drawn carriage passed from Buckingham Palace to Westminster Abbey.

Landowner fined for making unauthorised changes to listed building

A landowner who carried out unauthorised works to a listed building has been fined £20,000 after failing to comply with an enforcement notice.

The Council's Planning Compliance Team investigated the alterations at 103 Bow Road which included the construction of a rear extension and installation of a uPVC window without Listed Building Consent.

The building is a residential three-storey Grade II Listed Building located in the east of the borough, within the Bow West Ward. The unauthorised extension was being used for poor quality housing in addition to having heritage concerns.

A Listed Building Enforcement Notice was served by the Council requiring the removal of the extension and replacement of the window with a traditional timber sash window.

Landowner Samuel Atanda Jenyo did not comply with this notice and consequently attended the Thames Magistrates' Court on 15 November 2022 where they pleaded guilty.

Sentencing took place on 18 January 2023 at Snaresbrook Crown Court and the landowner was fined for an offence of failing to comply with the requirements of a Listed Building Enforcement Notice.

Councillor Kabir Ahmed, Cabinet Member for Regeneration, Inclusive Development and Housebuilding, said:

"Listed buildings have their character and appearance protected by a special type of planning permission called listed building consent.

"It is a criminal offence to make an unauthorised alteration affecting the special character of a listed building without consent and the council has enforcement powers to reverse unauthorised alterations."

Statutory listed buildings are designated by the government's Department of Culture, Media and Sport and are classified into three grades, I, II* and II.

Cllr Ahmed continued: "In this case, the building in question forms part of a row of listed buildings which were all listed for their group value in 1973. Listed buildings hold immense historic and architectural value and we must protect them.

"Prosecution is always a last resort and doesn't happen very often. In fact, most of the reported breaches of planning control are resolved informally, through negotiation or approval of retrospective applications and without needing to serve a notice.

"However, this case sends a clear message to all landowners, unauthorised works to Listed Buildings will not be tolerated. The council has a statutory duty to manage the borough's diverse heritage assets and will do so even if the consequence is a steep fine."

There are there are approximately 2,000 listed buildings in Tower Hamlets.

If you want to alter a listed building, either internally or externally, you need to make an application for listed building consent. You can find more details on how to do so at the Council's website: https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/planning_and_building_control/planning_applications/Making_a_planning_application/apply_for_planning_permission.aspx

Journalist Jahedi received Tower Hamlets Council's Civic Award

Civic Award winners with the Speaker of the Tower Hamlets Council, 12 local heroes have been recognised for their years of dedication and contribution to their neighbours and the wider community in the Tower Hamlets Civic Awards.

The awards, which were held at the Art Pavilion in Mile End on Tuesday 2 May, were open to people who live, work or study in the borough and who help to improve the quality of life for others.

Nominations opened at the end of last year and the winners were chosen by a cross party panel, chaired by the Speaker of the Council, and including representatives from the community.

Mohammad Abdul Munim Jahedi, (Karol) a writer, journalist and organizer involved in humanitarian and service work, received the prestigious Civic Award of the London Borough of Tower Hamlets Council in the year of the coronation of the King of Britain.

He received this award for his outstanding contribution to the welfare of the community. Mohammad Jahedi has been closely involved with various social, charitable, Sports and Islamic organizations and has devoted himself to the welfare of the community over the years. The Civic Awards were presented at a glittering ceremony hosted by Tower Hamlets Council at The Arts Pavilion in East London on Tuesday (2 May 2023) afternoon. Councillor Maium Talukder, Deputy Mayor and Cabinet Member for Education, Youth and Lifelong Learning of London Borough of Tower Hamlets Council, Intermin Chief Executive Stephen Halsey, GLA Member Umesh Desai spoke as guests at the award ceremony which started with the welcome speech of Borough Speaker Councillor Shafi Ahmed. Besides, Lead Member Councillor Kabir Ahmed, Councillor Iqbal Hussain, Councillor Kamrul Hussain, Councillor Belal Uddin, Councillor Abdul Mannan, Councillor Ahmadur Khan, Councillor Amin Rahman, Councillor Ahmodul Kabir, Councillor Badral Chowdhury, Councillor Abdul Wahid, Councillor Abdul Malik, Councillor Abdal Ullah, Councilor Rebaka Sultana and other councilors were present as invited guests.

In the event, the speaker and guests gave awards to 12 people who received awards in various categories, including journalist Mohammad Jahedi, for contributing to the development of the community from their own positions. It is to be noted that Mohammad Abdul Munim Jahedi, a well-known face of Bangladeshi community activist and journalists in Britain, was awarded the Tower Hamlets Council Civic Award for performing important duties through the Council of Mosque Tower Hamlets during the Corona epidemic. It is one of the most prestigious awards in Britain. The awards are nominated annually by an impartial board in recognition of social, cultural, journalistic and charity work.

On receiving this award, journalist Mohammad Jahedi said, "We do not work for the society in the hope of getting any recognition. For the past forty years, the committee has been working for the sake of Allah only and for the welfare of the humanity of the community. Devoted only to the service of humanity throughout my life, working endlessly without any expectation of reward or recognition. I spent my time and efforts making our borough a great place to live.

My late father was also a devoted soul of social welfare and he devoted his entire life to help the welfare of people. He didn't take anything in return, he just gave. Following the path taught by an ideal father, I try to follow him and uphold his teachings and values. Thanks to my wife and family members. Also thanks to Honorable Speaker Councillor Shafi Ahmed, Mayor Lutfur Rahman and all those who nominated and voted for me for the Civic Award. This recognition is a unique honor which will inspire many individuals to engage in social, cultural and charity work with renewed vigour. Thanks to all those who have encouraged me to do community service at various times. I will spend the rest of my life in the welfare of humanity. I want this recognition to encourage everyone like me." - Advertisement

The Speaker of the Council, Councillor Shafi Ahmed said:

"Our civic awards are a great way for Tower Hamlets to officially recognise the hard work and dedication of those who continue to focus their time and efforts making our borough a great place to live.

"Each worthy winner shares a sense of public service far beyond what would be expected of them, so I'm delighted to say we see what you do, and we thank you for the commitment you continue to show to others."

Mayor of Tower Hamlets, Lutfur Rahman said:

"Many congratulations and thanks go to all those who were nominated or have won a civic award this year. Each of these civic heroes have made positive contributions to their communities, and more directly have improved the lives of people in the borough. They are the best of Tower Hamlets and we should be proud of them."

Ramadan Enlightenment For King Charles: Fostering a Stronger More Understanding Faith Community

By Shofi Ahmed

Best things come to those who wait, and King Charles can certainly be considered an archetypal example of this well-known saying. After waiting a staggering seventy years, he was finally crowned as the king of the UK in a spectacular ceremony on May 6, 2023. Throughout the course of this prolonged period, he had ample opportunities to groom himself most aptly, which will certainly help him to scale up to the top-notch position he now holds. As a monarch who tends to embrace contemporary arts and disciplines, he has expressed a praiseworthy intention to be the defender of faiths, including the faith of British Muslims.

Will he succeed and ultimately be able to see the full moon down this challenging highway? It's a matter for history to tell. However, there is one surefire way to raise his high watermark, and that is by leveraging the intelligent social virtues embedded in Ramadan. By learning these valuable lessons on empathy, unity, and solidarity, King Charles can use this knowledge to create a more inclusive and harmonious society for all faith communities.

I am delighted to share that King Charles has read my writing in the Bangla Mirror before, a paper that I found, and was considerate enough to inform me through his aides of how impressed he was. I am thrilled as the newly minted king ploughs the seed across the land, ushering in a new era. Once again, I pick up my pen and paintbrush.

Ramadan, one of the five cores of Islam, has a plethora of core elements that can help foster a stronger and understanding diverse faith community. As King Charles has expressed his desire to become the defender of faiths, there is much that he can learn from the intelligent social virtues embedded in Ramadan.

Ramadan requires us to refrain from food, water, and physical intimacy while fasting. In addition to its spiritual values, there is a panoply of disciplines that can help us better organise our daily lives on Earth. It teaches us to be selfless, putting the needs of others before our own, and to be charitable and tolerant. These are values that are essential to building a harmonious and peaceful society where all faiths can thrive.

Furthermore, the practice of fasting during Ramadan requires Muslims to show tolerance

towards others who may not be fasting, as well as towards people of different faiths and cultures. This spirit of tolerance promotes understanding and respect between different groups, contributing to a more harmonious and peaceful society.

Ramadan also fosters a sense of community cohesion. The shared experience of fasting and spiritual reflection brings people together, creating a sense of unity. This is exemplified during the iftar meal that breaks the fast at sunset, where Muslims often invite others to share in the festivities, creating a sense of community and belonging that extends beyond the month of Ramadan.

If King Charles were to embrace the intelligent social virtues embedded in Ramadan, drawn from the blessed content of this holy month, he would be better equipped to foster a stronger and more understanding diverse faith community. Although these virtues are quite common, their origins in Ramadan provide a unique perspective and depth to their understanding and practice.

Practically, it teaches individuals to prioritise the needs of others, be charitable and tolerant, and promote community cohesion, thus contributing to the creation of a harmonious and peaceful society with a divine purpose, where existence means more than just a mundane passing by.

Council sets out plans to invest £13.7m in youth service

Plans to invest £13.7m in Tower Hamlets Council's youth service, including a rebrand and expansion, were approved at Cabinet on 26 April. The investment follows a reduction in funding to youth services both locally and nationally.

It forms part of the council's wider investment in young people, which includes:

- £5.7m for universal free school meals for both primary and secondary school pupils
- £1.1m to re-introduce Education Maintenance Allowances and University Bursaries
- £730k for children with special educational and additional needs (SEND)

The new youth service, named Young Tower Hamlets, will provide a diverse programme of free opportunities and support for young people aged 11-19 (25 with SEND) across the borough.

Focus will be placed on supporting young people's post-16 transition into education, training and employment; increasing young people's participation in universal 'safe spaces'; preventing young people from offending and entering the criminal justice system; and increasing employment opportunities for residents in both paid and voluntary youth work roles.

Lutfur Rahman, Mayor of Tower Hamlets, said:

"Young people are our future leaders, which is why this investment is so important.

"Young Tower Hamlets will provide support for young people to expand their talents, transition into further education or work, and access spaces where they feel safe and cared for.

"It will ensure that every young person in Tower Hamlets has the best start in life and can access opportunities that will enable them to fulfil their potential.

"As a key part of my vision for the borough and a core element of the council's Strategic Plan, I am very excited to see the development of the service, and to witness how it helps our young people thrive in years to come."

As part of the redesign process, young people aged 11-19 are invited to shape the new service by attending one of four consultation events (no booking required):

- 2 May, 16:30-20:30 at Haileybury Youth Centre
- 3 May, 16:30-20:30 at Osmani Centre and Trust
- 4 May, 16:30-20:30 at Spotlight Youth Centre
- 11 May, 15:30-18:30 at George Green's School

Young people can also give their views by filling out an online survey: https://www.surveymonkey.co.uk/r/YoungTowerHamlets

British Parliamentarians Praise Bangladesh over Rohingyas

Many also called for the UK to increase financial support to Bangladesh

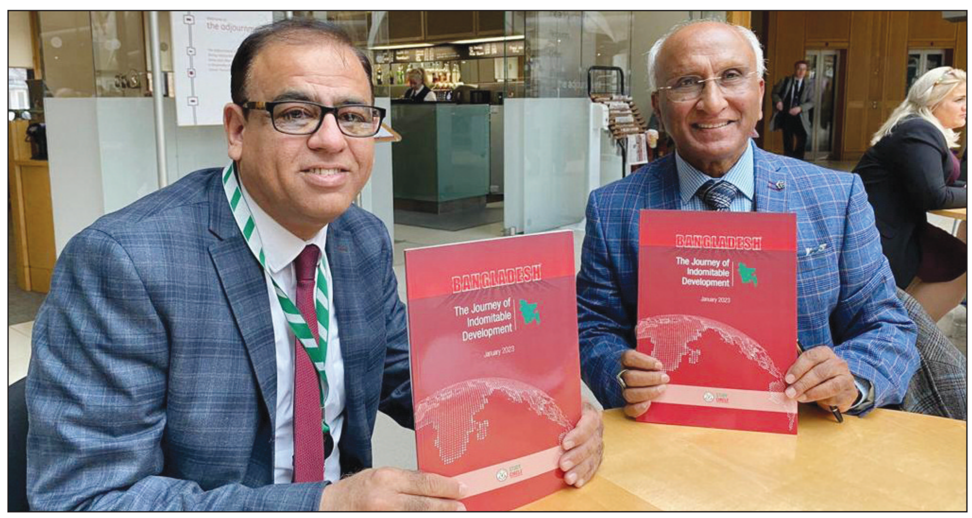

On 2 May 2023 British parliamentarians debated, "Support for Rohingya Refugees in Bangladesh". The debate was moved by Bedford MP, Mohammad Yasin, who had visited Bangladesh and Cox's Bazar in January of this year.

Speaker after speaker from Labour, the Conservatives and the Scottish National Party praised the generosity of the Bangladesh Government, but noted that they could not be expected to meet this challenge alone.

Syed Mozammel Ali, Chair of the Bangladesh Study Circle, said, "We are grateful to Mohammad Yasin and the other MPs who spoke in this debate. The Rohingya are one of the most vulnerable refugee populations in the World, victims of the brutal Myanmar Junta. Bangladesh has been openhearted in taking in the Rohingya, and it is right that British MPs have recognised this, and the need to support Bangladesh. It is also important to recognise that this situation is unsustainable and, as Mohammad Yasin said, the goal has to be to create conditions for the Rohingya to return home in "safety, dignity and security" as soon as possible".

Year: 20 ◆ Issue: 967 ◆ Friday 12 May - Thursday 18 May 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

দেশের জনগণ বিএনপি-জামায়াতের ওপর আস্থা রাখবে না : শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রয়োজনে তারা সবসময় জনগণের পাশে থাকায় আগামী সাধারণ নির্বাচনে তার দল বিজয়ী হবে।

তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ, জনগণ আমাদের তাদের সেবা করার সুযোগ দেবে। সবাইকে (নেতা-কর্মী) আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে হবে, কারণ, নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হব।

স্থানীয় সময় রোববার লন্ডন ম্যারিয়ট হোটেলে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া এক নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি একথা

বলেন।

দেশের জনগণ বিএনপি-জামায়াতের ওপর আস্থা রাখবে না বলেও মনে করেন সরকার প্রধান। বলেন, 'তারা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে এবং এভাবে দেশকে ধ্বংস করেছে। তাহলে, জনগণ কীভাবে তাদের প্রতি আস্থা রাখবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ ইতোমধ্যে জেনে গেছে যে তারা চোর, দুর্নীতিবাজ, খুনি, গ্রেনেড হামলাকারী ও লুটেরা এবং তারা খুনিদের পৃষ্ঠপোষক।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট অর্থ আত্মসাৎ করে দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারেক রহমানকে তার দুর্নীতির দায়ে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে কোকোর পাচার করা প্রায় ৪০ কোটি টাকা সরকার দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী --১৭ পৃষ্ঠায়

বুদ্ধিমত্তায় আইনস্টাইনকে টপকাল অটিস্টিক বালিকা!

পোস্ট ডেস্ক : বয়স তার মাত্র ১১। অথচ বুদ্ধি এবং মেধার বিচারে সে ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে গিয়েছে আইনস্টাইনকেও। মেক্সিকোর বিস্ময় বালিকা আধারা পেরেজ স্যাঞ্চেজের আইকিউ স্কোর ১৬২, যা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের থেকেও বেশি।

আধারা অটিজম আক্রান্ত। তবে এই ব্যাধি তার বুদ্ধিমত্তায় কোনও বাধা তৈরি করতে পারেনি। সিএনসিআই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক আধারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েরও ডিগ্রিধারী। বিরল প্রতিভাধর এই বালিকা শীঘ্রই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিও অর্জন করতে চলেছে। আধারা চায় নভশ্চর হতে, নাসায় কাজ করতে। তার স্বপ্ন, একদিন সে মহাকাশে পাড়ি দেবে, মঙ্গল গ্রহে কলোনি গড়বে।

মেক্সিকান এই কন্যার বয়স যখন মাত্র তিন বছর, তখনই পরীক্ষায় ধরা পড়ে, সে অটিজমের শিকার। কথাবার্তায় অস্বাভাবিক জড়তা দেখে তার অভিভাবকরা চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হন। তখনই সত্যিটা সামনে আসে। পরবর্তীকালে সে যখন স্কুলে ভর্তি হয়, তখন শুরু হয় আরেক সমস্যা। সহপাঠীদের কাছে ঠাট্টা-তামাশার শিকার হতে শুরু করে সে। এমনকী, --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে রাজতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ

পোস্ট ডেস্ক : রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্যে লন্ডনে রাজতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। শনিবার সকালে ব্রিটেনে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিক্ষোভ থেকে কয়েকডজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

রাজতন্ত্রবিরোধী এসব ব্যক্তিরা 'নট মাই কিং' প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নামেন, সেগুলোও জব্দ করে নিয়ে যায় পুলিশ। দ্য গার্ডিয়ান বলছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে 'রিপাবলিক' ক্যাম্পেইনের প্রধান নির্বাহী গ্রাহাম স্মিথও রয়েছেন। ট্রাফালগার স্কয়ারে বিক্ষোভের মূল জায়গায় অন্য বিক্ষোভকারীদের জন্য পানীয় ও প্ল্যাকার্ড সংগ্রহ করার সময়

তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে এর আগে বলা হয়েছিল, তারা রাজতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, যদি না বিক্ষোভকারীরা বিদ্যমান আইন ভঙ্গ করে গুরুতর ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।

কিন্তু শনিবার 'রিপাবলিক' গ্রুপ টুইটারে জানায়, সকালে গ্রাহাম স্মিথসহ ও আমাদের টিমের পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছেন। শত শত প্ল্যাকার্ড জব্দ করা হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

অন্য দেশ কী ভাবলো তাতে আমাদের যায় আসে না-ড.এ কে মোমেন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে, নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলেই পর্যবেক্ষক পাঠাবে ইইউ। এদিকে বুধবার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, আমরা একটা স্বচ্ছ ও সুন্দর নির্বাচন করব। অন্য দেশ কী ভাবলো তাতে আমাদের যায় আসে না। সব দল না চাইলে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে বিদেশিদের পরামর্শের দরকার নেই। সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডে উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ইউরোপের ২৭ রাষ্ট্রের ওই জোটের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে সাকিবের ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের যাত্রা

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা করলো 'সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন'। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় লন্ডনের আরিয়ানা ব্যাঙ্কুইট হলে গালা ডিনারে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আনুষ্ঠানিক পথ চলার ঘোষণা দেন।

গত ২৪ মার্চ নিজের জন্মদিনে ঢাকার একটি পাঁচ তারকার হোটেলে সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন করেন সাকিব। বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং তাদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য টাইগার অলরাউন্ডারের এই উদ্যোগ।

লন্ডনের অনুষ্ঠানে সাকিব ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের জন্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'ক্যান্সার রোগীকে নিয়ে তার পরিবার এবং রোগী নিজে কতটা কষ্ট করেন তা আমরা দেখি। এই জায়গা থেকে আমরা --১৭ পৃষ্ঠায়

তহবিল দিচ্ছে ব্রিটিশ সরকার

১০টি এয়ারবাস কিনবে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা : ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিমান বাংলাদেশ ১০টি এয়ারবাস কেনার অর্ডার দিতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। ব্রিটেনের এক্সপোর্ট ফাইন্যান্স স্কিমের মাধ্যমে এসব বিমান কিনতে তহবিল সুবিধা পাবে বিমান বাংলাদেশ। এই স্কিমে বাংলাদেশ সহজলভ্য চুক্তিতে তহবিল পেতে সক্ষম হতে পারে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন এয়ারয়েজম্যাগ।

এতে আরও বলা হয়, বিমান ক্রয়ের অর্ডারের বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ ইউরোপের বিমান নির্মাতার কাছ থেকে আটটি যাত্রীবাহী এবং দুটি

ফ্রেইট বিমান কেনার অর্ডার দিতে যাচ্ছে। এগুলো হতে পারে এ৩৫০ ভ্যারিয়েন্টের এয়ারবাস। এই চুক্তি পাওয়ার জন্য লবিং করছিল এয়ারবাস কর্তৃপক্ষ। এ জন্য তারা প্রদর্শন হিসেবে একটি --১৬ পৃষ্ঠায়

হবিগঞ্জে প্রাইভেটকার-অটোরিকশা সংঘর্ষে সড়কে নিহত ৩

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় প্রাইভেটকার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নারী-শিশুসহ আহত হয়েছেন আরও ৪ জন।

বুধবার (১০ মে) বিকাল ৩টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার গজনাইপুর ইউনিয়নের ফুলতলী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন গজনাইপুর ইউনিয়নের মুরাউড়া গ্রামের মৃত আব্দুল সত্তারের ছেলে মানিক মিয়া (৭০), চুনারুঘাট উপজেলার বাদশারগাঁও গ্রামের ছানু মিয়ার ছেলে সোহেল মিয়া (৪২) ও বাহুবল উপজেলার পুটিজুরি ইউনিয়নের --১৬ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk